Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর-২০০৫

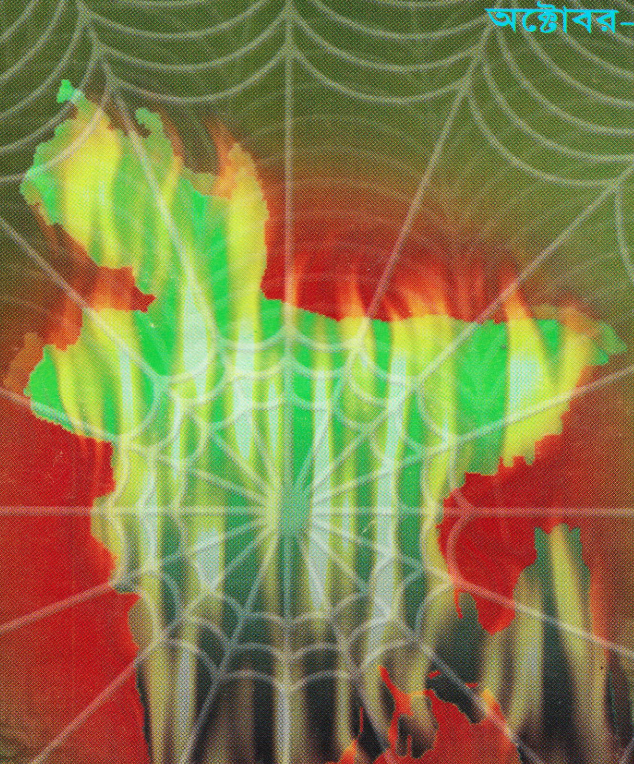

ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত জালে আচ্ছন্ন বাংলাদেশ, বিপর্যস্ত স্বাধীনতা, আতঙ্কিত মুসলিম জনগোষ্ঠী

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ	১ম সংখ্যা
শা'বান -রামাযান	১৪২৬ হিঃ
আশ্বিন -কার্তিক	১৪১২ বাং
অক্টোবর	২০০৫ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

❊ কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স ❊

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

ঃ হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআনঃ
  - ইনসানে কামেল *(১ম কিস্তি)* ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- প্রবন্ধঃ
  - বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষায় উপেক্ষিত মহানবী (ছাঃ) ০৯
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
  - মাহে রামাযানের আগমন ও বিশ্বময় প্রস্তুতি ১১
    -মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
  - বিশ্বশ্রেষ্ঠ আল-কুরআন *-রফীক আহমাদ* ১৩
  - এ তুফান ভারি দিতে হবে পাড়ি.. ১৬
    -আব্দুর রহমান
  - ঈদায়েনের কতিপয় মাসায়েল ১৯
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
  - যাকাত ও ছাদাক্বা *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২১
- মনীষী চরিতঃ ২৩
  - শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ)
    -নূরুল ইসলাম
- নবীনদের পাতাঃ ২৮
  - হালখাতা *-মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন*
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩০
  - মানবতা
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩১
  (ক) হার্ট অ্যাটাকের পর হাঁটুন
  (খ) আঁশ জাতীয় খাবারের প্রয়োজনীয়তা
- ক্ষেত-খামারঃ ৩২
  - আশ্বিন মাস কলা চাষের উপযুক্ত সময়
- কবিতাঃ ৩৩
  (১) দ্বীনের পথে (২) সন্ত্রাস (৩) রামাযান এলো
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৪
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৪
- জনমত কলাম ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৪৮

ধর্মের নামে বোমা হামলার নেপথ্যেঃ

পরপর দু'টি সম্পাদকীয় বোমা হামলার উপরে লেখার পর তৃতীয় সম্পাদকীয়টিও একই বিষয়ে লিখতে হবে এমনটি ভাবিনি। ধর্মীয় ২/১টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সামনে থাকলেও পরিস্থিতি বাধ্য করেছে এ বিষয়ে পুনরায় কিছু লিখতে। ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার পর পরিস্থিতি যখন অনেকটা অনুকূল, শান্ত ও স্থিত হয়ে আসছিল, ধরা পড়ছিল একের পর এক প্রকৃত হামলাকারী, বিলম্বে হ'লেও উন্মোচিত হচ্ছিল এদের মুখোশ, ঠিক সে মুহূর্তে গত ৩রা অক্টোবর কয়েকটি যেলায় পুনরায় বোমা হামলা চালানো হয়। এবারের হামলার টার্গেট ছিল কেবল আদালতপাড়া, ধরন ছিল ভিন্ন। চট্টগ্রাম, লক্ষীপুর ও চাঁদপুরের যেলা আদালতের অভ্যন্তরে ছুড়ে মারা হয় বোমা। বহন করা হয় অভিনব পদ্ধতিতে মোটা বইয়ের ভিতরে খাঁজ কেটে ও জ্যামিতি বক্সে করে। এতে নিহত হয় ২ জন। আহত হয় ৩৯ জন। আহতদের মধ্যে বিচারক ও পুলিশও রয়েছেন। তিন অকুস্থল থেকে জনতা ও পুলিশ ৭ জন বোমাবাজকে হাতে নাতে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এরা সকলেই নিষিদ্ধ ঘোষিত 'জেএমবি' সদস্য বলে স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছে।

আমরা এই সুবুদ্ধিবর্জিত ও বর্বরোচিত বোমা হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। ঘৃণা জানাই ইসলামের নাম ব্যবহারকারী এইসব চরমপন্থীদের হিংস্র কর্মকাণ্ডের। যা শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও বিশ্বজনীন কল্যাণের অনন্য ধর্ম ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমানের এই শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিটিকে করে তুলছে অস্থিতিশীল। ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত জাল ক্রমশ গ্রাস করছে স্বাধীন এই মুসলিম ভূ-খণ্ড বাংলাদেশকে। অজানা আশংকায় আতঙ্কিত হচ্ছে এ দেশের সহজ-সরল ইসলামপ্রিয় মুসলিম জনগোষ্ঠী। ইসলামী আইন ও শাসন বাস্তবায়নের ধুয়া তুলে এরা ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে। 'জিহাদে'র গোলক ধাঁধায় ফেলে অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অপরিণামদর্শী একশ্রেণীর তরুণকে ব্যবহার করছে এই সর্বগ্রাসী নাশকতায়।

অথচ 'জিহাদ' ইসলামের চিরন্তন ও ব্যাপকার্থক একটি পরিভাষা। জিহাদ সকল মুসলমানের উপরই ফরয। এর অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আল্লাহর 'অহি' বিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিহত করে এলাহী বিধান প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করার চেষ্টা-সাধনার নাম 'জিহাদ'। জিহাদ কোন অবস্থাতেই সন্ত্রাস ও অশান্তিকে অনুমোদন করে না। জিহাদ কথার দ্বারা, লেখনির দ্বারা, সংগঠনের দ্বারা নিরন্তর হকের পথে দাওয়াত দান ও বাতিল প্রতিরোধের মাধ্যমে সংঘটিত হবে। আর ইসলামের উপর সশস্ত্র আগ্রাসন হ'লে অথবা কোন মুসলিম দেশ যখন বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবে, তখন ইসলাম ও দেশের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন রাখতে সশস্ত্র সংগ্রাম করাই হ'ল জিহাদের চূড়ান্ত স্তর, যা সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। কুরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহপাক মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। অতঃপর মারে ও মরে' *(তওবাহ ১১১)*। 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না' *(আনফাল ১৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা' *(মুসলিম)*। অতএব জিহাদকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তবে প্রশ্ন হ'ল- জিহাদের নাম করে যারা বর্তমানে জঙ্গী তৎপরতার সাথে জড়িত, যারা দেশের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সরকারকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে তারা কি জিহাদ করে? এর পরিষ্কার জবাব হ'ল, না। একে জিহাদ বলার প্রশ্নই উঠে না। কারণ কালেমা পাঠকারী কোন মুসলমানের উপরে অস্ত্র উত্তোলন করার বিধান ইসলামে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর অস্ত্র উত্তোলন করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম)*। রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে এরকম পরিষ্কার বক্তব্য মওজুদ থাকার পরও কি দেশের প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম বৈধ হ'তে পারে? অতএব দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করে, দেশব্যাপী বোমা হামলার মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করে, সাধারণ মানুষকে হত্যা করে যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এরা জিহাদ করে না, বরং সন্ত্রাস করে। আর এদের পিছনে রয়েছে বিদেশী কোন অশুভ শক্তি। যারা এ দেশটিকে ইরাক বা আফগানিস্তানের মত অগ্নিগর্ভ বানিয়ে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এদিকে এই মুসলিম দেশটিকে জঙ্গীবাদী প্রমাণ করার জন্য বিদেশী মদদপুষ্ট একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। আর এ ন্যক্কারজনক লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তারা ইসলামের পবিত্র 'জিহাদ'কে নিকৃষ্ট জঙ্গীবাদের সাথে একাকার করে ফেলেছে। প্রকারান্তরে তারা ইসলামের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছে। তাছাড়া এমন সব আকর্ষণীয় কাহিনী রচনা করছে, যা বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ সাংবাদিকতার মত এই মহান পেশাটিকেও করেছে দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। আর এই হলুদ সাংবাদিকতার শিকার হ'তে হচ্ছে নিরীহ, নির্দোষ, নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে। আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধিতা করছি না, তবে নিঃসন্দেহে সংবাদপত্রের জবাবদিহিতা আবশ্যক। সংবাদপত্রের গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্টের জন্য মূলতঃ একশ্রেণীর সাংবাদিক সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণই দায়ী। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, একটি রিপোর্টের সত্যতা যাচাই করতে ১০টি পত্রিকা পাঠেও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাদের অতিপ্রচারণায় দেশের অর্থনীতিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা পিছিয়ে যাচ্ছে, রপ্তানী শিল্প ধ্বসে পড়ছে। সেই সাথে আমাদেরকে হতবাক করেছে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সম্পর্কে সংবাদপত্রের সাম্প্রতিককালের ন্যক্কারজনক ভূমিকা। কতিপয় সংবাদপত্রের মিথ্যাচারের নগ্নমূর্তি আমরা এ সময়ে প্রত্যক্ষ করেছি। উপলব্ধি করেছে অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছসহ সচেতন দেশবাসী। এদের 'জাগ্রত ঘুম' ভাঙ্গানো অনেক ক্ষেত্রেই অসাধ্য। জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আতের লিখিত বই, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বক্তব্যসমূহের অডিও সিডি, **আত-তাহরীক** -এর জঙ্গীবিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকার ডকুমেন্টারী উপস্থাপনের পরও কোন কোন সাংবাদিক বন্ধুর মন্তব্য তথৈবচ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে জেএমবি তথা জঙ্গীবাদের সাথে একাকার করে দেখতে কেন যেন এরা খুব বেশী উৎসাহী। তবে কিছুসংখ্যক সংবাদপত্র সঠিক তথ্য পরিবেশন করে প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্তকরণে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে, আমরা একে স্বাগত জানাই। আমরা মনে করি সংবাদপত্রের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক। যেখানে থাকবে সাংবাদিকদের জবাবদিহিতা, থাকবে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের নির্দেশনা, থাকবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভিকটিমাইজ করার সুনির্দিষ্ট শাস্তি। আমরা সরকার, প্রশাসন, সাংবাদিক ও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে পরিষ্কারভাবে আবারো বলতে চাই যে, **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** কোন জঙ্গী সংগঠন নয়। বরং জঙ্গী বিরোধী, শান্তিপ্রিয়, দেশপ্রেমিক দ্বীনী সংগঠন।

পরিশেষে বিলম্বে হ'লেও সত্য প্রকাশের জন্য আমরা মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাই। গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'বোমা হামলার সাথে ডঃ গালিবের জড়িত থাকার কোন প্রমাণ আমরা পাইনি'। পরদিন ৩০ সেপ্টেম্বর কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে এ খবর বেরিয়েছে। এক্ষণে দেশবাসী জানতে চায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ও আলেমগণকে ইসলামী মূল্যবোধের এই সরকার মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে আর কতদিন অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ রাখবে? কবে হবে এ নির্মম নির্যাতনের অবসান? আমরা অনতিবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র গ্রেফতারকৃত সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের মুক্তির জোর দাবী জানাচ্ছি এবং আলেম-ওলামাদের প্রতি এই হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

ইনসানে কামেল

– মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَّلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

১. অনুবাদঃ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হয়ে যাও এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমাদের নিকটে স্পষ্ট নির্দেশাবলী এসে যাওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহ'লে জেনে রেখ আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও গভীর দূরদৃষ্টিময়' *(বাক্বারাহ ২০৮-২০৯)*।

২. শানে নুযূলঃ আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) ইহুদীদের বড় আলেম ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ভাবলেন, মূসা (আঃ)-এর ধর্মে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদী শরী'আতে ওয়াজিব নয়। অমনিভাবে মূসা (আঃ)-এর শরী'আতে উটের গোশত খাওয়া হারাম ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদী শরী'আতে তা হারাম নয়। এক্ষণে আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের গোশতকে হালাল জেনেও তা বর্জন করি, তাহ'লে দু'কুলই রক্ষা পায়। মূসা (আঃ)-এর শরী'আতের প্রতিও আস্থা রইল, মুহাম্মাদী শরী'আতেরও বিরোধিতা হ'ল না। বরং এতে উভয় ধর্মের প্রতি বিনয় প্রকাশের কারণে আল্লাহ তা'আলাও অধিকতর খুশী হবেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়'।[১] অত্র আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ উপরোক্ত ধারণা খণ্ডন করেছেন এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, ইসলাম হ'ল সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। এতে কোনরূপ সংযোজন বা বিয়োজন নেই। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল দল-মতের মানুষকে এই সর্বশেষ এলাহী দ্বীনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে যেতে হবে। বিগত সকল এলাহী ধর্ম 'মানসূখ' বা হুকুম রহিত বলে গন্য হবে।

বলা আবশ্যক যে, বর্তমান যুগে ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম বলে যা চালু আছে, তা ধর্মযাজকদের তৈরী বিকৃত ধর্ম। মূল তওরাৎ বা ইঞ্জীলের কোন অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নেই।

৩. ব্যাখ্যাঃ মানুষকে আল্লাহ পাক সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসাবে সৃজন করেছেন। দৈহিক অবয়বে ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে সে সকল সৃষ্টির সেরা। একটি স্বাভাবিক স্তর পর্যন্ত সকল মানুষ সমান হ'লেও জ্ঞান ও মানবিক গুণাবলীর কমবেশীর কারণে তাদের মধ্যে রয়েছে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার স্তরভেদ। এমনও মানুষ রয়েছে, যাদের হৃদয় থাকা সত্ত্বেও তারা বুঝে না, কান থাকতেও শোনে না, চোখ থাকতেও দেখে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম' *(আ'রাফ ১৭৯)*। আবার এমন মানুষ রয়েছেন, যারা সৃষ্টির সেবায় জীবনপাত করেন, সর্বোচ্চ জ্ঞান সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দেন, সবকিছু ত্যাগের মধ্যেই আনন্দ পান, অন্যের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য নিজের হাসি বিসর্জন দেন। বিনিময়ে তাঁরা কিছুই চান না। এমন মানুষের সংখ্যা কম হ'লেও এঁরাই দুনিয়ার সেরা মানুষ, এঁরাই মানবতার পূর্ণরূপ বা 'ইনসানে কামেল'। এঁদের কারণেই পৃথিবী আজও টিকে আছে।

প্রত্যেক মানুষই চায় 'ইনসানে কামেল' হ'তে। কিন্তু কিভাবে হবে, তা তার জানা নেই। তাই যুগে যুগে লোকেরা স্ব স্ব জ্ঞান মোতাবেক এক একটা মতাদর্শ রচনা করে তার অনুসরণে ব্যাপৃত হয়েছে। এভাবেই পৃথিবীতে এযাবৎ রচিত হয়েছে প্রায় আড়াই শতাধিক ধর্ম। কিন্তু কোন ধর্মেই চূড়ান্ত সান্ত্বনা না পেয়ে আজকাল অনেক পণ্ডিত বলছেন, প্রকৃত ধর্ম হ'ল 'মানব ধর্ম'। মানব ধর্মের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণেই কেবল পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া যায়। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কল্পিত সেই মানবধর্মের বাস্তব রূপরেখা কি? তখন আঁধার হাতড়িয়ে হয়ত বলেন, এটা যার যার জ্ঞান মোতাবেক। দেখা গেল এর সার কথা হ'ল 'শূন্য'।

দেড় হাযার বছর পূর্বে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলে গিয়েছেন, 'প্রত্যেক মানব সন্তানই ফিৎরাত বা স্বভাবধর্মের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাছারা বা অগ্নি উপাসক বানায়'।[২] এতে বুঝা যায় যে, স্বভাবধর্ম বা মানবধর্ম হ'ল মানুষের স্বাভাবিক স্তর। একে সমুন্নত করার জন্য লাগে একটি উন্নত পরিকল্পনা এবং নিখুঁত ও বাস্তব সম্মত রূপরেখা বা কর্মসূচী। যেমন খনিতে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেটাকে অলংকারে পরিণত করার জন্য লাগে উন্নত কলা-কৌশল ও সর্বোত্তম প্রযুক্তি এবং সর্বোপরি কুশলী কারিগর। কে হবে সেই কারিগর? স্বর্ণ কি নিজেই নিজের কারিগর হ'তে পারে? অনুরূপভাবে মানুষ কি নিজেই নিজের কারিগর হ'তে পারে? মানুষ স্বর্ণপিণ্ডের ন্যায় জড়পদার্থ নয়। বরং তাকে দেওয়া হয়েছে অতুলনীয় জ্ঞান সম্পদ। আর সেকারণেই সে অন্য সকল সৃষ্টির চাইতে সেরা। কিন্তু তার এই জ্ঞান কি পূর্ণাঙ্গ? সে কি তার ভবিষ্যৎ বলতে পারে? কোন্ কাজের পরিণাম কি হ'তে পারে, সে কেবল অনুমান করতে পারে। কিন্তু সে কি নিশ্চিত বলতে পারে? না। আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, আমি আমার নিজের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধনের মালিক নই। কেবলমাত্র যা আল্লাহ চান

১. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২৫৫ পৃঃ।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়।*

তা ব্যতীত। আর আমি যদি আমার ভবিষ্যৎ জানতাম, তাহ'লে আমি আরও বেশী বেশী ভাল কাজ করতাম এবং কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট আমাকে স্পর্শ করতে পারত না' *(আ'রাফ ১৮৮)*।

ফলকথা, মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে নিজেকে সুন্দর মানুষ হিসাবে, 'ইনসানে কামেল' হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলেও এক পর্যায়ে সে ব্যর্থ হয়। ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির কাছে সে পরাভূত হয়। যাদেরকে সে আদর্শ ভেবে অনুসরণ করে, সেখানেও দেখতে পায় ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা। ফলে সে হতাশ হয়ে পড়ে ও এক সময় বলে ওঠে 'আনাল হক্ব' আমিই সত্য, আমিই আল্লাহ, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। সে যে কারু দ্বারা সৃষ্ট, সেকথা সে ভুলে যায়। এভাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে অহংকারে মত্ত হয়ে সে নাস্তিক হয়ে যায়।

স্বর্ণের কারিগর যেমন জানে কিভাবে স্বর্ণকে অলংকারে পরিণত করতে হয়, মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তেমনি জানেন কিভাবে মানুষকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করতে হয়। সেপথ তিনি কেবল বাৎলে দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে পাঠিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' বা উত্তম নমুনা হিসাবে অনুসরণ করার জন্য পরবর্তী মানব প্রজন্মকে নির্দেশ দিয়েছেন *(আহযাব ২১)*।

দরসে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হয়ে যাও এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২০৮)*। অত্র আয়াতে 'ইনসানে কামেল' হওয়ার পথ বাৎলে দেওয়া হয়েছে। তাকে ইসলামের প্রদর্শিত আলোর পথে পূর্ণভাবে দাখিল হ'তে বলা হয়েছে এবং সাথে সাথে শয়তান নির্দেশিত অন্ধকার গলিপথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আদেশ ও নিষেধ একই আয়াতে বলে দেওয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আলোর পথের পথিকদেরকে অন্ধকার গলিপথে টেনে নেওয়ার জন্য শয়তান সর্বদা লোভ ও প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসে থাকবে। 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর অনুসারীকে তাই সর্বদা ইসলাম রূপী গাইডের দিক-নির্দেশনা মেনে পথ চলতে হবে। নইলে আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথের পথিকদের ন্যায় যেকোন মুহূর্তে পদস্খলিত হয়ে সাক্ষাৎ ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ এটাই যে, বিশ্বাসীগণ যেন তাদের বিশ্বাস ও কর্ম উভয় জগতে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তার মন-মস্তিষ্ক, হাত-পা, চোখ-কান সবই যেন ইসলামের আওতায় ও আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়। যদি কারু হাত-পা ইসলামের অবাধ্যতা করে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক ইসলামের প্রতি অনুগত ও সন্তুষ্ট থাকে এবং খালেছ অন্তরে তওবা করে, তাহ'লে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হ'তে পারে। পক্ষান্তরে যদি কারু হাত-পা বাধ্য থাকে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক অবাধ্য থাকে, তবে সে হ'ল 'মুনাফিক'। তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আর যে ব্যক্তি ইসলামের দেওয়া গাইড বুক গ্রহণ ও মান্য করতে অস্বীকার করবে, সে হবে 'কাফির'। তাকে পদস্খলিত হয়ে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। তাছাড়া এ আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর মধ্যে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সকল বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান ও দিক-নির্দেশনা সমূহ মওজূদ রয়েছে। সূরা মায়েদাহ ৩নং আয়াতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষণে উক্ত আয়াতের প্রতিপাদ্য দাঁড়াচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ ইসলামের বিশ্বাসগত ও কর্মগত সকল বিষয়কে আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত অর্থে 'মুসলিম' পদবাচ্য হ'তে পারবে না। এর কারণ এই যে, একজন পূর্ণ মুমিন ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে একজন পূর্ণ মানুষ বা 'ইনসানে কামেল'।

মানুষ আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি। তার মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় উপাদান মওজূদ রয়েছে। তার ভাল-কে সর্বোত্তম অবস্থায় ধরে রাখার জন্যই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি যত উত্তম রূপে উক্ত বিধান অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি তত পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে পরিগণিত হবে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মও মানুষকে ভাল-র প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সেগুলি মানুষের রচিত বিধায় সেসবের মধ্যে অসংখ্য ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। ভাল মনে করা হ'লেও প্রকৃত অর্থে তা ভাল নয়, এমন অসংখ্য বিধান ঐসব ধর্মে রয়েছে। যেমন হিন্দু ধর্মে 'সতীদাহ প্রথাকে' ধর্ম মনে করা হয়। নারীদেরকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। একইভাবে বিধবা বিবাহ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়। যদিও রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রতিককালে তাদের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কার এসেছে। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে কট্টর হিন্দুরা তা আজও মেনে নিতে পারেনি। বিধবা বিবাহ চালু করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিকে তার সমাজের কাছ থেকে কি নিগ্রহ পোহাতে হয়েছে, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তা জানেন। খৃষ্টান ধর্মেও রয়েছে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ। এই যুগেও তাদের ধর্ম যাজকদের চিরকুমার থাকাটাকেই ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফলে মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ এই ধর্মীয় বিধান মান্য করতে গিয়ে যেনা-ব্যভিচার ছাড়াও শিশু ধর্ষণের মত নোংরামিতেও আমেরিকান ধর্ম যাজকদের জড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় যা মাঝে-মধ্যে শিরোনাম হ'তে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত সূদখোরী, মদ্যপান, শূকর গোশত ভক্ষণ এখনো তাদের নিকটে ধর্মীয়ভাবে সিদ্ধ। অথচ এগুলির কোনটাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভাল নয়। বরং নিঃসন্দেহে মন্দ ও অকল্যাণকর।

(ক) মানবজাতি দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্তঃ

পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে তার বিশ্বাস ও কর্মের হিসাবে দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়েছে- মুমিন ও

কাফির *(তাগাবুন ২)*। এতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য উপাদান থাকলেও জাতি গঠনের মূল উপাদান হ'ল 'ধর্ম'। আদিতে পৃথিবীর সকল মানুষ একটি মাত্র ধর্মে বিশ্বাসী একক উম্মত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পরিচালনার জন্য কিতাব সহকারে নবীগণকে প্রেরণ করেন। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের যিদ ও হঠকারিতা বশতঃ অহি-র বিধানসমূহের ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল এবং সঠিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়েছিল' *(বাক্বারাহ ২১৩)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, যুগে যুগে নবীগণ মানবজাতিকে আল্লাহতে বিশ্বাসী একক জাতীয়তার দিকে আহ্বান জানিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু হঠকারী লোকেরা সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল প্রভৃতির পার্থক্যের অজুহাতে বিভিন্ন জাতীয়তা সৃষ্টি করে মানবজাতিকে বিভক্ত করেছে ও নিজস্ব শাসনের নামে নিজস্ব শোষণ ও নির্যাতন ব্যবস্থা চালু করেছে। বর্তমানের বিভক্ত বিশ্ব তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। বিশ্ব কবি ইকবাল অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তাঁর 'জওয়াবে শিকওয়াহ্'র মধ্যে-

قوم مذهب سے هے مذهب جو نهیں تم بهی نهیں

جزب باهم جو نهیں محفل انجم بهی نهیں

'ধর্মে হয় জাতি গঠন, ধর্ম নেই তো তুমি নেই
নেই যদি মধ্যাকর্ষণ, তারকারাজির সমাবেশ নেই'।

রাজনীতিবিদগণ মুখে স্বীকার করুন বা না করুন, বাস্তবে সেটাই হচ্ছে। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র (?) ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের পিছনে প্রধানতঃ একটি বিষয়ই কাজ করেছে- সেটি হ'ল, আহলে কিতাব হওয়ার দাবীদার হিসাবে ইহুদীদের সাথে তাদের ধর্মীয় ঐক্য এবং তাদের বিরোধী হিসাবে মুসলিম বিদ্বেষ। হাযার বছরের স্থায়ী মুসলিম ফিলিস্তীনী নাগরিকদেরকে নির্বিবাদে হত্যা, লুণ্ঠন ও বিতাড়িত করতে তাদের গণতন্ত্রে, ধর্মনিরপেক্ষতায় ও মানবাধিকারে মোটেই বাধেনি। একইভাবে ৮০০ বছরের স্পেনীয় মুসলিম খেলাফতকে তারা ধ্বংস করেছে ন্যক্কারজনক প্রতারণার মাধ্যমে। ইউরোপের বুকে অবশিষ্ট একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র বসনিয়াকেও তারা কয়েক বছর আগে শেষ করে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি তারা মিথ্যা অজুহাতে আফগানিস্তান ও ইরাককে কব্জা করে নিয়েছে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া থেকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ 'পূর্ব তিমুরকে' বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। কয়েক বছর ধরে সেখানে ত্রাণ সাহায্যের মুখোশে ধর্ম প্রচার করে খৃষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ বানিয়ে তাদেরকে দিয়ে সেটিকে পৃথক রাষ্ট্র ঘোষণা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে ইন্দোনেশিয়া থেকে ছিনিয়ে নিল ঐ ইঙ্গ-মার্কিন খৃষ্টান চক্র। একইভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ হিসাবে পরিচিত ভারত ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘ প্রস্তাবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা কাশ্মীরকে কব্জা করে নিল তাদের মতের বিরুদ্ধে। আজও সেখানে লাখ লাখ সৈন্য মোতায়েন করে দৈনিক তাদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন চক্র এক্ষেত্রে ভারতকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে কম্যুনিষ্ট বিশ্বও। এসব করার জন্য তাদের বহু ঘোষিত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও মানবাধিকারবাদ কোনরূপ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। অতএব আল্লাহ্র কথাই ঠিক। বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত মুসলিম ও কাফির। বিশ্ব মুসলিম যদি কখনো পূর্বের ন্যায় একই ইসলামী খেলাফতভুক্ত হয় ও পূর্ণ ঈমানী শক্তি নিয়ে জেগে ওঠে, তাহ'লে সেই শক্তিই হবে বিশ্বের সেরা শক্তি। যে শক্তিকে ছলে-বলে-কৌশলে ধ্বংস করেছে এই আন্তর্জাতিক খৃষ্টবাদী চক্র বিগত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের কামাল পাশাদের হাত দিয়ে।

প্রশ্ন হ'ল- আল্লাহ্র বিধান যখন সকলের কল্যাণের জন্য, তখন কাফেররা তার বিরোধিতা করে কেন? এর জবাব এই যে, কাফেররা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে চায়। বিবেকের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে তারা পৃথিবীতে শয়তানের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ চান তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধান অনুসরণের মাধ্যমে সকল ভাষা ও বর্ণের মানুষ পৃথিবীতে সুখ-শান্তিতে বসবাস করুক। কাফেররা ও তাদের সমমনা ফাসিক্ব প্রবৃত্তি পূজারীরা যুগে যুগে আল্লাহ প্রেরিত কিতাব ও নবীদের বিরোধিতা করেছে। আজও করে চলেছে। নবী ও মুমিনগণ তাদের উপরে আপতিত কুফরী নির্যাতনকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে মুকাবেলা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য নছীহতের মাধ্যমে, জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে তাঁরা আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন। কখনো কখনো আত্মরক্ষার স্বার্থে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে মুকাবেলা করেছেন। এভাবেই পৃথিবীতে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে।

(খ) ইনসানে কামিল-এর বৈশিষ্ট্যঃ

একজন মানুষের মধ্যে যখন তিনটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে বিকশিত হবে, তখনই তাকে 'ইনসানে কামিল' বলা যাবে। হক্কুন নাফ্স, হক্কুল ইবাদ ও হক্কুল্লাহ।

১. হক্কুন নাফ্সঃ

'হক্কুন নাফ্স' বা নফ্সের হক হ'ল প্রধানতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু যথাযথভাবে রক্ষা করা, বিয়ে-শাদী, পরিবার পালন, অর্থোপার্জন ইত্যাদি সবকিছু এর মধ্যে পড়ে। তবে এগুলো হ'ল নফসের বাহ্যিক দিক। পক্ষান্তরে নিজেকে সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, সচ্চরিত্রবান ও আল্লাহভীরু হিসাবে গড়ে তোলা, সর্বদা অল্পে তুষ্ট থাকা ও আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা, এগুলো হ'ল নফ্সের আভ্যন্তরীণ দিক। এই আভ্যন্তরীণ বা রূহানী শক্তি অর্জন না করা ব্যতীত কেউ তার নফ্সের হক পুরোপুরি আদায়ে সক্ষম হবে না।

২. হক্কুল ইবাদঃ

নফ্সের হক মানুষ যত সুন্দরভাবেই আদায় করুন না কেন,

নিজের মধ্যে চারিত্রিক উন্নতি যতই ঘটুক না কেন, যতক্ষণ না সে অন্য মানুষের হক-এর প্রতি মনোনিবেশ করবে, ততক্ষণ সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হ'তে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.. 'মুসলমান সেই, যার যবান ও হাত হ'তে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে'।[৩] বিদায় হজ্জের শেষ ভাষণে তিনি বলেন, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ– 'এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ চিরকালের জন্য হারাম'।[৪]

উক্ত তিনটি প্রধান বস্তু উল্লেখ করে অন্য সকল ছোটখাট বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেগুলো কুরআন ও হাদীছে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, মজলিসে কেউ এলে তার জন্য স্থান করে দেওয়া, মজলিসে খাওয়ার সময় তার আদব রক্ষা করা, বিনা অনুমতিতে কারু গৃহে প্রবেশ না করা, মেযবানের বাড়ীতে অধিক দিন অবস্থান না করা, রোগীকে দেখতে গিয়ে সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান না করা, অন্যের ইবাদত, লেখাপড়া বা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে জোরে শব্দ না করা, (জুম'আর দিনে গোসল করে তৈল-সুগন্ধি মেখে মসজিদে যাওয়া, যাতে অন্য মুছল্লী দুর্গন্ধে কষ্ট না পায়) এক কথায় মানুষকে কষ্ট দানকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা 'হককুল ইবাদ' রক্ষা করার মধ্যে শামিল।

একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে দু'জন মহিলার কথা বর্ণিত হয়েছে, যাদের একজন মসজিদ ঝাড়ু দিত ও বেশী বেশী নফল ইবাদত করত। কিন্তু মুখরা হওয়ার কারণে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিত। অন্যজন নফল ইবাদত কম করলেও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব রেখে চলত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমোক্ত মহিলাকে জাহান্নামী ও দ্বিতীয় মহিলাকে জান্নাতী বললেন।[৫] অন্য একটি হাদীছে পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে দেওয়াকে ছিয়াম, ছাদাক্বাহ, এমনকি ছালাতের চাইতে উত্তম বলা হয়েছে'।[৬] এতে বুঝা যায় যে, হককুল ইবাদ আদায় করা নফল ইবাদতের চাইতে উত্তম কাজ। অতএব অন্যের অধিকার খর্ব হ'তে পারে এরূপ অতীব ক্ষুদ্র কাজ হ'তেও বিরত থাকা কর্তব্য। কোন ছোটখাট যুলুমকে মোটেই ছোট মনে করা উচিত নয়। কেননা দিয়াশলাইয়ের একটা ছোট্ট কাঠি থেকেই বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়ে থাকে। যুলুম হ'ল সর্বাপেক্ষা বড় পাপ। যার সর্বোচ্চ স্তর হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর সঙ্গে কোন সৃষ্টিকে শরীক সাব্যস্ত করা *(লোক্বমান ১৩)*।

বহুল প্রচলিত কিছু যুলুমঃ

(১) শরীককে ফাঁকি দেওয়া। বিশেষ করে মেয়ে বা বোনদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করা।

(২) নিজ পরিবার ও সন্তানাদির হক যথাযথভাবে আদায় না করা। অনেকে এগুলোকে গৌণ মনে করে ইবাদতের নাম করে দেশান্তরী হন। ভাবেন যে, তিনি আল্লাহ্র রাস্তায় চলেছেন। অথচ তিনি বুঝেন না যে, আল্লাহ্র রাস্তা তার বাড়ীর আঙিনাতেই ছিল। এগুলোকে ধর্ম মনে করে বরং ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

(৩) স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ না করা।

(৪) অনেক স্বামী তার উপার্জনের সবটাই তার পিতা-মাতার হাতে তুলে দেন, স্ত্রীর হাতে কিছুই দেন না। অনেক দ্বীনদার ব্যক্তি অধিক ছওয়াব মনে করে এটা করে থাকেন। অথচ গৃহকর্ত্রী স্ত্রীর হাতে সর্বদা কিছু পয়সা থাকা উচিত। যাতে তিনি ইচ্ছামত কিছু খরচ করতে পারেন। তাছাড়া স্বামীর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার মধ্যেও একটা গভীর আনন্দ আছে। যা থেকে অনেক স্বামী তাদেরকে বঞ্চিত করেন। এতে স্ত্রী নিঃসন্দেহে মনোকষ্টে থাকেন।

(৫) এর বিপরীত অনেক বিবাহিত ছেলে তার পিতা-মাতার খোঁজ-খবর নেয় না। তাদের হাতে কোন পয়সা-কড়ি দেয় না। উপার্জনের সবটুকু এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। ফলে পিতা-মাতাকে স্ত্রীর মুখাপেক্ষীতে পরিণত করা হয়। এতে পিতা-মাতা মনে কষ্ট পেতে পারেন। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত। নইলে পিতা-মাতার দীর্ঘ নিঃশ্বাস আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে গেলে সন্তানের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

(৬) অনেক শ্বাশুড়ী তার পুত্রবধুর উপরে যুলুম করেন। পুত্রবধুর সুখ-দুঃখের প্রতি শ্বশুর-শ্বাশুড়ী খেয়াল করেন না, কেবল নিজেদের সেবা-যত্নের ত্রুটি ধরায় ব্যস্ত থাকেন। অন্য কোন অসুবিধা না থাকলে বিবাহিত ছেলেদের আলাদা সংসার করার অনুমতি দেওয়া উচিত। আজকাল এর মধ্যেই কল্যাণ বেশী। তবে বাপ-মা অসহায় ও বৃদ্ধাবস্থায় থাকলে তাঁদেরকে নিজ সংসারে পূর্ণ মর্যাদায় ও সযত্নে রাখতে হবে।

(৭) সমাজে একটা ধারণা চালু হয়ে গেছে যে, মেয়েরা তাদের পিতৃ সম্পত্তির অংশ বুঝে নিলে ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। এটা মারাত্মক ভুল ধারণা ও অন্যায় রীতি। বোনেরা এসে ভাইদের সঙ্গে বা ছোট ভাইয়েরা বড় ভাইয়ের সঙ্গে শরীকানা অংশ নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করার আগেই যদি তাদের হক্ব তাদের বুঝে দেওয়া হয়, তাহ'লে তো আর ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না। অনেক সময় দেখা যায়, বোনেরা শ্বশুরবাড়ীতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করছে, অথচ তারই প্রাপ্য পিতৃ সম্পত্তি ভোগ করে ভাইয়েরা ধনের বড়াই করছে। অথচ হাদীছে এসেছে, শরীক ফাঁকি দিয়ে বা অন্যায়ভাবে কারু এক বিঘত মাটিও যদি কেউ যুলুম করে ভোগ করে, তার উপরে ক্বিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[৭]

৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৫৯।*
৫. *আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
৬. *তিরমিযী, সনদ ছহীহ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৯১২; মিশকাত হা/৫০৩৮।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮।*

(৮) রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বদা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল ও শ্রদ্ধাশীল থাকাটাই হ'ল 'আদব'। এর বিপরীত করাটা 'যুলুম'। কিন্তু নেতা যদি কারু উপরে যুলুম করেন, তবে তার শাস্তি হবে সর্বাধিক। ক্বিয়ামতের দিন যালেম ও খেয়ানতকারী নেতাদের কোমরে একটা করে ঝাণ্ডা গেড়ে দেওয়া হবে, যাতে সকলে তাকে দেখতে পায়।[৮] গণতন্ত্রের নামে বর্তমান দলতন্ত্রে নেতৃত্ব বিভক্ত হওয়ার কারণে জনগণ বিভক্ত হয়ে গেছে। উপরন্তু নেতৃত্ব মেয়াদ ভিত্তিক হওয়ার কারণে সুযোগসন্ধানী ও নেতৃত্ব লোভীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকারী ও বিরোধী দলের পারস্পরিক হানাহানিতে সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জোট সরকার হওয়ার কারণে এখন যুলুমের পরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ করেছে। কেননা অনেক সময় জোট ঠিক রাখার জন্য শরীকদের অন্যায় আবদার বড় দলকে রক্ষা করতে হয়। ফলে রাষ্ট্র এখন ক্রমেই যালিমের প্রতিমূর্তিতে আবির্ভূত হচ্ছে। 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' নামে একটি পরিভাষা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। যা আগে কারু জানা ছিল না। পৃথিবী ক্রমেই যুলুমের হুতাশনে পরিণত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। 'যুলুম ক্বিয়ামতের দিন ঘনঅন্ধকার হয়ে দেখা দিবে'।[৯] অতএব যালেম শাসক ও নেতাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি অপেক্ষা করছে। মূলতঃ হক্কুল ইবাদ নষ্ট করাই হ'ল যুলুমের প্রধান কারণ। অতএব সর্বদা এ হকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

৩. হক্কুল্লাহঃ

'হক্কুল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্র হক। বান্দার নিকটে আল্লাহ্র হক হ'ল তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ. 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য' *(যারিয়াত ৫৬)*। আল্লাহ্র ইবাদত মানুষ তখনই করবে, যখন তাঁর অদৃশ্য সত্তা ও অসীম ক্ষমতার ব্যাপারে মানুষ নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করবে। মূসা (আঃ)-এর কওম এজন্যই দাবী করেছিল যে, لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً- 'আমরা কখনোই তোমার কথা বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাব' *(বাক্বারাহ ৫৫)*। স্বেচ্ছাচারী ও আত্মপূজারী মানুষ চিরকাল এভাবেই কপট দাবী ও অন্যায় যুক্তির মাধ্যমে নিজের হঠকারিতাকে আড়াল করতে চেয়েছে। অথচ সে কখনো নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা করেনি। সে কিভাবে জন্ম নিল, কিভাবে বড় ও শক্তি-সমর্থ হ'ল, অতঃপর পৌঢ় ও বৃদ্ধ হ'ল- কিছুই সে ভাববার অবকাশ পায়নি। কিভাবে তার খাদ্য যোগানো হচ্ছে, তাকে আলো-বাতাস সরবরাহ করা হচ্ছে, বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে সে কাজ করছে, অথচ তারই একজন পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী ভাই বা বোন বুদ্ধিহীন অপগণ্ড হয়ে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে- এসব চিন্তা তার মাথায় আসেনি। শয়তানী ধোকায় পড়ে সে আত্মঅহংকারে মত্ত হয়ে পড়েছে এবং অবশেষে তার সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করছে।

কারাগারের ঐ উঁচু চারি দেওয়ালের ভিতরের খবর বাইরের লোকেরা কিছুই জানে না। তাই বলে কি তারা কয়েদখানায় বিশ্বাস করে না? অনুরূপভাবে পরকালের অদৃশ্য পর্দা উন্মোচিত হওয়ার পূর্বে কি সেখানকার খবরাখবরে বিশ্বাস করা যাবে না? সেই খবরদাতা যদি কোন নবী-রাসূল হন, তাহ'লেও কি নয়? তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা হাছিলের জন্য শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মি'রাজে নিয়ে জান্নাত-জাহান্নাম ও অন্যান্য সবকিছু দেখানো হ'ল। তিনি সবকিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসে জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিলেন। এরপরেও কি অবিশ্বাস? আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ-

'ইতিপূর্বে তুমি এ দিনটি সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। আজ তোমার চোখ থেকে সেই অদৃশ্য পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ' *(ক্বাফ ২২)*। দুনিয়া স্বপ্নজগৎ সদৃশ। মৃত্যুর পর চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে মানুষের এ স্বপ্নজগৎ শেষ হয়ে যাবে ও জাগরণের জগৎ শুরু হবে। অতঃপর পরকাল সম্পর্কিত সকল বিষয় তার সামনে এসে যাবে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوْا انْتَبَهُوْا। 'পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে'। অতএব পরজগতে প্রবেশ না করেও কি সেখানকার গায়েবী খবরে বিশ্বাস করা যাবে না? নিশ্চয়ই যাবে। কেবল প্রয়োজন আত্মঅহমিকা ও হঠকারিতাকে দমন করা।

'হক্কুল্লাহ' তথা আল্লাহ্র নিয়মিত ইবাদত মানুষকে নিরহংকার বানায়। সে ক্রমে বিনয়ী হয়ে ওঠে। তার হৃদয় জগৎ আলোকিত হয়। বাকী দু'টি হক তথা হক্কুন নাফ্স ও হাক্কুল ইবাদ আদায়ে সে তৎপর হয়ে ওঠে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব যত বেশী সে অনুভব করে, আল্লাহভীতি তার মধ্যে ততবেশী প্রগাঢ় হয়। একারণেই হাদীছে জিবরীলে 'ইহসান'-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

'তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহ'লে এতটুকু বিশ্বাস রেখ যে, তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১০]

৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭২৭ 'ইমারত' অধ্যায়।*
৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৫।*
১০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২।*

মানুষ সর্বদা আল্লাহ্র চোখের সম্মুখে রয়েছে। দিনে হৌক, রাতে হৌক, ভূগর্ভে হৌক আর অন্তরীক্ষে হৌক, আল্লাহকে লুকিয়ে কোন কিছুই করার ক্ষমতা কারু নেই। ক্বিয়ামতের দিন মানুষের হাত-পা-দেহচর্ম সবই তার সারা জীবনের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। এসব অবিচ্ছেদ্য সাক্ষীদের এড়িয়ে মানুষের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। এরপরেও তার সাথে রয়েছে দু'জন ফেরেশতা। যারা সর্বদা তার দৈনন্দিন আমলনামা নোট করছে। ক্বিয়ামতের দিন চূড়ান্ত হিসাবের সময় জীবন সাথী ঐ ফেরেশতা দু'জন তাদের প্রস্তুতকৃত আমলনামা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করবে। অবশ্য তওবাকৃত পাপগুলো হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে তারা তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে তার যথাযোগ্য স্থানে *(ক্বাফ ২১, ২৩-২৪)*।

অতএব আল্লাহ্র ইবাদত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক যথাযথভাবে আদায় করে যেতে হবে। উক্ত ইবাদত দৈহিক হৌক যেমন ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি, কিংবা আর্থিক হৌক যেমন যাকাত-ওশর-ফিৎরা-ছাদাক্বাহ ইত্যাদি, কিংবা দৈহিক ও আর্থিক সমন্বিত হৌক যেমন হজ্জ-ওমরাহ ইত্যাদি। সকল ইবাদতেরই লক্ষ্য হ'তে হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। ছালাত হ'ল আল্লাহ্র যিকরের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি নিয়মিত সুন্দরভাবে আদায় করতে পারলেই বাকী সব ইবাদত সহজ হয়ে যায়। শরী'আত নির্ধারিত এইসব ইবাদতের বাইরে বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তরীকার যিকরের অনুসরণ করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। এমন কিছু কিছু যিক্র রয়েছে, যা মুখে উচ্চারণ করা স্পষ্টভাবেই শিরক। আরবী-ফার্সী-উর্দূ ভাষায় অজ্ঞ বাঙ্গালী অন্ধ অনুসারীদের মুখ দিয়ে প্রতিনিয়ত এসব যিক্র বলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর অন্যদিকে নযর-নেয়াযের নামে ভক্তির চোরাগলি দিয়ে তাদের পকেট ছাফ করে যাচ্ছে একদল ধর্ম ব্যবসায়ী চতুর লোক। সবচাইতে ভয়াবহ যে বিষয়টি এরা তাদের ভক্তদের বিশ্বাসের অঙ্গীভূত করে দিয়েছে, সেটা হ'ল- 'পীর-আউলিয়ারা মরেন না। কবরে গেলেও তাঁদের অসীলায় মুক্তি পাওয়া যায়'। তাই ভক্তরা খুশী ও নাখুশী সর্বাবস্থায় পীরবাবার কবরে টাকা ফেলেন তাঁকে সর্বদা খুশী রাখার জন্য। দুর্ভাগ্য, এগুলোই এদেশে ধর্ম নামে পরিচিত। অথচ এগুলো ধর্ম নয়, বরং ধর্মচ্যুতি। অতএব এদের কপোলকল্পিত বানোয়াট যিকর ও যিকরের অনুষ্ঠান হ'তে দূরে থেকেই আল্লাহ্র সান্নিধ্য কামনা করতে হবে, যেভাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম করে গেছেন।

অনেকে ইবাদত পালন করাকে বাহুল্য মনে করেন এবং 'নিজে ভাল আছি' বলে আত্মতুষ্টি লাভ করেন। অথচ কোন যুবক যদি নিজেকে শক্তিমান ভেবে খানাপিনা ত্যাগ করে, তাহ'লে সে যেমন দুর্বল হয়ে যাবে। কোন সৈনিক নিজেকে যোগ্য ভেবে তার দৈনিক নির্ধারিত অনুশীল বাদ দিলে সে যেমন বাতিলযোগ্য হয়ে যাবে। কোন ছাত্র যেমন নিয়মিত সিলেবাস অনুসরণে পড়াশুনা না করলে ব্যর্থকাম হবে। অনুরূপভাবে নিয়মিত ইবাদতের মাধ্যমে রূহের খোরাক না যোগালে মানুষের রূহ মরে যাবে ও সেখানে পশুপ্রবৃত্তি জয়লাভ করবে। অনেকেই বলেন, ইবাদতে মন বসে না। আমরা বলি, মনোযোগ আসুক বা না আসুক ইবাদত করাটাই যরূরী। যদি কেউ সরকারের হুকুম মোতাবেক খাজনা-ট্যাক্স পরিশোধ না করে এই অজুহাতে যে মনে ভাল লাগে না। তাহ'লে সরকার যেমন তাকে মাফ করবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ নির্ধারিত ফরয ইবাদত আদায় না করলে তাকে মাফ করা হবে না, বরং জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

নিয়মিত খুশু-খুযুর সাথে ইবাদত করলে নফস অনুগত হবে, রূহ তাযা থাকবে। কর্মজগৎ সুন্দর হবে। যদি কেউ ইবাদতে গাফলতি করে বা মন বসাতে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে সে তার অজান্তেই শয়তানের শৃংখলে আবদ্ধ হবে। যে শৃংখল থেকে বের হয়ে আসা তার জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। মানুষ কোন অবস্থাতেই শৃংখলের বাইরে নয়। হয় তাকে আল্লাহ্র শৃংখলে থাকতে হবে, নয় তাকে শয়তানের শৃংখলে থাকবে হবে। সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই শয়তানের শৃংখল ছিন্ন করে আল্লাহ্র শৃংখলে আবদ্ধ হ'তে হবে। তাতেই মুক্তি, তাতেই শান্তি, তাতেই জান্নাত।

(গ) তিনটি হক আদায়ের তারতম্যঃ

স্বাভাবিক অবস্থায় তিনটি হক সর্বদা সমভাবে আদায় করে যেতে হবে। নইলে 'ইনসানে কামেল' থাকা যাবে না। তবে সময় বিশেষে একেকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন প্রচণ্ড দাবদাহে আপনার জীবন ওষ্ঠাগত। কোনমতেই সহ্য করতে পারছেন না। এ অবস্থায় আপনি ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলে ক্বাযা করতে পারেন। এখানে হক্কুল্লাহ্র উপরে হক্কুন নাফ্স প্রাধান্য পেল। পাশেই মসজিদ। অলসতায় ঘরে ফরয ছালাত আদায় করতে মন চাচ্ছে। তা হবে না, আপনাকে মসজিদে গিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে হবে। অনুরূপভাবে মন চাচ্ছে না, তাই আজকে আর ছালাত আদায় করব না বা ছিয়াম পালন করব না। তা হবে না। আপনাকে অবশ্যই ফরয ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে। এখানে হক্কুন নাফ্সের উপরে হক্কুল্লাহ অগ্রাধিকার পাবে। আপনি যাকাত বা ওশরের যোগ্য হয়েছেন। কিন্তু মন চাচ্ছে না দিতে। কিন্তু না, আপনাকে দিতেই হবে যথাযথভাবে ও যথাসময়ে হিসাব করে। এখানে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ অগ্রাধিকার পাবে। বান্দার আমানত আপনার কাছে রয়েছে, সেটা আদায় করেননি। কাউকে তোহমত দিয়েছেন, গীবত করেছেন, কারু সম্মান নষ্ট করেছেন অথবা আপনার সামনে কেউ বান্দার হক নষ্ট করছে এমতাবস্থায় হক্কুল্লাহ্র চাইতে হক্কুল ইবাদ প্রাধান্য পাবে। মনে রাখতে হবে যে, হক্কুল ইবাদ নষ্ট করলে বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ আপনাকে মাফ করবেন না। তাই নফল ছালাত-ছিয়াম ও হজ্জ-ওমরাহ পালনের চাইতে হক্কুল ইবাদ আদায় করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এইভাবে মানুষ যখন তিনটি হক-এর তারতম্য বুঝে তা সঠিকভাবে আদায় করবে, তখনই সে 'ইনসানে কামেল' বা পূর্ণ মানুষ হিসাবে গণ্য হবে।

[চলবে]

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষায় উপেক্ষিত মহানবী (ছাঃ)

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান দখল করে রয়েছে। জনসংখ্যা ও ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়েও তার গুরুত্ব পৃথিবীর মানচিত্রে অপরিসীম। এ দেশের জনসংখ্যার ৯০% মুসলমান। সেই হিসাবে দেশে মুসলমানের সংখ্যা ১২ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এদের অধিকাংশই এখন স্বাক্ষর। বিশেষতঃ সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত স্বাক্ষরতা কার্যক্রম ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য উপানুষ্ঠানিক কর্মসূচী ও বিশেষ বৃত্তি প্রদান এবং এনজিওদের কর্মসূচীর ফলে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। এই শিক্ষার মধ্যে এবং শিক্ষা লাভের ফলে শিক্ষিতদের মধ্যে মুসলমানদের কতটা আত্মপরিচয় ঘটেছে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কতটা বিকাশ ঘটেছে, ইসলামী জীবনবোধের সাথে শিক্ষিতজনের পরিচিতি কতটা সম্ভব হয়েছে, এসব প্রসঙ্গে আমাদের শুনবার কৌতূহল রয়েছে। বিশেষতঃ বাংলাদেশ 'ওআইসি'র সদস্য দেশ। বিখ্যাত মক্কা ঘোষণার স্বাক্ষরকারী দেশও বটে। সেই ঘোষণার দাবী অনুসারে আমাদের শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে ইসলামের মূলধারা তথা মৌলিক শিক্ষা এবং ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে। ইসলামের সোনালী যুগ তথা গৌরবময় অতীতের পরিচিতি থাকতে হবে এই শিক্ষার মধ্যে। একই সাথে থাকবে ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা। এরই সূত্র ধরে মানবতার মুক্তিদূত, বিশ্ব মুসলিমের পথপ্রদর্শক আল্লাহ্র হাবীব মানবকুল শ্রেষ্ঠ ও সর্বকালের সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীক মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন ও কর্ম, তাঁর আদর্শ ও সংগ্রাম সম্বন্ধেও আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এই জ্ঞানের দ্বারাই সে ইসলামী জীবনাচরণের জন্য উদ্বুদ্ধ হবে, ইসলাম বিরোধী সকল প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠবে। হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে সেই জ্ঞানই তাকে দেবে পথনির্দেশনা। কিন্তু বাস্তবে কি এদেশে তাই ঘটছে?

এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। বাকী অংশ মাদরাসা শিক্ষিত। মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনীর বিভিন্ন দিক পাঠ্য রয়েছে। সমগ্র মাদরাসা পাঠ্যকাল শেষে একজন শিক্ষার্থী রাসূলের জীবনের সামগ্রিক জ্ঞান নিয়েই বেরিয়ে আসে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষটির জীবনাদর্শ, তাঁর সংগ্রাম ও সাফল্য, কর্মসূচী ও সংস্কার কতটা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সে প্রশ্ন করার সময় এসে গেছে। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তান আমলেও এ দেশের স্কুল ও কলেজের পাঠ্যক্রমে এ বিষয়ে যতটা জানার ও শেখার সুযোগ ছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেয়ে এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। মহানবী (ছাঃ)-এর বিশাল জীবন সম্পর্কে জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ১৯৭১-এর পূর্বের শিশু-কিশোর পাঠ্য বইয়ে যে আলোচনা-প্রবন্ধ, কাহিনী, গল্প, হাদীছ ছিল, যতটা জানার ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল আজ তার ভগ্নাংশও নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। অথচ আজ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের জোয়ার এসেছে। এক সময়ে মাওলানা আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' ও কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' ছাড়া প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর কোন পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ পাওয়া ছিল দুর্লভ। আজ তাঁর উপর বাংলায় লিখিত মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা কুড়ি ছাড়িয়ে গেছে। অথচ এদেশে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কিশোর ও যুবকদের মধ্যে মাইকেল এইচ, হার্টের 'দি হানড্রেড'-এর শীর্ষ ব্যক্তিটি সম্বন্ধে জানার যেমন কোন আগ্রহ নেই, তেমনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বা বাধ্যবাধকতাও নেই। ফলে অনুপম চরিত্র গঠনের জন্য যে মডেল বা আদর্শ সামনে থাকলে জীবন সুন্দর হয় এবং পৃথিবী সকলেরই জন্য বসবাসযোগ্য হয়ে ওঠে তার অভাব ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠছে।

আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটি সম্পর্কে কত কম জানে তার তথ্য একই সঙ্গে বিস্ময়কর ও দুর্ভাগ্যজনক। অতি সম্প্রতি দেশের একটি বিভাগীয় শহরের তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে এ ব্যাপারে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। এদের প্রতিটি গ্রুপে পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। মাস্টার্স শেষ বর্ষ, বি.এ (সম্মান) তৃতীয় বর্ষ ও বি.বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। নবী জীবনের নানা প্রশ্ন নিয়ে প্রতি প্রশ্নে এক নম্বর হিসাবে মোট পঞ্চাশ নম্বরের পঞ্চাশটি প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নগুলি রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের দশটি প্রসঙ্গে বিভক্ত ছিল। এগুলি হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর শৈশব ও কৈশোর, তাঁর যৌবনকাল ও বিবাহিত জীবন, মদীনায় হিজরত, যুদ্ধ, দাওয়াত ও তাবলীগ, সমাজ সংস্কার, তাঁর পারিবারিক জীবন, মৃত্যু এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। সেসব প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১. রাসূল (ছাঃ) কোন্ গোত্রের কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
২. রাসূল (ছাঃ)-এর মাতা কোথায় ও কখন মৃত্যুবরণ করেছিলেন?
৩. যৌবনে তিনি প্রথম কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
৪. মদীনায় হিজরতের সময়ে পথিমধ্যে কে তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল?
৫. হিজরী সাল কখন হ'তে গণনা করা হয়?
৬. খন্দক যুদ্ধের কৌশল কোন ছাহাবীর পরামর্শ ছিল?
৭. 'বায়'আতুর রিযওয়ান' কি?
৮. মদ কখন পরিপূর্ণ হারাম হয়?
৯. রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণ কখন ও কোথায় দিয়েছিলেন?
১০. তিনি কোন্ কোন্ সম্রাটকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন?

পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বর ছিল নিম্নরূপঃ
(ক) মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীঃ ২২.৫
(খ) বি.এ. (সম্মান) তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীঃ ২০.০
(গ) বি.বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীঃ ১৮.০।

শূন্য পেয়েছিল বেশ কয়েকজন। শূন্য পাবার প্রধান কারণ

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।*

ভুল উত্তর ও উত্তর না দেওয়া।

এখানেই শেষ নয়। ঐ একই ছাত্র-ছাত্রীদের লিখতে বলা হয়েছিল তারা এযাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর উপর কোন পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ আদৌ পড়েছে কি-না অথবা অন্ততঃ একবার হ'লেও পড়েছে কি-না? তাদের দেওয়া উত্তরগুলি সারণী আকারে বিন্যস্ত করলে যে চমকপ্রদ ও একই সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনক চিত্র বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপঃ

সারণী-১

বিবরণ	শতকরা হার
১. পূর্ণাঙ্গ একটা জীবনীগ্রন্থ আদৌ পড়েনি	৩৭%
২. অংশ বিশেষ পড়েছে	১৮%
৩. জীবনীগ্রন্থ পড়া শুরু করেছিল, শেষ করেনি	১৪%
৪. জীবনীগ্রন্থ অর্ধেক বা তার কম পড়েছে	০৮%
৫. জীবনীগ্রন্থ হাতে পেয়েছিল, পড়ার সময় হয়নি	১০%
৬. বাড়ীতে এমন বই নেই তাই পড়া হয়নি	১০%
৭. পুরো জীবনীগ্রন্থ একবার পড়া হয়েছে।	০৩%
মোটঃ	১০০%

যেসব ছাত্র-ছাত্রী নবী জীবনী পড়া শুরু করে ছেড়ে দিয়েছে বা অংশবিশেষ পড়েছে তাদের পড়াও প্রধানতঃ দু'টি বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' ও ছফীউর রহমান মুবারকপুরী রচিত 'আর-রাহীকুল মাখতূম'। লক্ষ্যণীয় বাড়ীতে কোন নবী জীবনীই নেই এমন বাড়ীর সংখ্যাও ১০%। তবে এই সংখ্যাও বিশ্বাসযোগ্য নয়, বাস্তবে এই পরিমাণ আরো বেশিই হবে। যেসব বাড়ীতে নবী জীবনীর কোন একটি বই রয়েছে তারও অধিকাংশ কোন উপলক্ষ্যে পাওয়া উপহার বা গিফট। স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নবী জীবনী কিনেছে এমন উদাহরণ খুব বেশী পাওয়া যাবে না।

প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে নবী জীবনী ছাত্র-ছাত্রীরা যদি নাই পড়ে, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর লিখিত জীবনীগ্রন্থ কারা কেনে? কিভাবে কয়েকটি বইয়ের কয়েক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে? এর উত্তর পাওয়া গেছে বই বিক্রেতাদের কাছ থেকে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী অধিকাংশ বই কেনা হয়েছে স্কুল-কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে রচনা, হামদ-নাত বা তেলাওয়াতের পুরস্কার হিসাবে প্রদানের জন্য, কিছু কেনা হয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর নেবার প্রাক্কালে বিদায় অনুষ্ঠানে উপহার হিসাবে দেবার জন্য।

উল্লেখ্য, নবী জীবনের উপরে প্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য সংখ্যার ক্রেতা হ'ল ইসলামপ্রিয় যুবগোষ্ঠী ও ইসলামকে জানতে আগ্রহী জনগোষ্ঠী, যাদের অধিকাংশই কোন না কোন ইসলামী সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক দলের কর্মী বা অনুসারী। কিন্তু চরিত্র গঠনের যে উর্বর ও উপযুক্ত সময় সেই কৈশোরেই আমাদের সন্তানদের, স্কুলের কিশোরদের হাতে নবী জীবনী দেখা যায় না। নবী জীবনের ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না তাদের পাঠ্যসূচীতে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হ'তে পারে? আজ যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে, যাদের বৃহৎ অংশই পরবর্তীকালে দেশ গড়ার নানান কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবে, তাদের চরিত্র গঠনে মানসিকতা তৈরীতে নবী জীবনের কোন শিক্ষা বা আদর্শই প্রতিফলিত হবে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির কর্মকাণ্ড ও জীবন যাদের সামনে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত হ'ল না, তাদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা যাই হোক, প্রাপ্তি যে শূন্য হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য দায়ী দেশের নেতারাই, রাষ্ট্রের কর্ণধাররাই। কারণ গোটা শিক্ষাব্যবস্থা তারাই নিয়ন্ত্রণ করেন, তারাই নির্ধারণ করেন জাতির লক্ষ্য ও আদর্শ কি হবে, জাতিকে কোন পথে এগুতে হবে। তাই তাদেরই যদি আদর্শ মানুষ তৈরীর, প্রকৃত মুমিন তৈরীর টার্গেট না থাকে তাহ'লে দেশের অযুত কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের দোষারোপ করে লাভ কি?

এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য কতগুলি পদক্ষেপ আশু গ্রহণ করা যেতে পারে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল কিশোরদের জন্য সহজবোধ্য ভাষায় রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক ঘটনার সমন্বয়ে বই লেখা এবং তা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক পাঠ্য করা। **দ্বিতীয়** কাজ হ'ল গ্রাজুয়েশন স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ রাসূল (ছাঃ) চরিত রচনা এবং প্রয়োজনে ভতুর্কী দিয়ে হ'লেও নামমাত্র মূল্যে সেই বই তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। **তৃতীয়তঃ** সকল পাবলিক পরীক্ষায় রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন ও কর্ম হ'তে কমপক্ষে দশ নম্বরের লিখিত অথবা এমসিকিউ পদ্ধতির বাধ্যতামূলক প্রশ্নোত্তর অংশ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। **চতুর্থতঃ** রাষ্ট্রীয়ভাবে ঢাকাতে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য ও ব্যয়বহুল সীরাতে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আলোচনা ও তাঁর সংগ্রামমুখর জীবনের নানা দিকের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাতেই। জাতীয় দৈনিকগুলিও এধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে এগিয়ে আসতে পারে। এর ফলে দেশের সর্বত্র আপামর জনসাধারণের মধ্যে ধীরে হ'লেও নবী জীবন ও তাঁর শিক্ষার যে প্রভাব বিস্তার লাভ করবে তার মূল্য অপরিসীম।

প্রসঙ্গতঃ একটা ঘনায়মান বিপদের কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। এখন দেশের যত্রতত্র অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ দানের জন্যে ইংল্যাণ্ডের লেখা বইই পুনর্মুদ্রণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ভারত হ'তেও এসব বই ঢালাওভাবে আমদানী করে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে। একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এসব বইয়ে শিশু-কিশোরদের সামনে জাতির লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরার কোন প্রচেষ্টাও নেই, কোন পরিকল্পনাও নেই। ফলে নিজেদের অজান্তেই এরা ইসলামবিমুখ হয়ে বেড়ে উঠছে। এভাবে ইসলাম থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাওয়ায় তাদের কি খুব দোষ দেওয়া যায়? এরপর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমেও যদি ইসলামের জীবনদর্শন, কমপক্ষে সীরাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম গন্ধও না থাকে তাহ'লে দেশের সংবিধানে যতই তা'আউয-তাসমিয়া যুক্ত হোক, যতই রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হোক দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, আইন ও বিচার কোথাও ইসলামের প্রকৃত চিত্র ও শিক্ষা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক জীবন ব্যবস্থাই বাস্তবায়িত হবে মুসলমান নামধারী তরুণ-তরুণীদের দ্বারাই। তাই সতর্ক হওয়ার এবং যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণের উপযুক্ত সময় এখনই।

মাহে রামাযানের আগমন ও বিশ্বময় প্রস্তুতি

*মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান**

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপরে। যেন তোমরা পরহেযগার হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

সূরা বাক্বারাহর আলোচ্য আয়াতটি ছিয়ামের ঐতিহাসিকতারই সাক্ষ্য বহন করে। তাক্বওয়া অর্জনের জন্য এই ছিয়াম বস্তুত বান্দার জন্য মহান আল্লাহর বিরাট একটি নে'মত। আরবী রামাযান মাসে মুমিনের উপর ছিয়ামব্রত পালন করা অপরিহার্য করা হয়েছে। বছর ঘুরে এই মুবারক মাসটি যখন আগমন করে, তখন জগদ্বাসীর অলক্ষ্যেই আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মাঝে স্বর্গ-মর্ত ব্যাপী ঘটে যায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মাহে রামাযানের শানে স্বয়ং রাব্বুল আ'লামীন গ্রহণ করেন প্রস্তুতিমূলক কিছু কর্মসূচী। আল্লাহর দুনিয়ায় পড়ে যায় এক সাজ সাজ রব।

বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহে বিরানপ্রায় পৃথিবী বর্ষার এক পশলা বৃষ্টিতে সিক্ত হয়ে পত্র-পল্লবে যেমন সজীব হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি মাহে রামাযানের পশ্চিম গগনের এক ফালি রূপালী হেলাল মরদূদ শয়তানের ওসওয়াসা ক্লিষ্ট পাপ বিদগ্ধ দুনিয়ায় ঘোষণা করে শান্তির জয়গান। রহমত ও মাগফেরাতের ছায়া জগদ্বাসীকে বরে আচ্ছাদিত। আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রামাযান মাস আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

إِنَّ هذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ كُلُّ مَحْرُوْمٍ-

'এই মাসটি তোমাদের মাঝে আগমন করেছে। এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা হাযার মাসের চেয়েও উত্তম। যাকে এ রাত থেকে বঞ্চিত করা হ'ল, তাকে যেন সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হ'ল'।[১]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন (তার সম্মানে) আসমানের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অপর বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে, রহমতের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করা হয়'।[২]

হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহে উক্ত হাদীছের ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। সব চাইতে প্রণিধানযোগ্য দিকটি হ'ল এ মাসের সম্মান ও এর অবস্থানের অনুকূলতা নিশ্চিত করা। সেকারণেই শয়তানকে আবদ্ধ করা হয়, যাতে পাপের উৎসগুলি বন্ধ হয়ে যায়, আর বান্দারা তুলনামূলক পাপ মুক্ত পরিবেশে ছিয়াম পালন করে এই মাসের মর্যাদা রক্ষা করে নিজেকে ধন্য করতে পারে তথা মুত্তাক্বী হ'তে পারে।

রামাযানের সম্মানে এবং এমাসে যাতে সুষ্ঠুভাবে ছিয়াম পালন করা যায় সেজন্য স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই গ্রহণ করা হয় এহেন প্রস্তুতি। কিন্তু যে মুসলমানের জন্য এ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় বিশ্বময় তারা কি এ মাসের সম্মানে ও এর আগমনে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে?

صوم শব্দটি আরবী। বহুবচন صيام এর আভিধানিক অর্থ إمساك। অর্থাৎ বিরত থাকা বা রাখা।[৩] অনেক বৈধ কাজকর্ম থেকেও এ মাসে বিরত থাকতে হয়। যেমন দিবা ভাগে পানাহার, স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি। আর অশ্লীলতা, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, মদ্যপান, সূদ, ঘুষ এগুলি চিরতরেই হারাম এবং এগুলি থেকে সব সময়ই বিরত থাকতে হয়।

পরিপূর্ণ ছিয়াম পালনের জন্য যে মাসে অনেক হালাল কাজ থেকেই বিরত থাকতে হয়, সেই রামাযান মাসে অন্তত একটি মাসের জন্য হ'লেও হারাম থেকে বিরত থাকা বা রাখার কোন সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এছাড়া ছিয়ামের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। আর মূলত ঐ সমস্ত কাজগুলি থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম।[৪]

রাষ্ট্রীয় অনুমোদন নিয়ে ৯০% মুসলমানের এদেশে ১২ মাস ব্যভিচার চলে। ছিয়াম রেখে যারা জাতির ভাগ্য নির্ধারণে সংসদে বসেন অন্তত একটি মাসের জন্য হ'লেও এই জঘন্য পাপাচার বন্ধ করার কিংবা এথেকে মানুষকে বিরত রাখার চিন্তা তাদের মাথায় আসে কি? এ মাসে কিছু কিছু রেস্তোরাঁ মালিক ঈমানী তাকীদে দিনের বেলা তাদের রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখেন, তাদেরকে মোবারকবাদ জানাই। ঈমান রক্ষার খাতিরে তাদের এই নীতি অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু মাহে রামাযানের শানকে বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করে যথারীতি প্রেক্ষাগৃহে চলে অশ্লীল পর্ণ ছবির প্রদর্শনী। নোংরা পোষ্টারে নারীর নগ্নদেহ ছিয়াম পালনকারী মুসলমানের সুচিশুভ্র ঈমানী অনুভূতিতে আঘাত হানে। সকল পাপাচারের জননী মদ্যপান থেকেও বিরত হয় না এ রামাযান মাসে। ধূমপান করে ছিয়াম পালনকারী মানুষের মুখের উপর অনেকে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। রাষ্ট্রীয় আইনের অসহায়ত্বের কারণে এসবের প্রতিবাদ করাও বিপদজনক।

---

* *উপাধ্যক্ষ, বানিয়াপাড়া কামিল মাদরাসা, জয়পুরহাট।*

১. *ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৯৬৪ 'ছওম' অধ্যায়।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছওম' অধ্যায়।*

৩. *ইমাম রাগিব, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন ২/২৯৯ পৃঃ।*

৪. *ফৎহুল বারী, ৪/১০২ পৃঃ।*

এ সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্র দূষণ মুসলিম দেশের সরকারের ভাবনার কোন বিষয় নয় কি? দেশের নীতি নির্ধারকরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি? অবশ্য রাযামান মাসে অসাধু-নির্লজ্জ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিভাষাগত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ছিয়ামের সম্মানে তারা উৎকোচ চাইতে উৎকণ্ঠা বোধ করে বলেন যে, দেখুন! রামাযান মাস একটু ইফতারীর ব্যবস্থাটা দিয়ে যাবেন। কি নৈতিক অবক্ষয় অথবা অজ্ঞতা। সারাদিনের কষ্টার্জিত ছিয়াম পালন করে হারাম দিয়ে ইফতার করতে চায়।

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, ব্যবিলনীয় যুগে ও পরে ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, প্রথম জেম্‌স ও এলিজাবেথের যুগে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে ছাওমের দিনগুলিতে মদ্য পান ও গোশত ভক্ষণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।[৫]

অথচ আমাদের মুসলিম পার্লামেন্টিরিয়ানরা কি করছেন? বিশেষ করে 'আল্লাহ্‌র আইন ও সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা'র শ্লোগানধারী দলটিও কি আজ পর্যন্ত পার্লামেন্টে এ দাবীগুলি তুলে ধরতে পেরেছে? অন্তত রামাযান মাসের জন্যও কি কিছু করতে পেরেছে?

রামাযান মাসের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র বান্দারা যদি রামাযানের মাহাত্ম্য বুঝত, তাহ'লে পুরো বছরটাই রামাযান হওয়ার আকাঙ্খা করত'।[৬] এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ 'ছিয়াম সাধনা আমারই জন্য। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব'।[৭]

এক্ষণে বিদগ্ধ পাঠকদেরকে একটি বিষয় ভাবতে অনুরোধ করি। তা হ'ল যে ছাওমের এত মাহাত্ম্য তা কেন ২য় হিজরীর শা'বান মাসে মদীনাতে ফরয করা হ'ল? অর্থাৎ অহি নাযিলেরও অন্তত ১৫ বছর পরে। এর রহস্যটা কি? আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটিতে এর সমাধান পাওয়া যায়।

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও অনুরূপ কার্য পরিত্যাগ করল না তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোনই প্রয়োজন নেই'।[৮]

মক্কায় যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা চালু ছিল তাতে হাদীছে বর্ণিত অবস্থা থেকে পরিপূর্ণ বিরত হয়ে ছিয়াম পালন সম্ভব ছিল না। নেতৃত্ব ছিল আবু জাহলের মত কাফের শক্তির হাতে। সুতরাং 'ছওম'-এর জন্য যে বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে তা সম্ভব ছিল না। হিজরতের পর যখন তিনি মদীনাকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে ও ঘোষণা দিতে সক্ষম হ'লেন, তখনই মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছওমের ফরযিয়াতের ঘোষণা আসল।

৫. জিউস ইনসাইক্লোপেডিয়া, ই,ই, ডাইজেষ্ট ৫৯-৬২ পৃঃ।
৬. ইবনু খুযায়মা ৩/১৯১ পৃঃ।
৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯ 'ছবর' অধ্যায়।
৮. বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ৯০% মুসলমানের এদেশে ইসলামের অবস্থা মক্কী জীবনের চাইতে ভিন্নতর কিছু কি? এখানেও ইসলামী দল, দাওয়াত ও আন্দোলন আছে। কিন্তু দেশটা চলছে ঐ আবু জাহলের উত্তরসূরী লর্ড ক্লাইভ আর তার প্রেতাত্মাদের তৈরী আইন দ্বারাই। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে আপনারা যারা ক্ষমতার ভাগিদার হ'লেন, তাদের জন্য আফসোস্? ইসলামের জন্য তেমন কোন কার্যকর দাবীই আপনারা মহান সংসদে উঠাতে পারলেন না?

মাহে রামাযানের শানে মহান আল্লাহ্‌র প্রস্তুতি কর্মসূচীর সাথে একাত্ম হয়ে এদেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ আমরাও কি কিছু করতে পারি না? আমাদের চেতনার দুয়ারও কি সুপ্ত থেকে যাবে? كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ বাণী বিস্মৃত হয়ে আমরাও কি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বসে থাকব? আসলে কুরআন সুন্নাহ্‌র আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুগে যুগে আমাদের উত্তরসূরীদের তাজা খুনই আল্লাহ্‌র সবুজ ধরণীকে বার বার সিক্ত করেছে। সুতরাং বসে থাকলে চলবে না। আসুন মাহে রামাযানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি। দিবা ভাগে অবাধ পানাহার, মদ্যপান, ধূমপান, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, পরচর্চা, সূদ, ঘুষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টি করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন! আমীন!!

৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩০০।

ঢাকা শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. আহলেহাদীছ যুবসংঘ অফিস, ২২০ বংশাল রোড, ঢাকা।
২. তাওহীদ পাবলিশার্স, ৯০ হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
৩. আহলেহাদীছ লাইব্রেরী, ২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা।
৪. ফ্যাশন কৌর (প্রোঃ মোঃ আবু জাহের প্রিন্স), বায়তুল মোকাররম মসজিদ দক্ষিণ গেইট, উৎসব বাস কাউন্টার।
৫. গুলিস্তান, ফুলবাড়ীয়া সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ সুমন)।
৬. গুলিস্তান গোলাপ শাহ মাযারের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণারস্থ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ ছলিম উদ্দিন)।
৭. মতিঝিল ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ফুটপাতে (প্রোঃ আব্দুল ওয়াহহাব)।
৮. মতিঝিল সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ফুটপাতে (প্রোঃ মোঃ তাসলীম উদ্দীন)।
৯. জাতীয় প্রেসক্লাব এর পূর্ব পার্শ্বস্থ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ শুআইব)।
১০. জাতীয় প্রেসক্লাব এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ সুজন)।
১১. দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ফুটপাতে (মোঃ কামাল হোসাইন)।
১২. পল্টন মোড়, দৈনিক সমাচার পত্রিকার অফিস সংলগ্ন ফুটপাতে, (মোঃ মিলন)।

বিশ্বশ্রেষ্ঠ আল-কুরআন

*রফীক আহমাদ**

বিশ্বজগতে সৃষ্টির ইতিহাসে মহাসম্মানিত গ্রন্থ আল-কুরআন শ্রেষ্ঠ বিশ্ব গ্রন্থরূপে শীর্ষস্থানে সমাসীন। এ গ্রন্থে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি রহস্যের ব্যাপক তথ্যাদি বিদ্যমান। এখানে সীমাহীন বিপুলায়তনের মহাকাশ সমূহ হ'তে শুরু করে ক্রমানুসারে ছোট ও ক্ষুদ্রতম ধূলিকণাসমূহেরও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রাণী শ্রেষ্ঠ মানুষের সৃষ্টি হ'তে শুরু করে জীব জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণীর সন্ধানও পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এ কিতাবে যে অসীম ও অনন্ত জ্ঞান সমুদ্র বিরাজমান তা ভাষায় বর্ণনা করা অত্যন্ত জটিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব।

আজ হ'তে প্রায় দেড় হাযার বৎসর পূর্বে এই মহা সম্মানিত কিতাব অবতীর্ণ হয়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের একমাত্র স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বরাবরে এটি প্রেরণ করেন। জিবরীল (আঃ) মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ধীরে ধীরে এই কিতাব পৌঁছাতে থাকেন, যেন প্রিয় নবী (ছাঃ) সন্দেহাতীতভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই পবিত্র কিতাব বিশ্বজাহানের সমগ্র মানব মণ্ডলীর পক্ষ থেকে গ্রহণ করা বা বুঝে নেওয়া তাঁর উপর ছিল অসাধারণ গুরুদায়িত্ব। তাই তিনি ধীর ও স্থির চিত্তে পরিতৃপ্তভাবে হৃদয়ঙ্গম করেই আস্তে আস্তে কুরআনের বাণী ধারণ ও সংরক্ষণ করতে থাকেন। পবিত্র কুরআনে মহান স্রষ্টার অতুলনীয় মহিমার ব্যাখ্যা ও বর্ণনাই মুখ্য। আর এটা নবী করীম (ছাঃ)-কেই সমগ্র মানব মণ্ডলীর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। কাজেই নিঃসন্দেহে এটা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত গ্রন্থ।

মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান সমূহের ভাণ্ডার পবিত্র কুরআনে শুধু কুরআন সম্পর্কে যে আয়াতগুলি এসেছে, আলোচ্য নিবন্ধে সেগুলির কিছু সংখ্যক উদ্ধৃতিসহ আমাদের করণীয় বিষয়ে সম্ভাব্য আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আলিফ, লাম, মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই'। এটি পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য' *(বাক্বারাহ ১, ২)*। আলোচ্য আয়াত দু'টির প্রথমটির সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহ্‌র জ্ঞানসীমায় সীমাবদ্ধ। তবে দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সহজ। বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে গভীর মনোনিবেশপূর্বক বাস্তব সফলতার পানে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। মহাপবিত্র আল-কুরআনের সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বাণীগুলিকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত অন্তঃকরণে মূল্যায়ন করতে হবে। এখানে কোন প্রকারের পাণ্ডিত্যের অবতারণা দ্বারা দ্বিমত বা ভিন্নমত প্রকাশ করা হ'তে সাবধান থাকতে হবে। নইলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। এবিষয়ে আল্লাহ পাক তাঁর অসন্তোষের হুঁশিয়ারী অবতীর্ণ করেন যে, 'নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াত সমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না কি যে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে সে শ্রেষ্ঠ? তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয়ই তিনি দেখেন, যা তোমরা কর' *(হা-মীম সাজদাহ ৪০)*। একই সূরার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা কুরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক মহা সম্মানিত গ্রন্থ' *(ঐ, ৪১)*।

উল্লিখিত আয়াত সমূহের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ নৈতিকতাবোধ পুরোপুরিভাবেই সুচিন্তিত, বিনয়ী, ধর্মভীরু, জ্ঞানী-গুণী মুসলিম নর-নারীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু বিতর্ককারী মনোভাবাপন্ন জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতগণের বিরূপ চিন্তাধারার প্রক্রিয়ায় কোন কোন বিষয়বস্তু ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। অন্তর্যামী আল্লাহ পূর্বেই তা অবগত আছেন বলেই আয়াতগুলিতে ভিন্নমত সম্বলিত চমৎকার বিবরণ পেশ করেছেন এভাবে। তবে এই কুরআনের বিশ্বস্ত বন্ধু নবী করীম (ছাঃ) এর সঠিক ভাবার্থ বা মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম। এই জ্ঞানেরই অংশবিশেষ আল্লাহপাক বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না' *(নিসা ১০৫)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র অহি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কুরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন, হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন'?

উপরের আয়াত দু'টিতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পরম করুণাময় আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-কে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পবিত্রাত্মা দান করে এক অভাবনীয় মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত লোকদের প্রতি বাস্তব জগতে জীবনযাপনের সর্বোৎকৃষ্ট নির্দেশনা এবং পরজগতে কল্যাণ লাভের প্রয়োজনীয় উপদেশমালা প্রদান সহ তাঁর চলমান জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। যারা কুরআনের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করত এরূপ শয়তানের অনুচর ও অবিশ্বাসীদের প্রতিও তিনি সত্যের অনুসারী হওয়ার আকুল আবেদন জানাতেন। কিন্তু তারা গোঁড়ামী ও কুচিন্তায় নিমগ্ন থাকায় অধৈর্য হয়ে মাঝে মাঝে নবীজীর প্রতি অন্যায় আচরণ করত। তবুও দয়ার নবী (ছাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে মানবাধিকারের অভিযান শুরু করেন।

* শিক্ষক (অবঃ), প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

অতঃপর মহিমা সমৃদ্ধ কুরআন অধ্যয়নের যথাযথ নিয়ম-কানূন ও আদব-কায়দা বিষয়েও কয়েকটি অভিন্ন আয়াতের অনুসরণ করা হ'ল। সূরা বাণী ইসরাঈলের ১০৫ হ'তে ১০৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমি সত্যসহ এ কুরআন নাযিল করেছি এবং সত্য সহ এটা নাযিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি। আমি কুরআনকে যতিচিহ্ন সহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি। যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। বলুন, তোমরা কুরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর, যারা এর পূর্ব থেকে ইলম প্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তেলাওয়াত করা হয় তখন তারা অবনতমস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে'।

পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও আশা নিরাশার অসংখ্য বাণীর প্রেক্ষাপটে মুমিন বান্দার যে আত্মপ্রসাদ ঘটে, সে সম্পর্কে বাণী হচ্ছে, 'আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ পুনঃপুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই' *(যুমার ২৩)*। এই আয়াত ক'টিতে পাক কালামের মহা তাৎপর্যে ভীত-সন্ত্রস্ত বান্দার একাগ্রতা ও বিগলিত চিত্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা বিদ্যমান। আবার বিপরীত ভাবধারায় পরিপূর্ণ বান্দার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মত নম্রসুরের চমৎকার সমন্বয় সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে।

আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্টির সকল বস্তুকে ভালবাসেন। তন্মধ্যে সৃষ্টির সেরা মানুষ অন্যতম। মানুষের প্রতি ভালবাসার প্রতিহিংসা হ'তেই শয়তানের আবির্ভাব। আর এই শয়তানের কবল হ'তে আত্মরক্ষার ঢাল হিসাবেই আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। আসলে তা সার্বজনীন বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতার উজ্জ্বল পথ নির্দেশিকা। বিশ্বের সকল মানবমণ্ডলীকে এর পবিত্র ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার মত অগণিত বক্তব্যের সমাহার ঘটেছে এখানে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সৃষ্টি মানবকে স্বল্পকালীন পৃথিবীতে অনুগত থাকার জন্য এবং কমপক্ষে তাঁকে শরীকমুক্ত স্বীকার করার জন্য পবিত্র কিতাবে বহু উপদেশ অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। তারাই দ্রুত কল্যাণ অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। একই সূরার ১১৬ নং আয়াতে তিনি বলেন, 'শীর্ষ মহিমাময় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক'। অতঃপর কুরআনের উচ্চ মর্যাদার বর্ণনায় সূরা বাণী ইসরাঈলের ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, 'আমি এই কুরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়'। একই সূরার ৮৯ নং আয়াতে তিনি বলেন, 'আমি এই কুরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপমার দ্বারা সব বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকে না'। একই ভাবার্থে সূরা কাহ্ফের ৫৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়'। সূরা রূমের ৫৮ নং আয়াতে পুনরায় আল্লাহ বলেন, 'আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন বর্ণনা করেন, তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী'।

এখানে সন্দেহাতীতভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি পরম সহানুভূতিশীল এবং গভীরভাবেই তাকে ভালবাসেন। সে কারণ তিনি পবিত্র কুরআনের প্রায় শতাধিক আয়াতে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থীকে ক্ষমা ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনিই ইবাদতের একমাত্র মালিক, ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী, প্রতিপালক ইত্যাদি সম্বলিত বাণীরও প্রায় শতাধিক আয়াত এই কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুর পর অনন্তকালীন জীবনের জন্য মহাসুখের জান্নাত ও মহা দুঃখের জাহান্নামের প্রতিশ্রুত সত্য বাণী সম্বলিত বহু আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে এই পবিত্র কিতাবে। তাছাড়াও আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সঙ্গে প্রিয় নবী করীম (ছাঃ)-এর গভীর সম্পৃক্ততার যৌথ আয়াতসমূহের প্রতি কিরূপ আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাশীল হ'তে হবে তারও বিশদ আলোচনা রয়েছে আল-কুরআনে।

অতঃপর কুরআনের বাণী সমূহে ভিন্ন মত পরিহার করে, সরল সহজ অংশটুকুর উপর দৃঢ় থাকার উপদেশও রয়েছে বহুলাংশে। মনে হয় আল্লাহ পাক এজন্যই অনুগ্রহস্বরূপ কুরআনের ভাষায় সূরা আল-ক্বামারের ১৭নং আয়াতে বলেছেন, 'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি'? এই সূরার ২২ নং আয়াতেও আল্লাহ বলেন, 'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি'? একই সূরার পরবর্তী ৩২ নং আয়াতেও একই বাণী, 'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি'? এত সরল সহজ অমূল্য বাক্যের অসাধারণ গুরুত্বের প্রতিফলন স্বরূপই পুনরায় এই সূরার ৪০নং আয়াতেও মহাজ্ঞানী আল্লাহ বলেন, 'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি'? মহা পবিত্র এ কিতাবের একই সূরায় পরপর চারবার একই বাক্য দ্বারা একে বোঝার জন্য সহজ করা হয়েছে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কাজেই যে কোন চিন্তাশীল বান্দার গভীরভাবে মনোযোগী ও আস্থাশীল হওয়া একান্ত কর্তব্য। এই মহাবিশ্বে মানুষ ছাড়া সকল জীব এমনকি সকল জড়বস্তুও আল্লাহর অনুগত এবং

আল্লাহ্‌র ভয়ে নত শীরে রয়েছে। এ বিষয়েও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আয়াত আছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর কলেবর বৃদ্ধি না করে মাত্র একটি উপমা দ্বারা জড়বস্তুর আনুগত্যের ইতি টানব। এ বিষয়ে সূরা হাশরের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে'। এই আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর অসীম ক্ষমতার ইঙ্গিত দিয়ে পরে মহানুভব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আশাব্যঞ্জক বাণীই প্রেরণ করেছেন এবং চিন্তা-ভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মোটকথা বাস্তব জগতে যেকোন শ্রেষ্ঠ বস্তুর একটা বিশেষত্ব আছে, যা ব্যাপক, প্রচুর, পর্যাপ্ত ইত্যাদি অর্থে ধরে নেওয়া যায়। যেমন কোন শ্রেষ্ঠ ধনীর প্রচুর ধনসম্পদ থাকে, কিন্তু তার নিজের জন্য প্রয়োজন কতটুকু? কোন শ্রেষ্ঠ বীরের অনেক ক্ষমতা, কিন্তু তার নিজের জন্য প্রয়োজন কতটুকু? অনুরূপ যে কোন শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রাচুর্যের তুলনায় তার জন্য প্রয়োজন কতটুকু তা একান্ত বিবেচ্য বিষয়। কুরআনে যে অথৈ জ্ঞান সমুদ্র প্রবাহিত, তার সুচাগ্র পরিমাণ আহরণ করতে পারলেই জীবন ধন্য হবে। যেহেতু আল্লাহ পাক মানুষকে যৎসামান্য জ্ঞান দান করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে সূরা বাণী ইসরাঈলের ৮৫ নং আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন, 'জ্ঞানের অত্যন্ত সামান্য অংশই তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে'। পবিত্র কুরআন নাযিলের প্রথমার্ধে সামান্য জ্ঞানী মানুষের সহজভাবে বোঝার মত সরল সহজ আয়াতের আগমন ঘটেছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে ধীরে ধীরে তা জটিলতর হ'তে থাকে। এমনকি বহু আয়াতে নানা ধরনের অর্থের সৃষ্টি হয় যা ভাষাগত দিক দিয়ে সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয়। এগুলির প্রকৃত অর্থ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য বা রহস্য শুধু আল্লাহ্‌ই জানেন। এরূপ আয়াত নিয়েও তর্কপ্রিয় পণ্ডিতগণ নানাবিধ বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং নিজ নিজ মতামতের উপর দৃঢ় অবস্থান নেয়।

দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক এই তর্কবাগীশদের রহস্যাবলীও সন্নিবেশিত করেছেন। এদের সতর্কতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী, 'আল্লাহ নাযিল করেছেন সত্যপূর্ণ কিতাব। যারা কিতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয়ই তারা যেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে' *(বাক্বারাহ ১৭৬)*। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই কুরআন সত্য-মিথ্যার ফায়ছালা' *(তারিক্ব ১৩)*। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষাপটে, ভ্রান্তিপূর্ণ যেদের পরিবর্তে সর্বতোভাবে সমঝোতায় স্থির থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ আমাদের কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বোত্তম উপাদান। আর এজন্য প্রয়োজন উদার, নিষ্ঠাবান, বিনীত, নম্র, ভীত, সাধারণ, সত্যাশ্রয়ী অন্তরাত্মার। যেকোন সামাজিক প্রভাবশালী চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে যেদের অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে ইহার পরিপন্থী।

মূলতঃ পবিত্র কুরআন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার গোপন (লিখিত) মহা জ্ঞান ভাণ্ডারেরই অংশবিশেষ, যা অত্র কিতাবেই প্রমাণিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এটি সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক গোপন কিতাবে, যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না' *(ওয়াক্বিয়াহ ৭৭-৮০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'এটা উপদেশবাণী। অতএব যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে। এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্র সমূহে, লিপিকারের হস্তে' *(আবাসা ১১-১৫)*। 'এটা মহান কুরআন, লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ' *(বুরূজ ২১, ২২)*। অপরদিকে এই সম্মানিত কুরআনের ধারক ও বাহকের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কেও বহু সংখ্যক আয়াতের বিশেষ বাণী প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী, যিনি শক্তিশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন'। আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীব (ছাঃ)-কে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিতরণের উপদেশ স্বরূপ বলেন, 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ১০৭)*। উল্লিখিত আয়াত ক'টির বাণী আলোচ্য বিষয়বস্তুকে উচ্চতার যে শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে, তা ভাষায় অবর্ণনীয়।

তাই উপসংহারে বলা চলে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ এই বিশ্বগ্রন্থ আল-কুরআনের সংরক্ষণ ও বিতরণকারী শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও পণ্ডিতরূপে চিরস্মরণীয়। অপরদিকে 'হাদীছ'ও বিশ্ব মুসলিম সমাজের দ্বিতীয় উৎস হিসাবে চির অমর হয়ে থাকবে। মুসলিম জাতির পাশাপাশি এই শ্রেষ্ঠ দুটি সম্মানিত কিতাব 'কুরআন' ও 'হাদীছ' ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের একমাত্র সম্পদ ও পাথেয়। তাই মুসলিম উম্মাহর পবিত্র কুরআন ও হাদীছের প্রতি আত্মসমর্পণ অপরিহার্য।

আসুন! আমরা এই অলৌকিক বিষয় সমূহের প্রতি পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমাদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬; বাসাঃ ৭৭৩০৪২

এ তুফান ভারি দিতে হবে পাড়ি..

*আব্দুর রহমান**

শিরোনামে উল্লিখিত পংক্তিটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের। এটি কবি মনের গভীর অভিব্যক্তি। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক হ'তে ফিরে এসে তিনি এটি রচনা করেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষের হর্তাকর্তা বৃটিশের পক্ষে যুদ্ধে যান। পরবর্তীতে বৃটিশরাজই ভারতবাসীর উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার বা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে। ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কবি অসি ছেড়ে মসি ধরেন। এর ফলে তাঁকে জেল-যুলুমের শিকার হ'তে হয়।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত ২-টায় কমাণ্ডো স্টাইলে বাসা থেকে দেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। আশ্চর্য যে, দেশের সকল জনতার নিকট তাদের বিরুদ্ধে সাজানো সমস্ত ষড়যন্ত্র স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া স্বত্ত্বেও আজ অবধি তাঁরা জেলের অন্ধ প্রকোষ্ঠেই প্রহর গুণছেন। মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে তাঁদের অতি মূল্যবান কর্মঘন্টাগুলি। জানি না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি নিকৃষ্টদের এই জঘন্য ধারা আর কতদিনে অবসান ঘটবে!

কবি নজরুল ইসলাম ও প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উভয়ের গ্রেফতারের পটভূমি এক না হ'লেও খুব একটা ফারাক নেই। কবি নজরুল গ্রেফতার হন বিদেশী প্রভুকে তাড়াতে গিয়ে, অন্যদিকে ডঃ গালিবের গ্রেফতার মুসলিম মিল্লাত এবং দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন খ্যাতনামা কলম সৈনিক হওয়ার অপরাধে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের প্রফেসর ডঃ ওসমান গণী প্রফেসর ডঃ গালিব -এর মহা মূল্যবান পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ **'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ'** গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে অবদান তিনি অবলীলাক্রমে তুলে ধরেছেন তা একান্তভাবেই প্রশংসনীয়, যদি না অবহেলা করি। গবেষক প্রচুর খেটে প্রমাণ করেছেন এই মহৎ বেদনা, এই মহৎ আন্দোলন স্বাধীনতার পূর্বতন বীজ রূপে না রয়ে গেলে আজকের দিনের স্বাধীনতার সোনার ফসল সবুজ শালবন এত সত্বর আদৌ আমাদের হাতে আসত কি? কখনও না। সুতরাং এই আন্দোলনের আবেদন ও অবদান দুই-ই অবর্ণনীয় ও অবিস্মরণীয়।... অতএব জাতীয় জীবনের নির্জীবতাকে বীর্যবান করতে, জাতির গ্লানিহীন গৌরবময় অতীতের মহান ঐতিহ্যমণ্ডিত অবদানকে জানতে ও (অনাগতকালকে) জানাতে এরূপ একটি (উচ্চাঙ্গের থিসিস) মূল্যবান গ্রন্থ স্বাধীন দেশের সকলের নিকট বিশেষ করে মুসলিম জাহানের ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া উচিত'।[১]

তাঁর দাওয়াত হচ্ছে- যাবতীয় শিরক, বিদ'আত ও সমাজে পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। ইখলাছ আর লিল্লাহিয়াতের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা যে তাঁর দাওয়াতে বরকত দান করেছেন তা উপলব্ধি করা যায় বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল এক ইসলামী আন্দোলনের নাম। ক্রমধারায় এ আন্দোলন উপমহাদেশে ইসলামের অবিমিশ্র আদিরূপ প্রতিষ্ঠায় সব সময়ই বেগবান ছিল। ঐতিহাসিকভাবেই এ আন্দোলন বাতিলের সাথে আপোষকামীতা থেকে নিজেকে সর্বদা পৃথক রেখেছে। যেমনটা আমরা দেখি তাঁদের পূর্বসূরী 'বৃটিশ খেদাও' আন্দোলনের বীর সিপাহসালার শাহ ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, সৈয়দ নেছার আলী তিতুমীর, মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলী এবং ত্রিশ হ'তে পঞ্চাশের দশকে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আকরম খাঁ, আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী প্রমুখের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকায়। জেল-যুলুমের ভয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সিপাহসালার কখনো পিছপা হননি। কারণ এ আন্দোলন হচ্ছে চির সত্যের অজেয় কাফেলার নাম। বাতিলপন্থীরা চিরকালই যেমন এ আন্দোলনকে ভয় পেয়েছে তেমনি একে নস্যাৎ করার জন্যও সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। চেষ্টা চালিয়েছে বিভিন্নভাবে পদস্খলন ঘটানো ও কলঙ্কিত করার।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হঠাৎ করে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের সাথে সমসাময়িক বিশ্বের বহুল আলোচিত নব আবিষ্কৃত 'জঙ্গীবাদ' নামক ভ্রান্ত দর্শনের সম্পর্ক ঘটানোর প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছে আকস্মিক হৈ হুল্লোড়। এই জঘন্য অপতৎপরতাকে কেন্দ্র করে ডঃ গালিবসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার আমাদের কাছে অতি বিস্ময়কর মনে হ'লেও বাস্তবার্থে তা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই কখনো ইতিহাসের এই ধারার ব্যত্যয় ঘটেনি।

ডঃ গালিব যেসব বই-পুস্তক রচনা করেছেন তার কোথাও তো জঙ্গীবাদের দিকে তিনি তো জনগণকে আহ্বান জানাননি। আহলেহাদীছ আন্দোলন যে লক্ষ্য নিয়ে সমাজে কাজ করে তা হ'ল- 'নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা'। আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল শ্লোগান হ'ল, 'সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কায়েম কর'।

ডঃ গালিব তাঁর পি-এইচ.ডি থিসিসের আক্বীদা অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লিখেছেন,'আহলেহাদীছের আক্বীদা হ'ল,

* এম.এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাধুর মোড়, রাজশাহী।

১. *আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খৃ), পৃঃ ১৪-১৫।*

ভাল-মন্দ ধরনের মুসলিম আমীরের আনুগত্য করা। ... প্রকাশ্য কুফরি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা চলবে না।[২]

'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর' আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই শ্লোগান সম্ভবত বাতিলের শেষ বিন্দুটুকুও কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম। এজন্যই বুঝি আজ ডানপন্থী, বামপন্থী, লালপন্থী, সরকারপন্থী সকলেরই একই সুর, একই সূত্রে গাঁথানো প্রয়াস। বিশেষ করে ডানপন্থীদের মুসলিম নামধারী বিদ'আতী, কবরপূজারী ও শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে নীরবতা পালনকারীরা যেন বেশী প্রমাদ গুণলো। তাই যিনি সর্বদা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন তাঁকেই উল্টো জঙ্গী, সন্ত্রাসী সাজিয়ে গ্রেফতার করে মানুষকে ধাঁধায় ফেলে রাখতে সক্ষম হ'ল। আর সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জালগুলি সময়মত আড়াল করা সম্ভব হ'ল।

কথিত ইসলামী মূল্যবোধের এই সরকার আহলেহাদীছ আন্দোলন ও জঙ্গীবাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে চিরন্তন সত্যের ঝাণ্ডাবাহী আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জঙ্গীবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলেছে। জোট সরকার মূলতঃ বৃটিশ-বেনিয়াদের মত ধূর্ত চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। বৃটিশ সরকার যেমন আহলেহাদীছদের 'ওয়াহাবী' বলে আখ্যায়িত করে জেল-যুলুমের মত বর্বরোচিত নির্যাতন চালিয়েছিল, তেমনি বর্তমান সরকারও আহলেহাদীছদের উপর জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে একই পথে অগ্রসর হয়েছে। যে সরকার একদিন বলেছিল, এদেশে কোন জঙ্গী নেই, সে সরকারই ডঃ গালিবের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে জঙ্গী সন্দেহে গ্রেফতার করে দীর্ঘ ৮ মাস যাবৎ জেলখানায় আটকে রেখেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়- 'Morala Non-Vala-E Politika (Latin)' 'মোরালে নন ভ্যালেই পলিটিক' অর্থাৎ 'রাজনীতিতে নৈতিকতার দাম নেই'। রাজনীতিকদের দৈনন্দিন প্রদত্ত ভাষণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় কি?

মিডিয়া সন্ত্রাসঃ

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সমস্যা সন্ত্রাস। আর সন্ত্রাসের মূল মাধ্যম হ'ল অস্ত্র। কিন্তু মিডিয়ার মাধ্যমে সন্ত্রাস করলে অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এতে চাই কেবল ভাষাজ্ঞান যা, কিনা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। বিভিন্ন মিডিয়ার সাহায্যে সংবাদকে মিথ্যার বেসাতি দিয়ে রাঙ্গিয়ে গোয়েবলসীয় কায়দায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে পারলেই কেল্লা ফতে। বাংলাদেশের একটি পরিচিত পত্রিকা 'সাপ্তাহিক ২০০০' ৭ম বর্ষ, ৪১ সংখ্যা ২০০৫-এ ডঃ গালিব ও তাঁর সহযোগীদের নিয়ে যে ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট কল্পিত ষ্টোরী রচনা করা হয়েছিল সেটা এর একটা যুৎসই নজীর হ'তে পারে। এমনিভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই প্রবীণ প্রফেসরকে যেভাবে জঙ্গী সম্বোধন করা হয়েছে তা হয়ত ইতিহাসের পাতায় নতুন দৃষ্টান্ত হিসাবেই পরিগণিত হবে।

ডঃ গালিব গ্রেফতারের পর সারাদেশে মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দ্বায়িত্বশীল(!) 'সাংবাদিক' গোষ্ঠিদের কল্যাণে রাতারাতি তিনি বনে যান 'খলনায়ক'। আমাদের 'বুদ্ধিজীবি'রা বিপুল উৎসাহে তাদের 'উর্বর' মস্তিষ্কের গরল ঢালতে লাগলেন যেখানে খুশি। পাশ্চাত্যের কবি লর্ড বায়রণ তার রচনা 'চাইল হ্যারল্ড'-এর তাৎক্ষণিক সাফল্যের পর বলেছিলেন, 'I woke one morning and found myself famous'. 'একদিন সকালে আমি জেগে উঠলাম এবং নিজেকে বিখ্যাত রূপে দেখলাম'।

বিচিত্র এ দেশ সেলুকাসঃ

ডঃ গালিব ও তাঁর সহযোগীদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাঁদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় খুন, ডাকাতি, অপহরণ, বোমা হামলার মত 'হাস্যকর' অভিযোগের খড়্গ। দীর্ঘ ৮ মাস অতিক্রান্ত হ'লেও সরকার নানা ছলচাতুরি করে তাঁদের যামিনকে বিলম্বিত করে রেখেছে। আমাদের সংবিধানে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে। অথচ সেই আইন ব্যবহৃত হচ্ছে সাধারণ মানুষকে পীড়া দেয়ার যন্ত্র হিসাবে, ক্ষমতাসীনদের হাতের নিষ্ঠুর অস্ত্র হিসাবে। ভাবখানা এমন যে, বাংলাদেশে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে ভিন্নমতের কোন স্থান নেই। এমনকি একথা বললেও মনে হয় অত্যুক্তি হবে না যে, আজকের বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দলীয় রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী না হ'লে সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকের যেসব মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত থাকার কথা তা যেন স্থগিত থাকে। যেমন আপনার জমি বেদখল হয়েছে বা বসতবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, উপর্যুপরি হুমকিতে আপনার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তা ভীষণ সংকটে নিপতিত। অথচ পুলিশ আপনার নালিশ গ্রহণ করতে অপারগ, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে থাকে। যেদেশের আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে না বা চলতে দেয়া হয় না, সেখানে আইনের শাসনের বুলি আওড়ানো জনগণকে অযাচিতভাবে বিরক্ত করার প্রয়াস বৈ কি।

ঘরের শত্রু বিভীষণঃ

ডঃ গালিব ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে আন্দোলন থেকে বহিষ্কৃত বগুড়া সরকারী আযীযুল হক কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনৈক শিক্ষকের ভূমিকা এখানে দ্বিধাহীনভাবে উল্লেখ করা যায়। আর্থিক দুর্নীতি ও শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের পর সে ডঃ গালিবের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে জঙ্গীবাদী বানানোর জন্য সে উঠে পড়ে লাগে। সাংবাদিক ও প্রশাসনমহলে ডঃ গালিবের বিরুদ্ধে অজস্র কাগজপত্র সরবরাহ করে স্বীয় স্বার্থ হাছিল করার প্রয়াস এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। প্রশাসন তার এই 'অতি আগ্রহে'র কারণ অনুসন্ধান করলে এই গভীর ষড়যন্ত্রের প্রকৃত রূপ ও কারণ জনসম্মুখে স্পষ্ট হ'ত।

জঙ্গী তৎপরতাঃ

পৃথিবীর মানুষ আজ বিক্ষুব্ধ। পরাশক্তি আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন সবাই অশান্ত। বাইরে যত সফলতার অহংকার দেখাক মনের গভীরে তারা আজ দেউলিয়া, দিশেহারা। পৃথিবীময় আজ অশান্তি, ক্রোধ, রক্তারক্তি, অন্যায়-অবিচার আর হাহাকার ধ্বনি। রাষ্ট্রগত যুদ্ধ, দলগত হানাহানি,

২. ঐ, পৃঃ ১১১।

ব্যক্তিগত সংঘাত আর রক্তারক্তিতে পৃথিবী আজ বিভিষিকাময়। এত সব অশান্তি, হানাহানি সভ্য বলে পরিচিত দেশগুলিরই কৃত্রিম সৃষ্টি। নিজেদের প্রভুত্বকে সর্বব্যাপী করতে এক অঘোষিত যুদ্ধ চালাচ্ছে সারাবিশ্বে। কুখ্যাত 'হান্টিংটন তত্ত্বে'র উপর ভিত্তি করে মুসলিম বিশ্বের উপর চালাচ্ছে ভয়াবহ আগ্রাসন। অধিকার কেড়ে নিয়ে কৌশলে অধিকার বঞ্চিতের উপরই দায় চাপাচ্ছে। নিজেদের জন্মভূমি ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, আফগানিস্তান ও ইরাক হ'তে বহিষ্কৃত হয়ে নিজ আবাসভূমি ফিরে পেতে যারা ন্যায়ের সংগ্রাম করছে, তারা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিভ্রান্ত অপপ্রচারে 'জঙ্গী' তথা যুদ্ধবাজ বলে পরিচিত। একে প্রমাণ করতে তারা সত্যি সত্যিই কিছু মুসলমানকে 'সন্ত্রাসী' বানিয়ে বাজারে ছেড়েছে এবং ছাড়ছে। অতি সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বুশের কাছে এই গোষ্ঠীরই একজন হিসাবে আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র (!) ভারতের সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নালিশ করেছেন এবং বাহবা কুড়ানোর জন্য বলেছেন, বাংলাদেশে আফগান, পাক ও উলফা জঙ্গীরা তৎপর। বুশ অবশ্য হুঁশের সঙ্গে এসব মোকাবিলা করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। গত কয়েক বছর ধরে দেশের একটি রাজনৈতিক মহল ও একশ্রেণীর বামঘেঁষা পত্র-পত্রিকা লাগাতার প্রচারণা চালিয়ে আসছিল যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তথাকথিত মৌলবাদীদের উত্থান ঘটেছে। তাদের অভিযোগ ছিল- (১) বাংলাদেশে মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে (২) এখানে জঙ্গী সংগঠন গড়ে উঠেছে। এসব সংগঠন ইরান বা তালেবান স্টাইলে বিপ্লব ঘটাতে চায়। এই জঙ্গী সন্ত্রানী কারা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করছে তা তো সচেতন মহল এখন অবগত।

জোট সরকার এসব অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসলেও শেষ পর্যন্ত দু'টি জঙ্গী সংগঠনের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে তাদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার একটি সঠিক কাজ করলেও সময়মত ব্যবস্থা না নেওয়ায় অপপ্রচারকদের হাতে এমন একটি অস্ত্র তুলে দিয়েছে যা তারা অবিরামভাবে সরকারের ওপরই প্রয়োগ করছে। সরকারের অবস্থান ও ভূমিকা সর্বোপরি তার ভাবমূর্তি ও সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। তাদের নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচারণাকেও অনেকে সত্য বলে বিশ্বাস করছে।

সন্ত্রাসী তৎপরতাঃ

এটা ইঙ্গ-মার্কিন, ইসরাঈল ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সৃষ্টি বৈ কিছু নয়। গণতন্ত্র ও সভ্যতার সূতিকাগার খোদ লণ্ডনের পাতাল রেল এবং যাত্রীবাহী বাসে সম্প্রতি আত্মঘাতি বোমা হামলার ফলে যেভাবে মসজিদ এবং নিরীহ মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে তা কি সন্ত্রাস নয়? ইসলাম বিদ্বেষী 'নিউইয়র্ক টাইমস' বাংলাদেশ সরকার এবং মুসলিম দেশটিকে বিব্রত করার জন্য আরেকটি বানাওয়াট এবং মিথ্যা প্রতিবেদন ছাপিয়েছিল। গত ২৩শে জানুয়ারীর ঐ প্রতিবেদনে পত্রিকাটি 'বাংলাদেশ তালেবানী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে' শিরোনামে যে মনগড়া রিপোর্টটি লেখে তার নাম এলিজা গ্রিজওল্ড। জানা যায়, নারীবাদী লেখিকা এলিজা গ্রিজওল্ড একজন ইহুদী ধর্মাবলম্বী। এর পূর্বেও সে মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র ও সেসব দেশের ইসলামী ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক মনগড়া মিথ্যা প্রতিবেদন, ফিচার লিখেছে। তার লেখায় সে সব সময়ই ইসলাম ধর্ম, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী দলকে জঘন্যভাবে চিত্রিত করে থাকে। পক্ষান্তরে সে পাশ্চাত্যের অন্যান্য ইহুদীপন্থী মিডিয়ার মত মুসলিম দেশের ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তিদেরকে মহান করে তুলে ধরার চেষ্টা চালায়। তার সাম্প্রতিক 'পরবর্তী ইসলামী বিপ্লব কোথায়' লেখায় বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী এবং সম্ভাব্য ইসলামী বিপ্লবের সংগঠনস্থল হিসাবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তার লেখাটি পড়ে এর পিছনে যে তার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি রয়েছে একথা সহজেই ধরা পড়ে। ১৭ই আগস্টের সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ এরই অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা কি-না কে জানে?

যুবকদের প্রতি উদাত্ত আহ্বানঃ

হে তেজোদীপ্ত নওজোয়ান! তোমাকে কুরআন-সুন্নাহ্র বাণী বুকে নিয়ে খুঁজে বের করতে হবে চলার সঠিক পথ। কোন চরমপন্থা অবলম্বন নয়, সব রকম জড়তা ঝেড়ে ফেলে তুমি আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান কায়েমের জন্য উঠে দাঁড়াও। মনে রাখবে জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনো এক নয়। তোমাকে হারানো হিম্মত পুনঃজাগ্রত, উজ্জীবিত ও উদ্ভাসিত করতে হবে। সত্যের অকুতোভয় যুবকের ভয়ের কোন কারণ নেই। অহি তোমার পথ চলার দিশারী। জীবনের জাগরণে, কর্মের দ্যোতনায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে দুর্বার ও দুর্জয় সাহসে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে। হ'তে হবে কঠোর পরিশ্রমী। কবির ভাষায়-

'যৌবনরে তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে
তুই যে পারিস উচ্চ ডালে পুচ্ছ নাঁড়াতে'।

হে যুবক! মনে রাখতে হবে, ইসলামী দেশ ও সমাজকে ভ্রান্ত মতবাদ থেকে উদ্ধার করার এবং সুন্দর রূপে অহি-র ছাঁচে গড়ে তোলার দায়িত্ব তোমারই হাতে। মূর্খভাবে কারো স্বার্থের ক্রীড়নক না হয়ে তৌহিদের প্রকৃত মর্মবাণীকে ছড়িয়ে দিতে হবে বিশ্বজুড়ে।

হে যুবক! মানুষকে ত্যাগের পথে আহ্বান জানাতে হবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং কল্যাণকর কাজে অনুপ্রাণিত করতে হবে। নিজেকে আল্লাহ্র অনুগত দাসে পরিণত করতে হবে, সৎকাজে উৎসাহিত করতে হবে।

হে যুবক! এসো সকল প্রকার স্বার্থদ্বন্দ্ব ভুলে, সব ভেদাভেদ মুছে ফেলে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলি। জেনে রেখ! মানুষ মরণশীল। সুতরাং তোমার অগ্রবর্তীরা চলে গেলে তোমাকেই নেতৃত্বের ভার নিতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর আপতিত বিপদের মোকাবিলা তোমাকেই করতে হবে। কবি নজরুলের ভাষায়-

'কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যত'।

হে যুবক! আল্লাহ তোমাকে যে যৌবনশক্তি দিয়েছেন তার হিসাব সেদিন দিতে হবে। বলা হবে, তোমাকে যে তেজোদীপ্ত যৌবন দেয়া হয়েছিল তুমি তা কিভাবে কাটিয়েছ? তাই এসো হে নবীন, এস হে যুবক, উদ্দীপ্ত প্রেরণায়, এ পৃথিবীকে সত্যের পথে পরিচালিত করতে। ইসলামের সার্বজনীন বিজয়ী আদর্শ, চির কল্যাণের বাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে।

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] হজ্জের তালবিয়াহ ব্যতীত কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮ পৃঃ।*
২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
৩. *কুরতুবী ১৫/১০৮ পৃঃ।* ৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৫. *নায়ল ৪/২৫১ পৃঃ।* ৬. *ঐ ৩/৫৫।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬ ও ১৪৩১।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহ ১/৩১৯ পৃঃ।*
৯. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১ পৃঃ।* ১০. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবতী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, 'উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين অর্থাৎ 'মুসলমানদের দো'আয় শামিল হবে' কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচ'শ গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং কোন বাধ্যগত কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু পটকাবাজি, ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরঃ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা সিজদায়ে সহো লাগে না।[২০]

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৩. *মির'আৎ ২/৩৩১ পৃঃ।*
১৪. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭ পৃঃ।*
১৫. *ফিক্বহ ১/৩১৮।* ১৬. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১ পৃঃ।*
১৭. *ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩১৬ পৃঃ; নায়ল ৪/২৩১ পৃঃ।*
১৮. *ফিক্বহ ১/৩১৫ পৃঃ।* ১৯. *ফিক্বহ ১/৩২২ পৃঃ।*
২০. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৪১পৃঃ; হাকেম ১/২৯৮ পৃঃ।*

বারো তাকবীর সম্পর্কিত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত মরফূ' হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْأَخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ-

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও শেষ রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২১] ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[২২] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। আর এটি হ'ল অতিরিক্ত এবং সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন।[২৩] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ১১ ও ১৩ তাকবীরের আছার সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২৪] চতুর্থতঃ শায়খ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২৫] অতএব অতিরিক্ত তাকবীর কখনো তাকবীরে তাহরীমার ফরয তাকবীরের সাথে যুক্ত হ'তে পারে না। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীরগুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ছানার পূর্বে হয়ে থাকে। অতএব ঈদায়নের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর ছাড়াই হওয়া দলীল সম্মত।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত।[২৬] তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لَيْسَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحَّ مِنْ هٰذَا وَبِهِ أَقُوْلُ

'ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও একথাই বলে থাকি'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, 'বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'। হাফেয হাযেমী বলেন, দু'টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কথা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। অতএব এটাই আমলযোগ্য *(মির'আৎ ২/৩৪০ পৃঃ)*। হানাফী ফিক্বহ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তবে মুক্তাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাত[২৮] এবং নয় তাকবীর বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[২৯] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাস'ঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।[৩০] সুতরাং ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هٰذَا رَأْىٌ مِّنْ جِهَةِ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنه وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ

'এটি আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ' হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম, আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ব দিন'।[৩১]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এটা আমল করতেন না। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩২]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। -আমীন!!

---

২১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২২. *মির'আৎ ২/৩৩৮ পৃঃ।*
২৩. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৪. *ইরওয়া উল গালীল ৩/১১২ পৃঃ।* ২৫. *ঐ ৩/১১৩।*
২৬. *জামে তিরমিযী (দিল্লীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২; ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।*
২৭. *বায়হাক্বী (বৈরুতঃ তাবি), ৩/২৮৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।*
২৮. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ (বোম্বাইঃ ১৯৭৯), ২/১৭৩ পৃঃ।*
৩০. *বায়হাক্বী ৩/২৯০ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৪৩ পৃঃ; আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩।*
৩১. *বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ।* ৩২. *মির'আৎ ২/৩৩৮, ৪১ পৃঃ।*

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

'যাকাত' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। 'ছাদাক্বা' অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্যঃ

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ'ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 'আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে'।[১]

ইবাদতে মালীঃ

ইসলাম মুসলিম উম্মাহকে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য যাকাতকে 'ইবাদতে মালী' তথা অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*।

যাকাতের প্রকারভেদঃ

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১- স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা, ২-ব্যবসায়রত সম্পদ ৩-উৎপন্ন ফসল ৪-গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাবঃ

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় *(ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২ পৃঃ)*। গহনাও স্বর্ণের যাকাত হিসাবে গণ্য।

২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব যা হিজাযী ছা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ'লে নিছফে ওশর বা ১/২০ অংশ নির্ধারিত।

৪. গবাদি পশুঃ (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরের পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[২]

যাকাতুল ফিৎরঃ

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা' বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ'তে প্রদান করতে হয়।

(ক) আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন'।[৩]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নিছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়'-এর অনুসরণ করেন মাত্র'।[৪]

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহঃ

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে 'ছাদাক্বাহ' শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এলে তার অর্থ হবে ফরয ছাদাক্বা।[৫] পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ

১. ফক্বীরঃ নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, ২। মিসকীনঃ যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিক ভাবে তাকে স্বচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩।

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

২. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' 'যাকাত' অধ্যায়ে দেখুন। -লেখক।*
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫ ও ১৮১৬।*
৪. ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।
৫. ঐ, তাফসীর ৪/১৬৮ পৃঃ।

'আমেলীনঃ যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ৪। **ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, ৫। **দাসমুক্তির জন্য।** এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, ৬। **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিঃ** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭। **ফী সাবীলিল্লাহ** বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদের খাতই প্রধান। আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ইসলামী পথে ব্যয় হবে, ৮। **দুস্থ মুসাফিরঃ** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূত ভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৬]

বায়তুল মাল জমা করা সুন্নাত

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তার কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বন্টন করা হ'ত।[৭]

৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আৎ হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।
৭. দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা' মির'আৎ ১/২০৭পৃঃ।

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বন্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বন্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বন্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাতে নিজের যাকাত বন্টন করার মধ্যে একাধিক মন্দ দিক নিহিত রয়েছে। যেমন ১- এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২- স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ'তে পারে। ফলে যাকাত কবুল না হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিবে। ৪- এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫- দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহরূম হয়। ৬- যারা আসতে পারে, তারাই পায়। যারা চায় না বা আসতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়। ৭- একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করে এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দৌড়াতে অসমর্থ, তারা বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাযার হাযার কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যদি যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের ১/১০ বা ১/২০ অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয়, অনুরূপভাবে এলাকার কুরবানী ও ফিৎরা সমূহ স্ব স্ব বায়তুল মালে জমা করে তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যয়-বন্টন ও বিনিয়োগ করা হয়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ যাকাত ও ছাদাক্বাই হ'তে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

মিছবাহ্ ফাউন্ডেশন

বাড়ি # ৩০, রোড # ১৬, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

মিছবাহ্ ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করছে। প্রত্যেক গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেটসহ যথাক্রমে নগদ ২০,০০০/-, ১৫,০০০/- ও ১০,০০০/- টাকা সম্মানী প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রতি গ্রুপে ৫ জন করে মোট ১০ জনকে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেটসহ ৫,০০০/- টাকা করে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হবে।

গ্রুপ	গ্রুপ পরিচিতি	প্রবন্ধের বিষয়
১ম	স্কুল/কলেজ/মাদরাসা/বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	সন্ত্রাস নয়; শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম
২য়	বয়স ও পেশা উন্মুক্ত	গোঁড়ামী ও চরমপন্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

শর্তাবলী ঃ

১. প্রবন্ধ A4 সাইজের কাগজের অপর পার্শ্ব খালি রেখে এক পার্শ্বে সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজকৃত হতে হবে।
২. প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় হতে হবে। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদসহ মূল ভাষার ব্যবহার করতে হবে।
৩. পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধের স্বত্ব মিছবাহ্ ফাউন্ডেশনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। প্রয়োজনে ফাউন্ডেশন তা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করবে।
৪. প্রতিযোগী শিক্ষার্থী হলে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৫. ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি এবং নিজ স্বাক্ষর সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বায়োডাটা প্রদান করতে হবে।
৬. মিছবাহ্ ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত ও ফলাফলই চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।
৭. প্রবন্ধ আগামী ৩০ নবেম্বর, ২০০৫ ঈসায়ী তারিখের মধ্যে ডাকযোগে নিম্ন ঠিকানায় (মহাপরিচালক, মিছবাহ্ ফাউন্ডেশন, জিপিও বক্স ২২১৪, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। — মহাপরিচালক

মনীষী চরিত

শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

বিশ্ববরেণ্য আহলেহাদীছ মনীষী 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২৪১-১৩২০ হিঃ) সোয়া লক্ষ ছাত্রের মাঝে যারা মুহাদ্দিছ রূপে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন শামসুল হক আযীমাবাদী। আহলেহাদীছ জামা'আতের গৌরব আল্লামা আযীমাবাদী লেখনী যুদ্ধের ময়দানে কুরআন-হাদীছের অস্ত্রে সমৃদ্ধ অতুলনীয় ইলমী মুজাহিদ ছিলেন। শিক্ষকতা, লেখনী, হাদীছের প্রচার-প্রসার ও প্রতিরক্ষা, ওয়ায-নছীহত এবং ইবাদত-বন্দেগীতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। কুরআন-সুন্নাহ্র এই অকুতোভয় সিপাহসালার সুনানে আবূদাঊদের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'গায়াতুল মাকছূদ' ও 'আওনুল মা'বূদ' রচনা করে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা ভারতবর্ষে সুন্নাহ্র খিদমতে আহলেহাদীছ মনীষীগণের নিরবচ্ছিন্ন অবদানের এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে ইতিহাসের সোনালী পাতায়।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম মুহাম্মাদ শামসুল হক। উপনাম আবুত তাইয়িব। পিতৃ-মাতৃ উভয় দিক থেকেই তাঁর বংশপরিক্রমা প্রথম খলীফা আবূ বকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। 'আযীমাবাদ' যেলার দিকে নিসবত করে তাঁর নামের শেষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আযীমাবাদী শব্দটি যুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, আযীমাবাদের বর্তমান নাম পাটনা। প্রাচীন কালের ইতিহাসে এর আরও দু'টি নামের হদিস পাওয়া যায়। যথা- মোগধ এবং পাটলীপুত্র। প্রকৃতপক্ষে এটি ভারতের একটি প্রাচীন বড় শহর। এই শহরটি বর্তমানে বিহার রাজ্যের রাজধানী।[১] আবার কখনো কখনো তাঁর নামের শেষে 'ডিয়ানবী' শব্দটিও যুক্ত করা হয়। কেননা তিনি ডিয়ানওয়াঁয় লালিত-পালিত হন। উল্লেখ্য, ডিয়ানওয়াঁ পাটনা যেলার একটি ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রামটি পাটনা শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার এবং ফতুহা রেলষ্টেশন থেকে প্রায় ৯৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।[২]

আল্লামা আযীমাবাদীর পরিবার মান-মর্যাদা, ঐশ্বর্য আভিজাত্য, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা ও নেতৃত্বের দিক থেকে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর বাবা আমীর আলী (১২৪২-১২৮৪ হিঃ) ধৈর্যশীল, দানশীল ও খুবই নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ধর্মীয় মাসআলা-মাসায়েল জানতেন। মা বিনতে গাওহার আলী (জন্মঃ ১২৪৯ হিঃ) সতি-সাধ্বী, ইবাদতগুযার ও ধৈর্যশীলা ছিলেন। ফরয ও নফল ছালাতের প্রতি ছিলেন যত্নবান। প্রত্যেক দিন তিন পারা এবং রামাযান মাসে প্রত্যহ ১০ পারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতেন এবং ই'তেকাফ করতেন। তিনি প্রত্যেক মাসে 'আইয়ামে বীযে'র নফল ছিয়াম পালন করতেন। তাঁর নানা গাওহার আলী (১২১৩-১২৭৮ হিঃ) অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। ভাল কাজে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। ফকীর-মিসকীনদের জন্য তার দ্বার অবারিত ছিল। ওলামায়ে কেরামের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল প্রবাদতুল্য। তাঁর বাড়ীতে সর্বদা কয়েকজন আলেম অবস্থান করতেন। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহে তার দারুণ আগ্রহ ছিল।[৩]

জন্ম ও লালন-পালনঃ

আল্লামা আযীমাবাদী ২৭ যুলক্বা'দা ১২৭৩ হিঃ মোতাবেক ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে পাটনা যেলার রমনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৫ বছর বয়সকালে তাঁর মা তাঁকে নিয়ে ডিয়ানওয়াঁয় গমন করেন। আযীমাবাদীর বাবা আমীর আলীর মৃত্যুর পর মা, নানী ও বড় মামা মুহাম্মাদ আহসান (মৃঃ ১৩১০ হিঃ) তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্নেহময়ী মাতার কোলে স্নেহ-মমতায় ধর্মীয় পরিবেশে লালিত-পালিত হন। মামা ও নানী তাঁর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লামা আযীমাবাদী তাঁর মামা ও নানী সম্পর্কে বলেন, 'আমার উপর আমার বড় মামা মুহাম্মাদ আহসানের বড় অনুগ্রহ রয়েছে। যার ভারে আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে। আমি তা উল্লেখ করতে সক্ষম নয়। তিনি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং আমার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তিনি তার প্রচেষ্টা ব্যয় করতেন। আমি আল্লাহ্র কাছে আশা করি যে, তিনি আমার ইলমের বদৌলতে আমাকে যে প্রতিদান দিবেন তার একটা অংশ আমার মামা ও নানীকে প্রদান করুন'।

তিনি যে পরিবেশে লালিত-পালিত হন তার প্রভাবে ছোটবেলা থেকেই সুন্নাহ্র অনুসরণের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার অনুসন্ধানকারী হন। তিনি নিজেই বলেন, 'আমি আলীমুদ্দীন হুসাইন নগরনাহসাবী (মৃঃ ১৩০৬ হিঃ)-এর ওয়ায-নছীহত থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে সুন্নাহ্র ভালবাসা সৃষ্টি করেন। এক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করেন আমার বন্ধু তালাত্তুফ হুসাইন মুহিউদ্দীনপুরী নগরনাহসাবী (মৃঃ ১৩৩৪ হিঃ)। আল্লাহ তাদের উভয়কে উত্তম প্রতিদান দান করুন'।[৪]

---

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ), পৃঃ ১-২।*

২. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২-৩; ডঃ মোঃ আব্দুস সালাম, মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী: জীবন ও কর্ম, অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ১৯৮৮ খৃঃ, পৃঃ ৭০।*

৩. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৩-৬।*

৪. *ঐ, পৃঃ ৬-৭।*

শিক্ষা জীবনঃ

আল্লামা আযীমাবাদী কুরআন মাজীদ পাঠের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তিনি প্রথমে শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম নগরনাহসাবীর (১২২৫-১২৮২হিঃ) কাছে ১২৭৯ হিজরীতে ৬ বছর বয়সে সূরা আলাক পাঠ করেন। অতঃপর হাফেয আছগার আলী রামপুরী ও ডিয়ানওয়াঁয় তাঁর মাতুলালয়ে অবস্থানকারী অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি আছগার আলী রামপুরীর কাছে কুরআন মাজীদ খতম দেন। অতঃপর সাইয়েদ রাহাত হুসাইন বিথুভীর কাছে ফারসী গ্রন্থাবলী এবং শায়খ আব্দুল হাকীম শেখপুরীর (মৃঃ ১২৯৫ হিঃ) কাছে কতিপয় পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করেন।

ফারসীতে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়াবলী লুৎফুল আলী বিহারীর (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ) কাছে পাঠ শুরু করেন। তাঁর কাছে তিনি আরবী ভাষার প্রাথমিক পুস্তক হ'তে শুরু করে আল্লামা জামী রচিত (মৃঃ ৮৯৮ হিঃ) 'কাফিয়া'র ভাষ্যগ্রন্থ 'শরহে মুল্লা জামী', কুতবীর (মৃঃ ৭৬৬ হিঃ) 'শারহুশ শামসিয়াহ', মায়বুযীর (মৃঃ ৯১০ হিঃ) 'হেদায়াতুল হিকমাহ', সুনানে তিরমিযী, মোল্লা জীওনের (মৃঃ ১১৩০ হিঃ) 'নূরুল আনওয়ার', উছূলুশ শাশী প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। ইত্যবসরে তার মামা নূর আহমাদ ডিয়ানবীর কাছ থেকেও সম্ভবতঃ কিছু পাঠ গ্রহণ করেন। ১২৯১ হিজরী পর্যন্ত নিজ গ্রাম ডিয়ানওয়াঁয় উল্লেখিত ওলামায়ে কেরামের কাছে অধ্যয়ন করেন। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি শিক্ষার জন্য অন্য কোন জায়গায় সফর করেননি।[৫]

উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ-বিভূঁইয়ে পাড়িঃ

নিজ গ্রামের ওলামায়ে কেরামের কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের পর উচ্চশিক্ষার উদগ্র বাসনায় তিনি ১২৯২ হিজরীর প্রথম দিকে লক্ষ্ণৌতে গমন করেন। সেখানে গিয়ে পূর্ণ এক বছর অবস্থান করে মাওলানা ফযলুল্লাহ লক্ষ্ণৌবীর (মৃঃ ১৩১১ হিঃ) কাছে মানতেক ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১২৯৩ হিজরীর ২৬ মুহাররমে মুরাদাবাদে গিয়ে মুহাদ্দিছ কাযী বশীরুদ্দীন কন্নৌজীর (মৃঃ ১২৯৬ হিঃ) কাছে এক বছর সময় পর্যন্ত অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করেন।[৬]

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ও দ্বিতীয়বার ভ্রমণঃ

তিনি ১২৯৪ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বাড়ী ফিরে এসে বিহার প্রদেশের ছাপড়ায় বসবাসকারী আব্দুল লতীফ ছিদ্দীক্বীর মেয়ের সাথে ১৫ রবীউল আউয়ালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের ১ মাস ৫ দিন পর তিনি দ্বিতীয়বার মুরাদাবাদে গিয়ে মুহাদ্দিছ কন্নৌজীর কাছে ইলমে বালাগাহ, মা'আনী, কুরআন মাজীদের তর্জমা ও মিশকাতুল মাছাবীহ অধ্যয়ন করেন এবং হাদীছের দুর্বোধ্যতা, সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা ও আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত মাসআলায় ইলমী তাহকীকে নিয়োজিত হন। এরপর তিনি ১২৯৫ হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম দিকে হাদীছ শিক্ষা লাভের বাসনায় শাহজাহানাবাদে (দিল্লী) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে এক বছর অবস্থান করে ইলমে হাদীছ ও তাফসীর শাস্ত্রে 'ইজাযাহ' (সনদ) লাভ করেন।[৭]

বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন ও তৃতীয়বার ভ্রমণঃ

১২৯৬ হিজরীর মুহাররম মাসের শেষের দিকে তিনি বাড়ীতে ফিরে আসেন এবং পাঠদান ও গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু মিয়াঁ ছাহেবের কাছ থেকে যে পরিমাণ জ্ঞান তিনি অর্জন করেন তাতে তাঁর উচ্চাভিলাষী মন পরিতৃপ্ত হয়নি। ফলে ১৩০২ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয়বার মিয়াঁ ছাহেবের কাছে গিয়ে দ্বিতীয় 'ইজাযাহ' লাভ করেন এবং ১৩০৩ হিজরীতে বাড়ীতে ফিরে আসেন। মোটকথা দিল্লীতে মিয়াঁ ছাহেবের কাছে তিনি বছর তিনেক অবস্থান করে কুরআন মাজীদের তর্জমা, তাফসীরে জালালাইন, কুতুবে সিত্তাহ, মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, সুনানে দারেমী, সুনানে দারাকুৎনী, হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী কৃত 'নুখবাতুল ফিকার ফী মুছত্বালাহি আহলিল আছার' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ সম্পূর্ণ এবং কতিপয় গ্রন্থের প্রথম ও শেষের কিছু অংশ অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সেখানে অনেক ফৎওয়াও লিপিবদ্ধ করেন।[৮]

১৩০২ হিজরীতে তিনি শায়খুল হাদীছ কাযী হুসাইন বিন মুহসিন আনছারী ইয়ামানীর (মৃঃ ১৩২৭ হিঃ) কাছে কুতুবে সিত্তাহ-র কিয়দংশ পাঠ করেন এবং 'ইজাযাহ' লাভ করেন।[৯]

হজ্জ আদায়ঃ

১৩১১ হিজরীতে আল্লামা আযীমাবাদী হজ্জব্রত পালনের দৃঢ় সংকল্প করেন। এতদুদ্দেশ্যে ১০ রজব নিজ গ্রাম ডিয়ানওয়াঁ থেকে হিজাযের পথে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে হজ্জব্রত পালন করেন এবং সেখানকার অনেক আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন ও 'ইজাযাহ' লাভ করেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১. আল্লামা খায়রুদ্দীন আবুল বারাকাত নু'মান বিন মাহমূদ আল-আলূসী (মৃঃ ১৩১৭ হিঃ)।

২. শায়খ আহমাদ বিন আহমাদ বিন আলী আল-মাগরেবী আত-তিওনিসী অতঃপর আল-মাক্কী (মৃঃ ১৩১৪ হিঃ)।

৩. শায়খ ফালেহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আয-যাহেরী আল-মিহনাবী আল-মালেকী আল-মাদানী (১২৫৮-১৩২৮ হিঃ)।

---

৫. *ঐ, পৃঃ ৭-৯।*
৬. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ৮৭-৮৮।*
৭. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ৯-১০।*
৮. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১০-১১; আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহ্হারাহ (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ খৃঃ), পৃঃ ১২৬।*
৯. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১১।*

৪. আল্লামা কাযী আব্দুল আযীয বিন ছালেহ বিন মুরশিদ আল-হাম্বলী আশ-শারকী (মৃঃ ১৩২৪ হিঃ)।

৫. আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান হাসবুল্লাহ আশ-শাফেঈ আল-মাক্কী (১২৩৩-১৩৩৫ হিঃ)।

৬. আল্লামা আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আস-সাররাজ আল-হানাফী আত-তায়েফী (মৃঃ ১৩১৫ হিঃ)।

৭. আল্লামা ইবরাহীম বিন আহমাদ বিন সুলাইমান আল-মাগরেবী অতঃপর আল-মাক্কী।

৮. শায়খ আহমাদ বিন ইবরাহীম বিন ঈসা আল-হাম্বলী আশ-শারকী।

৯. আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মাগরেবী অতঃপর আল-মাক্কী।

১০. শায়খ আহমাদ বিন ঈসা আন-নাজদী অতঃপর আল-মাক্কী আল-হাম্বলী (মৃঃ ১৩২৯ হিঃ)।

আল্লামা আযীমাবাদী হারামাইন শরীফাইনে ৬ মাস অবস্থান করে উল্লেখিত মুহাদ্দিছবৃন্দের কাছ থেকে ইলমে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করে ১৩১২ হিজরীর ১০ মুহাররম স্বদেশে ফিরে আসেন এবং পূর্বে যে সকল কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন তাতে নিয়োজিত হন।[১০]

শিক্ষকতাঃ

আল্লামা আযীমাবাদী যখন ১২৯৬ হিজরীতে প্রথমবার তাঁর শিক্ষক মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে নিজ গৃহে ফিরে আসেন তখনই শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। তিনি নিজ গৃহেই একটি আদর্শ স্থানীয় আবাসিক মাদরাসা স্থাপন করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠদান শুরু করেন। কারণ বিহারের বড় বড় আলেমগণ তখন এর গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতেন এবং নিজ গৃহেই ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। আর শিক্ষার্থীরা দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে এসেই স্বীয় জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি করত।[১১] দ্বিতীয়বার ১৩০২ হিজরীতে দিল্লী গিয়ে মিয়াঁ ছাহেব ও মুহাদ্দিছ হুসাইন বিন মুহসিন ইয়ামানীর কাছ থেকে হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে ১৩০৩ হিজরীতে স্বগৃহে ফিরে পুনরায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন।

তিনি ছাত্রদের জন্য স্বীয় বক্ষকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। ভারত ও ভারতের বাইরে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা ভারতের বিভিন্ন যেলা থেকে এবং ইরান, বাগদাদ, আম্মান, নাজদ, আসীর ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহ থেকে তাঁর নিকটে এসে কয়েক মাস বা কয়েক বছর অবস্থান করে তাঁর জ্ঞানধারা থেকে তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতেন এবং বিশেষ করে হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভে ধন্য হতেন। আল্লামা আযীমাবাদী তাদের আতিথ্য প্রদান করতেন, বই-পুস্তক, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন, তাদের অন্যান্য প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন, মাসোহারা প্রদান করতেন এবং তাদের সাথে কোমল আচরণ করতেন। মৃত্যু অবধি সুদীর্ঘ ৩০ বছরের অধিক তিনি শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এ সময়ে অনেক ছাত্র তাঁর কাছ থেকে ইলমে দ্বীন হাছিল করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন-

১. আল্লামা আযীমাবাদীর ছেলে হাকীম মুহাম্মাদ ইদরীস ডিয়ানবী আযীমাবাদী (মৃঃ ১৯৬০ খৃঃ)।

২. আযীমাবাদীর অপর ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ আইয়ূব ডিয়ানবী আযীমাবাদী (জন্মঃ ১৩০৫ হিঃ)।

৩. আল্লামা আযীমাবাদীর জীবন ও তার পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ইয়াদগারে গাওহারী' (উর্দূ)-এর রচয়িতা মাওলানা মুহাম্মাদ যুবায়ের ডিয়ানবী (১২৯৪-১৩২৯ হিঃ)।

৪. শায়খ আব্দুল হামীদ সোহদারাভী (১৩০০-১৩৩০ হিঃ)।

৫. শায়খ আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী (মৃঃ ১৩৬২ হিঃ)।

৬. বিশিষ্ট সাংবাদিক, কবি, অনলবর্ষী বাগ্মী ও আহলেহাদীছ বিদ্বান শায়খ আবুল কাসেম সায়ফ বেনারসী (১৩০৭-১৩৬৯ হিঃ)।

৭. 'তানকীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজে আহাদীছিল মিশকাত' গ্রন্থের অন্যতম রচয়িতা মাওলানা আবূ সাঈদ শারফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৩৮১/১৯৬১ খৃঃ)।

৮. মাওলানা ফযলুল্লাহ মাদ্রাজী (মৃঃ ১৩৬১/১৯৪২)।[১২]

বাগ্মী আযীমাবাদীঃ

ডিয়ানওয়াঁর শিক্ষায়তনে নিরলস অধ্যাপনা ছাড়াও ইসলামী জালসা, সভা-সমিতি এবং সেমিনার ও সম্মেলনে বক্তৃতা দান ছিল আযীমাবাদীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতায় তৎকালীন উপমহাদেশের পথভ্রষ্ট মুসলিম সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট দুষ্টক্ষত শিরক, বিদ'আত, কুপ্রথা, কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত আক্বীদা সমূলে উৎপাটনের জন্য তিনি বিভিন্ন জনসমাবেশে বক্তৃতা দান নিজের জন্য একটা অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য কর্তব্য রূপে নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন।[১৩] তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তাওহীদ ও ইত্তেবায়ে সুন্নাহর দিকে আহ্বান করতেন এবং কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের মাসলাকের আলোকে আল্লাহ্র গুণাবলী সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করতেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে ডিয়ানওয়াঁয় প্রচলিত বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী আমল ও কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর পরিবারে প্রথম বিধবা বিবাহ চালু করেন। উল্লেখ্য, হিন্দুদের প্রভাবে তখন মুসলমানেরাও বিধবা বিবাহকে খারাপ মনে করত।

তাঁর প্রচেষ্টায় মানুষ বাতিল আক্বীদা ও জাহেলী আচার-আচরণ থেকে তওবা করে ছীরাতে মুস্তাক্বীমে ফিরে

১০. *ঐ, পৃঃ ১২-১৪।*
১১. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ১০৮।*
১২. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৪-১৫; ২৬১-২৭৫।*
১৩. *মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃঃ ৩৯১।*

আসে। মেয়েরাও তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করতেন, তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে শারঈ মাসআলা-মাসায়েল জেনে নিতেন।[১৪]

ফৎওয়া প্রদানঃ

আল্লামা আযীমাবাদী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর কাছে অধ্যয়নকালে ফৎওয়া লিখতেন। মিয়াঁ ছাহেব তরুণ ছাত্রদেরকে পাঠদানের পাশাপাশি ফৎওয়া লিখা শিক্ষা দিতেন। তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন আসলে তিনি তা কতিপয় ছাত্রকে প্রদান করতেন। ছাত্ররা তাঁর জবাব লিখলে তা ঠিক করে দিতেন এবং ফৎওয়া লেখকের নাম অবশিষ্ট রেখে তাঁর উপর তাঁর সিল-মোহর মেরে দিতেন। আল্লামা আযীমাবাদী মিয়াঁ ছাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে দিল্লীতে অবস্থানকালে অনেক ফৎওয়া লিখেন। দুঃখের বিষয় সেগুলির যৎসামান্যই পাওয়া যায়। কারণ মিয়াঁ ছাহেবের নিজের লিখা ও তাঁর তত্ত্বাবধানে তার ছাত্রদের লিখিত যাবতীয় ফৎওয়া লেখনির সময় একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ফলে সেগুলির অধিকাংশ হারিয়ে যায়। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর পর দুই খণ্ডে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' নামে তাঁর যে ফৎওয়া সংকলন প্রকাশিত হয়, তা তাঁর মৃত্যুর ১৫ বছর পূর্বে তদীয় পুত্র শরীফ হুসাইনের (১৩০৪ হিঃ) সংগৃহীত ফৎওয়ার বিন্যস্ত রূপ।[১৫]

এ ফৎওয়া সংকলনে আল্লামা আযীমাবাদীর কয়েকটি ফৎওয়াও রয়েছে। এতো গেল ছাত্র থাকা অবস্থায় ফৎওয়া লেখার কথা। পড়ালেখা শেষ করে ১৩০৩ হিজরী থেকে ১৩২৯ হিজরীতে মৃত্যু অবধি নিজ গ্রামে অবস্থানকালে তিনি অসংখ্য ফৎওয়া লিখেছেন। শায়খ আবুল কাসেম সায়ফ বেনারসী বলেন, 'তিনি অনেক ফৎওয়া লিপিবদ্ধ করেছেন; বরং এ কাজে তিনি তাঁর সকল সময় ব্যয় করতেন'।

পাটনার বিখ্যাত খোদাবখশ খান লাইব্রেরীতে 'তানকীহুল মাসায়েল' (تنقيح المسائل) নামে আল্লামা আযীমাবাদীর ফৎওয়া সংকলনের একটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[১৬]

তাঁর ফৎওয়ার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

১. তিনি প্রত্যেক মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতেন অতঃপর তা গবেষণা করে সালাফে ছালেহীনের পদাংক অনুসরণ করতঃ কোন নির্দিষ্ট মাযহাব বা ইমামের 'তাক্বলীদ' বা অন্ধ অনুকরণ না করে তাথেকে জবাব বের করতেন। সকল মাযহাবের ইমামগণের মতামত পর্যালোচনা করতেন এবং ওলামায়ে মুজতাহেদীন ও ফকীহ মুহাদ্দিছগণের মত উল্লেখ করতেন। সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মতকে প্রাধান্য দিতেন এবং হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি বর্ণনা করতেন, যাতে প্রত্যেক হাদীছের মান জানা যায়।

২. তাঁর ফৎওয়ায় তাফসীর, হাদীছ ও উহার ভাষ্য, অভিধান, রাবীদের জীবন রচিত, সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ থাকত। চাই এসব উৎস মুদ্রিত হৌক বা অমুদ্রিত।

৩. তিনি সহজ-সাবলীল ভাষায় ফৎওয়া লিখতেন এবং বিস্তারিতভাবে জবাবদান পছন্দ করতেন। চাই সে ফৎওয়া আরবী, ফার্সী বা উর্দূ যেকোন ভাষাতেই হৌক না কেন। জবাবদানের ক্ষেত্রে যদি বিরোধিত আসত তখন প্রথমে তা বর্ণনা করতেন অতঃপর তার প্রত্যুত্তর দিতেন। উর্দূতে ফৎওয়া প্রদান করলে কুরআন মাজীদের আয়াত, হাদীছ ও আরবী উদ্ধৃতিগুলির উর্দূ অনুবাদ করে দিতেন, যাতে যারা আরবী জানে না তারা সহজেই তা বুঝতে পারে।[১৭]

হাদীছ গ্রন্থাবলীর প্রচার-প্রসারঃ

ধর্মীয় গ্রন্থাবলী বিশেষ করে হাদীছ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশে তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে টীকা রচনা করে নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে বিতরণ করেন। সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসারে তিনি তাঁর ধন-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করেন। তিনি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃঃ ৭২৮), হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (মৃঃ ৭৫১), হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮), ইমাম যাকিউদ্দীন মুনযেরী (মৃঃ ৬৫৬) প্রমুখের অনেক গ্রন্থ মুদ্রণ করেন। তিনি মুনযেরীর 'মুখতাছারুস সুনান', ইবনুল ক্বাইয়িমের 'তাহযীবুস সুনান' ও সুয়ূত্বীর (মৃঃ ৯১১ হিঃ) 'ইস'আফুল মুবাত্তা বিরিজালিল মুওয়াত্ত্বা', সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে দারাকুৎনী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী তাহক্বীক্ব ও তা'লীক করে প্রকাশ করেন।[১৮]

কাযী মুহাম্মাদ মিছলীশহরীর (মৃঃ ১৩১৪ হিঃ) হাদীছ সম্পর্কিত ২৫টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তার সন্তানদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। আল্লামা আযীমাবাদী নিজ খরচে সেগুলি ছাপানোর জন্য মিছলীশহরীর পুত্রদের কাছে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা দিতে রাযী হননি।[১৯] এথেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীছের গ্রন্থাবলী প্রচার-প্রসারে তাঁর আগ্রহ কতটুকু ছিল।

সুন্নাহ্র প্রতিরক্ষায় আযীমাবাদীঃ

সুন্নাহ্র প্রতিরক্ষায় আল্লামা আযীমাবাদী অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যখনই সুন্নাহর প্রতি অথবা সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা ও মুহাদ্দিছগণের প্রতি আঘাত এসেছে তখনই তিনি প্রত্যুত্তর প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্য কিছুর পরোয়া করেননি। এ সম্পর্কে অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ'ল-

১৪. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৫।*
১৫. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৬-১৭; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ (দিল্লীঃ ইদারায়ে নূরুল ঈমান, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০ ভূমিকা দ্রঃ।*
১৬. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ১৯-২০।*
১৭. *ঐ, পৃঃ ২০-২১।*
১৮. *ঐ, পৃঃ ২১-২২।*
১৯. *ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (পাকিস্তানঃ মারকাযী জমঈয়তে ত্বালাবায়ে আহলেহাদীছ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১ হিঃ/১৯৮১), পৃঃ ৩০৭-৯।*

১. ডঃ ওমর করীম পাটনাবী ও সাইয়েদ আব্দুল গফূর আযীমাবাদী মুহাদ্দিছগণের শানে বিশেষ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও তাঁর জামে ছহীহ সম্পর্কে যখন বাজে মন্তব্য করেন, তখন তার জবাবদানের জন্য আযীমাবাদী স্বীয় ছাত্র আবুল কাসেম সায়ফ বেনারসীকে (মৃঃ ১৩৬৯ হিঃ) নিয়োজিত করেন এবং জবাবদান ও গ্রন্থ প্রকাশের সময় অর্থ ও গ্রন্থাবলী দিয়ে সহযোগিতা করেন। বেনারসী হাল্লে মুশকিলাতে বুখারী (৪ খণ্ড), আল-আমরুল মুবরিম, মাউন হামীম, ছীরাতে মুস্তাকীম, আর-রীহুল আকীম, আল-ঊরজূনিল কাদীম প্রভৃতি গ্রন্থাবলী রচনা করে হাদীছ ও মুহাদ্দিছগণ সম্পর্কে পাটনাবী গংয়ের অজ্ঞতা ও শত্রুতার মুখোশ উন্মোচন করেন।[২০]

২. শিবলী নো'মানী 'সীরাতুন নু'মান' (ইমাম আবূ হানীফার জীবনী) রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি এমন কতগুলি শব্দ ব্যবহার করেন যা ইমাম বুখারীর মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। ফলে ইমাম বুখারীর এমন একটি বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ লেখার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, যাতে নির্ভরযোগ্য উৎসের আলোকে ইমাম বুখারীর জীবনী, মুহাদ্দিছগণের মাঝে তাঁর স্থান ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে। সাথে সাথে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব প্রদান করা হবে। বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান আব্দুস সালাম মুবারকপুরী (১২৮৯-১৩৪২ হিঃ) এ কাজে হাত দেন। আল্লামা আযীমাবাদী তাঁকে এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। তাঁর লাইব্রেরীতে মজুদ সকল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ব্যবহারের অনুমতি দেন। দূর-দূরান্তে পত্র লিখে উপাত্ত সংগ্রহে যারপরনাই সহায়তা করেন। শুধু তাই নয়, গ্রন্থটি ছাপার পর ১০০ কপি ক্রয়েরও অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।[২১]

[চলবে]

---

২০. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৩।*

২১. *মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, সীরাতুল বুখারী (পাটনাঃ মাতবা' আহমাদী, ১৩২৯ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫-৬; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৩-২৪।*

২০০৬ সালে হজ্জ পালনকারীদের জন্য 'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল'-এর প্যাকেজ সমূহ

'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল'-এর পক্ষ থেকে ২০০৬ সালে পবিত্র হজ্জব্রত পালনেচ্ছুদের সাদর আমন্ত্রণ। গত কয়েক বৎসর যাবৎ 'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল' অত্যন্ত সাফল্যের সাথে হজ্জ পালনকারীদের নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী বিজ্ঞ আলেমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ পালনেচ্ছুদের জন্য 'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল' একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে সঊদী আরব ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্যাকেজ প্রোগ্রাম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই হাজী ছাহেবদের উন্নত সেবা দানের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে ইবাদতের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে 'আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল' এ বৎসর বিশেষ প্যাকেজ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে।

প্যাকেজ পরিচিতি

❒ **ডিআইপিঃ** প্যাকেজের সময় ২০দিন। মক্কায় গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ৩ জানুয়ারী '০৬ ও ২৩ জানুয়ারী '০৬। সঊদী এয়ারলাইন্সে সরাসরি ঢাকা-জেদ্দা ফ্লাইট। প্যাকেজের চার্জ কুরবানী সহ ১,৭৬,০০০/= এবং কুরবানী ছাড়া ১,৭০,০০০/= টাকা।

আবাসন সুবিধাঃ মক্কা- হারাম শরীফ থেকে ২৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত লিফট সম্বলিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফ্লাট বাড়ী। যাতে রয়েছে গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা সম্বলিত এটাচ্ট বাথরুম ও প্রতি রুমে একটি করি ফ্রিজ।

মদীনা- মসজিদে নববীর ৩০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত থ্রী ষ্টার মানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। প্রতি রুমে ৪/৫ জনের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। (অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে প্রতি রুমে ২ জন করে থাকার ব্যবস্থা আছে)। ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।

মিনা- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বালিশ ও বেডশীটের ব্যবস্থা আছে।

❒ **ওয়ান (এ)ঃ** প্যাকেজের সময় ২৬ দিন। মক্কায় গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ২৭ ডিসেম্বর '০৫ ও ২২ জানুয়ারী '০৬। সঊদী এয়ারলাইন্সে সরাসরি ঢাকা-জেদ্দা ফ্লাইট। প্যাকেজের চার্জ কুরবানী সহ ১,৪৫,০০০/= এবং কুরবানী ছাড়া ১,৪০,০০০/= টাকা।

আবাসন সুবিধাঃ মক্কা-হারাম শরীফ থেকে ৩০০/৪০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফ্লাট বাড়ী। যাতে রয়েছে গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা সম্বলিত এটাচ্ট বাথরুম ও প্রতি রুমে একটি করে ফ্রিজ। প্রতি রুমে ৪-৬ জন করে থাকার ব্যবস্থা।

মদীনা-মসজিদে নববীর ৩০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত উন্নতমানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। প্রতি রুমে ৪/৫ জনের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। (অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে প্রতি রুমে ২ জন করে থাকার ব্যবস্থা আছে)। ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।

মিনা- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বালিশ ও বেডশীটের ব্যবস্থা আছে।

❒ **বি (টু)ঃ** প্যাকেজের সময় ৩০/৩৫ দিন। মক্কায় গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ১৫ ডিসেম্বর '০৫ ও ২৩ জানুয়ারী '০৬। সঊদী এয়ারলাইন্সে সরাসরি ঢাকা-জেদ্দা ফ্লাইট। প্যাকেজের চার্জ কুরবানী সহ ১,৩২,০০০/= এবং কুরবানী ছাড়া ১,২৭,০০০/= টাকা।

আবাসন সুবিধাঃ মক্কা-হারাম শরীফ থেকে ৬/৭ মিনিটের দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফ্লাট বাড়ী। সঊদী সরকার নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী বাথরুম ও প্রতি রুমের লোক সংখ্যা বরাদ্দ থাকবে। প্রতি ফ্লোরে একটি করে ফ্রিজ থাকবে। ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা থাকবে।

মদীনা- মসজিদে নববী হ'তে ৬ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত উন্নতমানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। সঊদী সরকার নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী বাথরুম ও প্রতি রুমের লোক সংখ্যা বরাদ্দ থাকবে। ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।

মিনা- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বালিশ ও বেডশীটের ব্যবস্থা আছে।

❒ **সি (থ্রী)ঃ** প্যাকেজের সময় ৩০/৩৫ দিন। মক্কায় গমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ১৫ ডিসেম্বর '০৫ ও ২০ জানুয়ারী '০৬। সঊদী এয়ারলাইন্সে সরাসরি ঢাকা-জেদ্দা ফ্লাইট। প্যাকেজের চার্জ কুরবানী সহ ১,২৫,০০০/= এবং কুরবানী ছাড়া ১,২০,০০০/= টাকা।

আবাসন সুবিধাঃ মক্কা-হারাম শরীফ থেকে ১২০০-১৩০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (লিফট ছাড়া) ফ্লাট বাড়ী। সঊদী সরকার নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী বাথরুম ও প্রতি রুমের লোক সংখ্যা বরাদ্দ থাকবে। প্রতি ফ্লোরে একটি করে ফ্রিজ থাকবে। ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা থাকবে।

মদীনা- মসজিদে নববী হ'তে ৬ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত উন্নত মানের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। সঊদী সরকার নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী বাথরুম ও প্রতি রুমের লোক সংখ্যা বরাদ্দ থাকবে। ফ্রিজের ব্যবস্থা আছে।

মিনা- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বালিশ ও বেডশীটের ব্যবস্থা আছে।

প্রতি প্যাকেজের জন্য রুচিসম্মত উন্নতমানের খাদ্য ও যাতায়াতের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসের সুব্যবস্থা আছে।

আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল
(লাইসেন্স নং- ১৪৭)
রেজিষ্ট্রার্ড অফিস
বায়তুল খায়ের ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
কর্পোরেট অফিস
৪৫, তোপখানা রোড, ঢাকা।
ফোনঃ ৭১৭০৩৪৬, ৭১৭১০৭৯

মোফাক্কার হোসেন
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৬১৩৭৮; মোবাঃ ০১৭১-৫৭৮০৫৭।

আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ
বিভাগীয় পরিচালক (হজ্জ)
আল্টিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল
ফোনঃ ৮৯৬০৬০৪ (বিকাল ৩ টার পর)
মোবাইলঃ ০১৭৬-৩২৯৯২১
আকমাল হোসাইনঃ ০১৭২-৮৫৫১২৪
আকরামুজ্জামানঃ ০১৮৭-১২৯৮০৭

নবীনদের পাতা

হালখাতা

*মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন**

'হালখাতা' এর শাব্দিক অর্থ- নতুন বছরের হিসাবের খাতা। ইংরেজীতে যাকে বলা হয়- Current account book; account book changed at the beginning of a new year. দুনিয়ায় যারা লাগামহীন পাপ করবে ও যুলুম-নির্যাতন করবে অতঃপর তওবার হালখাতার মাধ্যমে নিজেদেরকে সংশোধন করবে না তাদের প্রতিফল সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হ'ল-

আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَيَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ-

'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা পাপ। আর তোমরা গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পসন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ১২)*।

আয়াতে বর্ণিত গোনাহের কাজগুলি কারো দ্বারা সংঘটিত হ'লে তওবা করে ঐ কাজ থেকে ফিরে আসতে হবে, তাহ'লে আল্লাহ তার গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু কেউ যদি বার বার করতেই থাকে তাহ'লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّىْ تُبْتُ الْئَنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا-

'আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে। এমনকি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(নিসা ১৮)*।

* *দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে আজ থেকে ৮ মাস আগে মিথ্যা অভিযোগে অন্যায়ভাবে সরকার গ্রেফতার করেছে। তাঁদের কোন দোষ ছিল না। তবে কুরআনুল কারীম বলছে, তাঁদের একটি দোষ ছিল, সেটি এরকম,

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

'তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলে' *(বুরূজ ৮)*।

'ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব একজন খাঁটি মুসলিম, একনিষ্ঠ আহলেহাদীছ এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের আমীর। তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর দ্বারা তিনি আমাদের মনে স্থায়ীভাবে আসন করে নিয়েছেন। বিশাল জ্ঞানের কারণে তিনি সকলের নিকট সম্মানের পাত্র। তাঁর মনের পরিচ্ছন্নতা, চিন্তার মৌলিকত্ব, মহৎ আদর্শ, হৃদয়ের সরলতা আমাদেরকে তাঁর আনুগত্যে উৎসাহিত করে। আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁকে সম্মান করি এবং ভালবাসি।

যারা বাছ-বিচারহীনভাবে কর্ম সাধন করে, আল্লাহ তাদের চরিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ-

'হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও' *(হুজুরাত ৬)*।

সুতরাং তদন্তহীনভাবে কোন নির্দোষ লোককে গ্রেফতার করলে তা ফাসেকী কাজ হবে। এই কঠিন গরমে যারা ৪ নেতাকে বিনা দোষে কষ্ট দিচ্ছে, তারা কুরআনের ভাষায় যালিম। কারণ নির্দোষ লোককে একমাত্র যালিমই কষ্ট দিতে পারে। কেননা অত্যাচারী কখনও তার চাবুকের দহন বোঝে না। এজন্য এদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট লেঃ জেনারেল হুসাইন মুহাম্মাদ ইরশাদ জেলখানায় থাকাবস্থায় লিখেছিলেন- 'জ্বালা যার জ্বলে তার'।

অত্যাচারী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ

لِلنَّاسِ أٰيَةً وَّأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا أَلِيْمًا-

'নূহের সম্প্রদায় যখন নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম। আর যালিমদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি' *(ফুরক্বান ৩৭)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَلَاتَرْكَنُوْآ إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ-

'ঐ সমস্ত অত্যাচারীদের দিকে তোমরা ঝুঁকবে না। তাহ'লে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে' *(হূদ ১১৩)*।

উপরোক্ত আয়াতটি আমাদের স্বগোত্রীয় ভাইদের উদ্দেশ্যে উপদেশ স্বরূপ উল্লেখ করলাম। কেননা ডঃ গালিব সহ ৪ নেতা ধরা পড়লেন আর তারা আনন্দে লাফালেন। কি চমৎকার আপনাদের আমলিয়াত! এজন্য প্রতারক ও ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُوْرُ-

'যারা অন্যায় কাজের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে' *(ফাত্বির ১০)*।

মহানবী (ছাঃ) বলেন, اَلْخَدِيْعَةُ فِى النَّارِ-

'ধোঁকাবাজ জাহান্নামে যাবে' *(বুখারী ১/২৮ পৃঃ)*।

সুতরাং যারা নিরপরাধ আলেমগণের উপর যুলুম করছেন, তারা অনতিবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে দুনিয়াবী তওবার হালখাতায় পাপের হিসাব মিলিয়ে নিলে আশা করা যায় ঋণ পরিশোধ হ'তে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

'যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(ফুরক্বান ৭০)*।

পরিশেষে বলব, 'রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে'। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'নিশ্চয়ই দুঃখের পরে সুখ রয়েছে' *(আল-ইনশেরাহ ৫)*। আহলেহাদীছ জনগণ একথা বিশ্বাস করেন যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ গালিব একদিন 'গালিব' বা 'বিজয়ী' হবেনই ইনশাআল্লাহ। কবি হাফীয বলেন,

یوسف گم گشته باز آید به کنعان مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور-

'হারানো ইউসুফ পুনরায় কেনানে ফিরে আসবে। দুঃখ কর না। দুঃখের ঘর কোন একদিন ফুল বাগানে পরিণত হবে, দুঃখ কর না' *(দীওয়ানে হাফীয, পৃঃ ১৬৯ বাংলা ছাপা)*।

সরকার বাহাদুরকে পরামর্শ দিচ্ছি ডঃ গালিব সহ ৪ নেতার মুক্তির ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণই আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে। কবির ভাষায়-

'আসিতেছে শুভদিন-
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা
শুধতে হইবে ঋণ'।

সুতরাং আসুন! সবাই মিলে তওবার মাধ্যমে 'হালখাতা' করে শুধরে নেই পাপের ঋণ। আল্লাহ তা'আলাই সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল।

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে) রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮. ইসলামিয়া লাইব্রেরী(সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৭. সাঝের মায়া, লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।
৮. আযাদের পত্রিকার দোকান, গনকপাড়া, রাজশাহী।
৯. পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

মানবতা

কোন মানুষের মধ্যে সৎগুণের সমাবেশ ঘটলে মানুষ তাকে শ্রদ্ধাভরে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। আবার কোন মানুষের স্বভাব-চরিত্র যদি খারাপ হয়, মানুষ তার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় এবং তাকে এড়িয়ে চলে। মানবীয় গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে যেমন মানুষের প্রতি দয়া-মায়া, স্নেহ-ভালবাসা এসব সৎগুণের বাস্তবায়ন করতে দেখা যায়। তেমনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীর প্রতিও তার সে সব গুণের ঘাটতি থাকে না।

কুকুর অতি প্রভুভক্ত প্রাণী। এরা অল্পে তুষ্ট থাকে। অনেকেই বাড়ী পাহারার নিমিত্ত কুকুর পালন করে থাকে এবং পালিত কুকুরের একটি নামও দেওয়া হয়ে থাকে। মালিক গভীর রাত্রিতে কিছু দূর গিয়ে তার নাম ধরে ডাক দিলে, ডাক শোনামাত্র সে ছুটে আসে। কুকুর থাকা বাড়ীটা অনেকটা নিরাপদে থাকে।

কুকুরের প্রভুভক্তি ও বুদ্ধিমত্তার বিবরণে একটি বিদেশী কাহিনীর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হ'লঃ রাশিয়ার কোন একটি শহরের বিনোদন হোটেলের ষ্টোরকীপার কোরৎকভ। হোটেলের বারান্দায় ভোর থেকে একটি কুকুরীকে নিয়মিত দেখা যায়। কুকুরীটি রাত্রিবেলা কোথায় ঘুমায় তার ঠিকানা কারো জানা নেই এবং জানার দরকারও কেউ মনে করে না। চিত্ত-বিনোদন নিমিত্ত আগমনকারী বিভিন্ন দল বা ব্যক্তি একে বিভিন্ন নামে ডাকে। শেষে 'লেডী' নামটি স্থায়ী হয়ে যায়।

সকালের নাস্তার পরই ব্যস্ততা বেশী লেডীর। অনেককে নিয়ে যেতে হয় পাইক লেকে। সেখানে কেউ না কেউ নির্ঘাত একটা লাঠি ছুঁড়ে ফেলবে পানিতে এবং বলবে, 'ওটা আন'। লেডী ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্রদের পানিতে, সামনের দু'টা পা দিয়ে পানি কেটে তর তর করে সাঁতরে গিয়ে নিয়ে আসে ছুঁড়ে দেওয়া বস্তুটা। দিনে কম করে হ'লেও বিশবার তাকে এমন করে ছুঁড়ে দেওয়া বস্তু সাঁতরে আনতে হয়। এতে তার ক্লান্তি নেই। সে অনুভব করে, এতে লোকেরা খুশী হয়।

নবাগত একজন দাঁড়িয়ে আছে গেটের পাশে আর কোরৎকভ তাকে রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সোজা সামনে গিয়ে পাম্প হাউসের কাছে ডান দিকে মোড় ঘুরবেন। তারপর নীল ডাচা ঘুরে খানিকটা উপরে উঠে বাঁ দিকে যেতে হবে। না, আপনি সব গুলিয়ে ফেলবেন মনে হচ্ছে। দাঁড়ান, লেডী আপনাকে নিয়ে যাবে।

'কুকুর কিভাবে জানবে যে আমি পোষ্ট অফিসে যেতে চাই'? বিস্মিত প্রশ্ন লোকটার। ঐ কুকুর সবকিছুই জানে। আপনি শুধু একটি চিঠি হাতে নিয়ে সঠিক পথে রওনা হন। লেডী ঠিক বুঝে নিবে, আপনাকে পোষ্ট অফিসে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এ কোরৎকভ ও লেডীর মধ্যকার সম্পর্কটা দিন দিন খারাপ হয়ে উঠতে থাকে। লেডীর খাবার পাত্রটা রান্না ঘরের পাশে রাখা আছে। বাবুর্চি দিনে দু'বার যাবতীয় উচ্ছিষ্ট এনে সেটা ভর্তি করে দেয়। এছাড়া অনেক আগন্তুক তাকে নিজ খাবার থেকে ভাল ভাল খাবার দেয়। এসব দেখে দেখে কোরৎকভের কলজেটা ছিঁড়ে যায়। কারণ তার শুকরটার জন্য নিয়ে যাওয়ার মত তেমন বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

শরতের এক বিষণ্ন দিনে কোরৎকভ বাবুর্চি ও লেডীকে সঙ্গে নিয়ে আশি কিলোমিটার দূরবর্তী এক শহরে যাওয়ার জন্য ট্রেনে চাপলো। শহরটা লেডীর কাছে মোটেই ভাল লাগল না। সারাক্ষণ সে বাবুর্চির গায়ে গায়ে লেগে রইল। তার রকম-সকম দেখে মনে হ'ল, সে বলছে, তাদের দু'জনেরই এই বিশ্রী জায়গা থেকে সত্বর চলে যাওয়া উচিৎ।

কোরৎকভ তার অসৎ উদ্দেশ্যের কথা কিন্তু বাবুর্চিকে বলেনি। রেল-ষ্টেশনের সম্মুখস্থ চকে এসেই তারা দু'জন আলাদা হয়ে গেল। লেডী যাতে বাবুর্চির সাথে যেতে না পারে, তার জন্য লেডীকে সে ধরে রাখলো কিছুক্ষণ। তারপর কোরৎকভ কোলাহলময় এক মোড়ে এসে আচমকা চলন্ত ট্রামে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল। কোরৎকভকে না দেখতে পেয়ে লেডীর হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। সে ট্রামের পিছনে ছুটতে শুরু করল। বেচারী প্রাণীটার জন্য কিছুটা মায়াও হ'ল কোরৎকভের। মনটা ঘুরেও গিয়েছিল। কিন্তু লেডীর কারণে যে পরিমাণ খাদ্য তাকে হারাতে হচ্ছে, তার কথা মনে পড়তেই আবার নিজকে শক্ত করল সে।

যাত্রীদের একজন উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, বন্ধুরা! আপনাদের কারও কি কুকুর হারিয়েছে? একটা কুকুর ট্রামের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বালক কোরৎকভকে দেখিয়ে বলল, 'কুকুরটা ওনার'। এ কথায় সকল যাত্রীই কোরৎকভের দিকে অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকালো। তীব্র দৃষ্টিতে স্কুল বালকের দিকে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে কোরৎকভ বলল, আদব-কায়দা মোটেও শেখনি।

যানবাহনের ভীড়ে কুকুরটা হারিয়ে গেল। যাত্রীরা সবাই কুকুরটা পিষ্ট হয়ে যাবার আশংকায় চোখ বন্ধ করল। স্কুল বালক কোরৎকভকে বলল, 'ভাগ্যিস কুকুরটা আপনার নয়। নইলে একটি নিরীহ প্রাণীর প্রতি এরূপ আচরণের উপযুক্ত শিক্ষা দিতাম'।

দু'মাস অতীত হয়েছে। পুরাতন আগন্তুকরা লেডী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। কোরৎকভ তাদের মিথ্যা কথা বলে আশ্বস্ত করে। বলে সে অন্য একটা কুকুরের সঙ্গে চলে গেছে। কিন্তু মনে তার বেশ একটা অশান্তি বিরাজ করছিল।

একজন নবাগত এসেছে। কোরৎকভ তাকে পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে দেখে সামনেই লেডী শুয়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, সে নবাগতদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। দেখামাত্র কোরৎকভ চীৎকার করে উঠল, লেডী! লেডী এসে কোরৎকভের গা ছুঁয়ে দাঁড়াল!

❑ *মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং- সন্ন্যাস বাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

চিকিৎসা জগৎ

হার্ট অ্যাটাকের পর হাঁটুন

চিকিৎসকরা হার্ট অ্যাটাকের পরবর্তী সময়ে চিকিৎসা ও বিশ্রামসহ নিয়ন্ত্রিত খাবার-দাবারের পরামর্শ দেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম করারও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু চিকিৎসকরা সাধারণত নির্দেশ মাফিক ব্যায়ামের ধরন এবং মাত্রা ঠিক করেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ব্যায়াম প্রথম দিকে হাঁটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ হাঁটার জন্যই উপদেশ দেওয়া হয়। বলা হয়, কয়েকদিন ধীরে ধীরে হাঁটুন। স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করুন। পরে হাঁটার গতি কমিয়ে দিন। দূরত্ব সীমিত করুন। বিশ্রাম নিন।

হার্ট অ্যাটাকের পর দেহ এবং হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য হাঁটার প্রশিক্ষণ নিতেই হবে। এজন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হৃদরোগীদের জন্য হাঁটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও তৈরী করে ফেলেছেন। কোন জটিলতা ছাড়াই একজন হার্ট অ্যাটাকের রোগী সুস্থ হওয়ার এক সপ্তাহ পরই হাঁটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন। রোগী প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিন ৫ মিনিট স্বাভাবিক হাঁটবেন। পরের ৫ মিনিট একটু দ্রুত হাঁটবেন। আবার পরবর্তী ৫ মিনিট একবারে স্বাভাবিক হাঁটবেন। এভাবে প্রথম সপ্তাহের প্রতিটি দিন ১৫ মিনিট করে একই নিয়মে হাঁটবেন। এভাবে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত একজন হৃদরোগী প্রথম স্বাভাবিক হাঁটা ও দ্বিতীয় বারের স্বাভাবিক হাঁটার সময় ৫ মিনিট করেই রাখবেন। কিন্তু মাঝখানের দ্রুত হাঁটার সময় প্রতি সপ্তাহের জন্য ২ মিনিট করে বাড়িয়ে দিতে হবে। যেমন- প্রথম সপ্তাহে ৫ মিনিট দ্রুত হাঁটতে হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে ৭ মিনিট, তৃতীয় সপ্তাহে ৯ মিনিট, চতুর্থ সপ্তাহে ১১ মিনিট করে বাড়তে বাড়তে ১২তম সপ্তাহে ২৭ মিনিট দ্রুত হাঁটার অভ্যাস করতে হবে। পরে দ্রুত হাঁটার পরিবর্তে জগিং করতে হবে। এভাবে হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী একজন হৃদরোগী হাঁটার অভ্যাসের মাধ্যমেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। এর ফলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধ করবে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। রক্তে চর্বি কোলেস্টেরল কমে আসবে। মাংসপেশি শক্তিশালী হবে। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ওযন নিয়ন্ত্রিত হবে। অনিদ্রা দূর হয়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ফিরে আসবে। তাই হাঁটুন এবং একা হাঁটার চেয়ে বন্ধুদের নিয়ে হাঁটার অভ্যাস করুন। সবাইকে উৎসাহিত করুন।

হার্ট অ্যাটাক-পরবর্তী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

সপ্তাহ	স্বাভাবিক হাঁটা	দ্রুত হাঁটা	স্বাভাবিক হাঁটা	মোট সময়
১ম সপ্তাহ	৫মিনিট	৫ মিনিট	৫ মিনিট	১৫ মিনিট
২য় সপ্তাহ	৫ "	৭ "	৫ "	১৭ "
৩য় সপ্তাহ	৫ "	৯ "	৫ "	১৯ "
৪র্থ সপ্তাহ	৫ "	১১ "	৫ "	২১ "
৫ম সপ্তাহ	৫ "	১৩ "	৫ "	২৩ "
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	৫ "	১৫ "	৫ "	২৫ "
৭ম সপ্তাহ	৫ "	১৭ "	৫ "	২৭ "
৮ম সপ্তাহ	৫ "	১৯ "	৫ "	২৯ "
৯ম সপ্তাহ	৫ "	২১ "	৫ "	৩১ "
১০ম সপ্তাহ	৫ "	২৩ "	৫ "	৩৩ "
১১তম সপ্তাহ	৫ "	২৫ "	৫ "	৩৫ "
১২তম সপ্তাহ	৫ "	২৭ "	৫ "	৩৭ "

আঁশ জাতীয় খাবারের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের জীবন ধারণের জন্য শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি আমাদের ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য থেকে উৎপাদিত হয়। শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির প্রায় ৬০ ভাগ আসে শর্করা জাতীয় খাবার থেকে অর্থাৎ ভাত, রুটি, নুডলস ইত্যাদি। শক্তির বাকী অংশের সিংহভাগ আসে স্নেহ জাতীয় খাবার যেমন মাংসের চর্বি, ঘি, মাখন, পনির ইত্যাদি থেকে। আমিষ জাতীয় খাবার শরীরের কাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত হয় এবং প্রায় ১০ ভাগ শক্তি তৈরী করে। আবার এইসব শক্তি তৈরীর বিক্রিয়ায় পানি, লবণ জাতীয় খাবার, ভিটামিন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এই ধরনের খাবারের বাহিরে আরেক রকম খাবার আছে যা আঁশজাতীয় খাবার বা ফাইবার হিসাবে পরিচিত। আঁশজাতীয় খাবারের (Fibre) উৎস হ'ল গাছপালা এবং উহা মানব শরীরের অন্ত্রে হজম হয় না। এই আঁশজাতীয় খাবার আবার দু'ধরনের (১) অদ্রবণীয় ফাইবার যার উৎস হ'ল গমের খোসা, ব্রেন এবং ইহা বৃহদন্ত্রের কার্য সম্পাদনের সহায়তা করে থাকে (২) দ্রবণীয় ফাইবারের উৎস হ'ল ফলমূল, জোয়ার ও তৃণগুল্মের উপর।

অদ্রবণীয় আঁশজাতীয় খাবারে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, বৃহদন্ত্রের রোগ যেমন ডাইভারকুলাইটিস ও ক্যান্সারের প্রকোপ কমে যায়। এই ধরনের খাবারের ফলে পাকস্থলীর ক্রিয়া ধীরগতি হয়, খাবারের পর সন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়, রক্তে গ্লুকোজ ও কোলেষ্টেরল মাত্রা কমে যায়।

আমাদের দৈনন্দিন খাবারে ১৫-২০ গ্রাম আঁশজাতীয় খাবার খাওয়া উচিত। দ্রবণীয় আঁশজাতীয় খাবারের ব্যবহারের ফলে (জোয়ার, খাবারের খোসা, সিলিয়াস) রক্তের খারাপ কোলেষ্টেরলের মাত্রা (LDL) প্রায় ৫ ভাগ কমে যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের খাবারে আঁশজাতীয় খাবারের আধিক্য থাকা উচিত। এই ধরনের খাবারের ফলে রোগীর গ্লুকোজের মাত্রা কিছুটা কমে আসে। রক্তে কোলেষ্টেরলের মাত্রাও প্রায় ৫ ভাগ কমে যায়। দ্রবণীয় আঁশজাতীয় খাবার খাওয়ার ফলে রোগীর রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণের ভিতর থাকে। আঁশজাতীয় খাবার খাওয়ার ফলে ক্যান্সার জাতীয় অসুখের প্রকোপ কমে যায়। অন্ত্রের ভিতরের টিউমার যেমন এডিনোমার প্রকোপও বেশ কমে আসে।

আইবিএস রোগীদের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে দৈনিক অধিক আঁশজাতীয় খাবার (দৈনিক ২০-৩০ গ্রাম) ব্যবহার করলে রোগীর অন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে আসে।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

আশ্বিন মাস কলা চাষের উপযুক্ত সময়

রুয়ে কলা না কেটো পাত॥ তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥

কলা সম্পর্কে এই প্রবাদ শহুরে মানুষের মনে না থাকলেও এখনো গ্রামের লোকজন এমনটাই মনে করেন যে, বাড়ির আঙ্গিনায় অন্তত কয়েকটি কলাগাছ থাকলে ভাত-কাপড়ের কিছুটা ব্যবস্থা করা যায়। এতকাল প্রচলিত বিশ্বাসে-অভিজ্ঞতায় আমাদের ধারণা ছিল যে, সারা বছর কলা চাষ করা যায়। কিন্তু কলা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আশ্বিন মাসে কলার চারা রোপণ করলে সবচেয়ে ভাল উৎপাদন হয় এবং দামও পাওয়া যায় ভাল।

কলার প্রকারভেদঃ কলা বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে অন্তত ৪৫ থেকে ৫০ জাতের কলা চাষ হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাত হ'ল- অমৃতসাগর, সবরি, কবরী, চাঁপা, মেহের সাগর, কাবুলি, এঁটে বা বিঁচি কলা, আনাজি কলা ইত্যাদি।

উত্তম জাতের চারাঃ কলার চারা হয় দু'রকম। অসি চারা ও পানি চারা। অসির পাতা চিকন, গোড়ার দিক মোটা ও সবল। আর পানি চারার পাতা চওড়া, কাণ্ড চিকন ও দুর্বল। এ দু'ধরনের মধ্যে অসি চারা লাগানোই ভাল।

মাটিঃ যথেষ্ট পরিমাণ রস আছে এমন ধরনের মাটি কলা চাষের জন্য ভাল। তবে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায় এমন দো-আঁশ এবং বেলে দো-আঁশ মাটি কলা চাষের জন্য উপযুক্ত।

চারা রোপণঃ চারা রোপণের আগে ২০ ইঞ্চি চওড়া ও ২০ ইঞ্চি গভীর করে মাদা তৈরী করতে হবে। এক মাদা থেকে অপর মাদার দূরত্ব রাখতে হবে ২ থেকে আড়াই মিটার। রোপণের পাঁচ থেকে সাত দিন আগে মাদাপ্রতি গোবর সার ৫ কেজি, ৫০০ গ্রাম খৈল, ১২৫ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম পটাশ, ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে এবং চারা রোপণের দেড় থেকে দু'মাস পরপর মোট তিন কিস্তিতে গাছ প্রতি ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম পটাশ সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, চারা লাগানোর সময় চারার গোড়ার কাটা অংশ যেন দক্ষিণে থাকে তাহ'লে কলার কাদি উত্তরে হবে। ভাল ফলন পাওয়ার জন্য কলা ক্ষেতে আগাছা দেখামাত্র তুলে ফেলতে হবে। গাছের গোড়ায় যেসব চারা বের হবে এদের মধ্যে একটি অসি চারা রেখে সবগুলি কেটে ফেলতে হবে। সবকিছু ঠিকঠাক মত হ'লে গাছ প্রতি ২০ কেজি আর হেক্টর প্রতি ৪০ টন পর্যন্ত কলা পাওয়া যায়।

কলা ক্ষেতের রোগবালাইঃ

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকাঃ কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা দিনের বেলা পাতার গোড়ায় লুকিয়ে থাকে এবং রাতে বের হয়ে কলার কচি পাতার সবুজ অংশের রস চুষে খায়। ফলে অসংখ্য দাগের সৃষ্টি হয়। কলা বের হওয়ার সময় হ'লে পোকা মোচার মধ্যে ঢুকে কচি কলার রস চুষে খায়। ফলে কলার গায়ে বসন্ত রোগের দাগের মত দাগ হয়। এ পোকা দমনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

☐ *পোকা আক্রান্ত মাঠে বার বার কলা চাষ না করা।*

☐ কলার মোচা বের হওয়ার সময় পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

☐ প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম সেভিন, ৮৫৬ ব্লিউপি অথবা ম্যালথিয়ন অথবা লিবাসিড ৫০ ইসি ২ মি.মি. মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর গাছের পাতার গোড়ায় ছিটাতে হবে।

পানামা রোগঃ এটি একটি ছত্রাক জাতীয় মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয়ে যায় এবং পরে কচি পাতাও হলুদ রঙ ধারণ করে। পরে পাতা বোঁটার কাছে ভেঙ্গে গাছের চারদিকে ঝুলে থাকে এবং মরে যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কচি পাতাটি গাছের মাথায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে গাছ মরে যায়। কোন কোন সময় গাছ লম্বালম্বিভাবে ফেটেও যায়। এ রোগ দমনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

☐ আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

☐ আক্রান্ত গাছের শাখার চারা হিসাবে ব্যবহার না করা।

☐ পানামা রোগ প্রতিরোধকারী চাম্পাজাত ব্যবহার করা।

বানচি-টপ ভাইরাস রোগঃ এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতা আকারে খাটো, অপ্রশস্ত এবং উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনারা উপরের দিকে বাঁকানো এবং সামান্য হলুদ রঙের হয়। অনেক সময় পাতার মধ্যশিরা ও বোঁটার ঘন সবুজ দাগ দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত গাছে কোন সময় মোচা আসে না। নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ রোগ দমনে রাখা যায়।

☐ ভাইরাস বহনকারী এফিড দমনে রগর বা সুমিথয়ন (২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

☐ আক্রান্ত গাছ গোড়া সহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

☐ বানচি-টপ রোগ প্রতিরোধকারী চাম্পাজাত ব্যবহার করা।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

দ্বীনের পথে

- আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, বাঁকড়া
চারঘাট, রাজশাহী।

দ্বীনের পথে চলতে গেলে
বলতে গেলে দ্বীনের কথা
আসবে বাধা পাহাড় সমান
এ দুনিয়ার যথাতথা।
অত্যাচারীর অত্যাচার আর
যালিম শাহীর যুলুম কত
এই জীবনের চলার পথে
আসবে হেথায় অবিরত।
বিশ্ব জুড়ে আছে কতই
ফের'আউন আর হামান কারূণ
এরা সবাই দ্বীনের পথে
আসবে হয়ে বাধা দারুণ।
এদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদ
ক্বিয়ামত তক রইবে জারী
এরই মাঝে লুকিয়ে আছে
মুমিন বান্দার ঈমানদারী।
এই পথই তো নাজাতের পথ
পথের শেষে জান্নাত আছে
এই পথেই তো সকল মুমিন
পৌঁছবে গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে।
কত আবু জাহল আবু লাহাব
দিবে বাধা করবে লড়াই
আল্লাহ্‌র সেনা মুসলিম যারা
সেই ভয়ে কি কভু ডরায়?
এই পথেরই মোড়ে মোড়ে
আছে ইবলীস শয়তান বসে
ধোঁকা দিয়ে ভ্রান্ত পথে
ছাড়বে নিয়ে অবশেষে।
ধৈর্যের সাথে করে লড়াই
চলতে হবে আল্লাহ্‌র পথে
সত্য পথের বাধা-ঝঞ্ঝাট
সরিয়ে দিয়ে শক্ত হাতে।
নবী-রাসূল এই পথেই তো
জান-মাল সব বিলিয়ে ছিলেন
স্ত্রী-পুত্র আল্লাহ্‌র হাতে
সঁপে দিয়ে শহীদ হ'লেন।
কত ছাহাবাও শহীদ হ'লেন
এই পথেতে চলতে গিয়ে
দ্বীনের পথে হকের কথা
স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে।
দু'দিনের এই দুনিয়াদারী
মিছে মায়ার বসুন্ধরা
বিভব রতন সকল কিছু
তুচ্ছ করে গেছেন তারা।
সেই পথেরই পথিক মোরা
চলব সে পথ লক্ষ্য করে
মরণ বরণ যন্ত্রণাকে
সইব শত ধৈর্য ধরে।

সন্ত্রাস

-মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম
চাঁদপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

সন্ত্রাসী চাঁদাবাজে
ভরে গেছে দেশ,
এদেশের সম্মান
এবারেই শেষ॥
দিনে দিনে অপরাধী
হইতেছে চাঙ্গা,
এদেশের সম্মান
দিবে তারা ঠেংগা॥
এদেশে কি কেউ নেই
প্রতিবাদ করতে,
সন্ত্রাস মুক্ত
ভাল দেশ গড়তে॥
এদেশেতো সবই আছে
কোন কিছুর নেই অভাব,
তবে কেন অপরাধীর
দেও না কেউ জবাব॥
কেউটার ছোবলে
করিও না হেলা,
বড় হ'লে বুঝবে
ছোবলের জ্বালা॥

রামাযান এলো

-মাস'উদা সুলতানা রূমী
বাঙ্গাবাড়িয়া, নওগাঁ।

রামাযান এলো পয়গাম নিয়ে
পূর্ণতা আর সফলতার,
রামাযান এলো ঘরে ঘরে আজ
মুছে দিতে গ্লানি ব্যর্থতার।
মাহে রামাযানের প্রতীক্ষায় ছিলাম
একটি বছর ধরে,
কল্যাণ আর নেকীর সওদা
এনেছে সাজিয়ে থরে থরে।
সারা বছরের পাপের কালিমা
দূর হয়ে গেছে সব,
শয়তানী শক্তি শৃংখলিত আজ
মেনেছে পরাভব।
ছওয়াবের মৌসুম এই রামাযান
যে দিক পানে চাই,
পবিত্রতার জোয়ার দেখে
মুগ্ধ হয়ে যাই।
ঝগড়া-ফাসাদ দুর্নীতি
মিথ্যা কথা ও কাজ,
দূর হয়ে যাবে এই রামাযানে
নিষ্কলুষ হবে সমাজ।
পাপী-তাপী যত অভাজন
এই রামাযানে পাবে ক্ষমা,
পাপ কালিমা দূর হয়ে যাবে
পুণ্য হবে জমা।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১। বাদুড় ২। অক্টোপাস ৩। গরুর
৪। উড়ুক্কু নামক এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ ৫। হরিণ।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ পরিচিতি)-এর সঠিক উত্তর

১। আফ্রিকা ২। বাহরাইন ৩। জেরুজালেম
৪। ফিনল্যাণ্ড ৫। পামির মালভূমি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)

১। যদি A-এর পিতা B-এর ছেলে হয়, তবে A এবং B-এর মধ্যে সম্পর্ক কি?
২। "E" ইংরেজী ভাষার কোন অক্ষর?
৩। $, Re, এই চিহ্নগুলি দ্বারা কি বুঝায়?
৪। "2+3+4+2" এই সংখ্যাগুলি দ্বারা তোমার ও আমার ভালবাসার সম্পর্ক নির্ণয় কর।
৫। "IS" এই দু'টি অক্ষরের মধ্যবর্তী অক্ষরটি কি?

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশের বড় বিমানবন্দর কোনটি?
২। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ কোনটি?
৩। বাংলাদেশের বড় রেল সেতু কোনটি?
৪। বাংলাদেশের বড় রেলস্টেশন কোনটি?
৫। বাংলাদেশের বড় মসজিদ কোনটি?

আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৪ আগষ্ট বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। আরো উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ।

প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক বর্তমান পরিস্থিতিতে সোনামণিদেরকে দেশ ও জাতির সেবায় সার্বিকভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। কুরআন তিলাওয়াত করে হাফেয ছাদীকুর রহমান।

চলবে না আর অবিচার

-আবু রায়হান বিন আব্দুর রহমান
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

এই সমাজে তোমরা যারা
ধনী মানুষ আছ।
আকাশছোঁয়া হর্ম্যে
যারা বসে থাক।
খাওয়া আর পরতে পেয়ে
মহা সুখে আছ।
আমাদের কথা তোমরা
একটুও কি ভাব?
আমরা কত কষ্ট করি,
ক্ষুধার জ্বালায় মরি,
রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে
সারাটি দিন খাটি।
সারা বেলা চলে মোদের
লাঙ্গল দিয়ে খেলা।
কাজে-কর্মে করি না ভাই
কোনই অবহেলা।
সোনালী ফসল ফলাই মোরা
মাটির বুক চিরে
সেই ফসল খেয়ে তোমরা
থাক সোনার নীড়ে।
এত কষ্ট করি মোরা
তোমাদেরই তরে
তবু কেন সমাদর
পাই না মোরা সবে।
এসব দেখেও কেমনে থাক
আকাশছোঁয়া ঐ নীড়ে
এই অনাচার চলবে বল
আর কত কাল ধরে?
আমরা মানুষ মোদেরও আছে বাঁচার অধিকার
চলবে না আর এই দেশেতে কোনই অবিচার।

***

মা

-সোহেল রানা (৩য় শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

মা কথাটি মিষ্টি মধুর
মা কথাটি ভুলব না।
মায়ের আদেশ মানব সদা
মাকে কভু ছাড়ব না॥
যদি কখনও দোষ করি
আমার মার কাছে।
তবুও মা আদর করে
ডেকে নেয় তার কাছে॥
যদি কেউ রাগ করে
বলে মোরে বাঁদর
মা তখন কোলে তুলে
করেন অনেক আদর॥

***

Contents

জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত
প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তব্য সমূহের অংশবিশেষ

(অডিও সিডি থেকে সংকলিত ও সংক্ষেপায়িত)

১. যেলা সম্মেলন, সাতক্ষীরা; স্থানঃ চিলড্রেন পার্ক, ২৫ মে ১৯৯৮ঃ

'আপনারা বলুন! বোমাবাজির রাস্তা কি কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জায়েয আছে? বলুন! কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা কি জায়েয আছে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মান হামালা আলাইনাস সিলা-হ ফালাইসা মিন্না' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মুসলমানের বক্ষ লক্ষ্য করে অস্ত্র উত্তোলন করল, সে মুসলমানের দলভুক্ত থাকল না'। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'আল-কাতেলু ওয়াল-মাকতূলু ফিলা-হুমা ফিন-নার' অর্থাৎ 'হত্যাকারী এবং নিহত উভয়ই জাহান্নামী'। অতএব হাদীছ মাওজূদ থাকতে কেমন করে আমি আমার দেশের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করতে পারি? অতএব বুলেটের রাজনীতি এদেশে চলবে না'।

২. তাবলীগী ইজতেমা ২০০২; স্থানঃ নওদাপাড়া, রাজশাহী; তাং ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর এই তাবলীগী ইজতেমা একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে এ কারণে যে, আজকে আমাদেরকে বাংলাদেশের ৪টি জঙ্গীবাদী সংগঠনের অন্যতম সংগঠন হিসাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি বহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। সেটাকেই আবার বাংলাদেশের একটি বাংলা পত্রিকায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়েছে। এ সংখ্যা মাসিক 'আত-তাহরীকে'ও আপনারা সে রিপোর্টটি পাবেন। এ দেশের আড়াই কোটি আহলেহাদীছ জনগণকে জঙ্গীবাদী বলে চিহ্নিত করার পিছনে কাদের যে কি মতলব রয়েছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। আপনারা যারা বসে আছেন, আমরা কি কখনো আপনাদেরকে জঙ্গীবাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি? আমরা কি কখনো আপনাদেরকে সন্ত্রাসী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছি? আমরা কি কখনো আপনাদেরকে সন্ত্রাসী হবার প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাংক লুট, গাড়ী ভাংচুর, ইন্ডিয়াতে গিয়ে কাশ্মীরে দাঙ্গাবাজী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলাম? দুর্ভাগ্য, আজ আমাদের উপরেই এই ব্রেইম দেওয়া হয়েছে।...

রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে-চুরিয়ে যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে আজকাল মানুষের সামনে কিছু সন্ত্রাসবাদী জঙ্গী সংগঠন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আমরা ঐ ধরনের জিহাদে বিশ্বাসী নই।... মানুষের আক্বীদায় যদি পরিবর্তন না আসে, জিহাদ কাকে বলে সে নিজে যদি না বুঝে, মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যদি সে উপলব্ধি না করে, তাহ'লে শুধুমাত্র অস্ত্র দিয়ে একটা মানুষকে বা একটা জাতিকে বা একটা পরিবারকে পরিবর্তন করা কি সম্ভব? কোনদিনই সম্ভব নয়। ... রাজনৈতিক সুবিধা দিয়ে আর অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে, আর সশস্ত্র হুমকি দিয়ে মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। নবীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে মানুষের সামনে আসে নাই। তাঁরা অস্ত্রহীন অবস্থায় এসেছিলেন। তাঁদের দাওয়াত ছিল আক্বীদা পরিবর্তনের দাওয়াত।... অতএব বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাংলাদেশের যমীনে যে কাজ করে যাচ্ছে সেটা নবীদের মৌলিক তরীকার কাজটিই করে যাচ্ছে। আক্বীদা পরিবর্তনের কাজ করে যাচ্ছে।'

৩. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে' কর্তৃক আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০২; স্থানঃ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা; তাং ২৫ মে ২০০২ঃ

'আমাদের যে আন্দোলন চলছে, অন্যরা এটা খুব ভাল চোখে দেখছে এটা মোটেও ভাববেন না।... আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলার যমীনে জোরেসোরে সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে যাক এটা কি অন্যরা পসন্দ করবে? আর সেজন্যই এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার স্বার্থে জিহাদ ও কিতালের শ্লোগান তোলা হয়েছে। যাতে জিহাদের নাম করেই আহলেহাদীছ যুবসংঘের ছেলেদেরকে, আহলেহাদীছের এই তাজা মানুষগুলোকে টান দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আপনাদেরকে ভুলানো হচ্ছে জিহাদের নাম করে। খবরদার! এগুলো জিহাদ নয়, জিহাদের ব্যবসা।... যারা আজ জিহাদ করছে কালকে তারা খেতে পেত না। অথচ আজকে হোন্ডা নিয়ে আর মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অর্থ পাচ্ছে কোথায়?... আপনার মুভমেন্টকে খতম করার জন্য আপনার ঘরেই লোক লাগানো হয়েছে। সাবধান থাকবেন। জিহাদ ও কিতাল যেটাই বলুক না কেন উদ্দেশ্য আপনি, আপনার সংগঠন খতম করা।'

৪. তাবলীগী ইজতেমা ২০০৩; স্থানঃ নওদাপাড়া, রাজশাহী; তাং ১৪ মার্চ ২০০৩ঃ

'আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, আমাদের শ্লোগান 'দাওয়াত ও জিহাদ' শুনে অনেকের মনে ইতিমধ্যেই সন্দেহ হয়ে গেছে যে, এদের হাতে মনে হয় অস্ত্র আছে। হয়তবা বোমা নিয়ে বসে আছেন। আমি এখানে উপস্থিত সকল ভাইকে যাদেরকে আমি চিনি বা চিনি না সবাইকে লক্ষ্য করে বলছি, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কোন রকম সরকার বিরোধী জঙ্গী তৎপরতায় বিশ্বাস করে না।'

৫. প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা; তাং ৫ নভেম্বর ২০০৪ ইংঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কস্মিনকালেও কোন চরমপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাস করে না। এরা কখনোই জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী নয়। এরা কখনোই কোন সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। মানুষকে জবরদস্তি করে, পিটিয়ে হত্যা করে, রাইফেলের ভয় দেখিয়ে, বোমা মেরে কস্মিনকালেও এরা মানুষকে হেদায়েতের দা'ওয়াত দেয় না। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যে তরীকায় মানুষকে আহ্বান করেছেন, সে তরীকায় আমরা মানুষকে আহ্বান করি। মানুষের আক্বীদা পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হয়। কস্মিনকালেও বোমা মেরে মানুষকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই যদি হ'ত তাহ'লে আমেরিকা সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে পারত। কিন্তু পারছে না। কাশ্মীরে বিগত ৫৬ বছর ধরে ভারত বোমা মারছে, কিন্তু কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে কি তারা হিন্দু বানাতে পেরেছে? ১৯০ বছর এই বাংলাদেশে ইংরেজরা শাসন করেছে, ইংরেজরা কি আমাদেরকে ইংরেজ বা খৃষ্টান বানাতে পেরেছে? অতএব বন্ধুরা আমার! আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্পষ্ট বিশ্বাস এই যে, রাসূলের তরীকায় শান্তি। আপনার লেখনি, আপনার বক্তব্য আপনার সংগঠন সবই হবে হক্বের পক্ষে।"

৬. প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা; তাং ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইংঃ

'বন্ধুরা আমার! 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এই বাংলাদেশের বুকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কার কামনা করে। আর সেটা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী আবশ্যক। আল্লাহ্‌র রাসূল যেভাবে মক্কা ও মদীনাতে নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করেছিলেন। যাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ)-এর মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণ, যাদের তুলনীয় ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনোই সৃষ্টি হবে না। দুর্ভাগ্য, ইতিহাস তাঁদেরকেও মিথ্যাবাদী বলেছে।... আজকেও যারা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে নওদাপাড়া মারকাযকে সন্ত্রাসের মারকায বানাচ্ছে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইমারতকে যারা নিকৃষ্টভাবে জঙ্গীবাদের সমর্থক মনে করেছে, মিথ্যা নিঃসন্দেহে একদিন পরাজিত হবে। সত্য অবশ্যই বিজয় লাভ করবে।..

জিহাদ ও জঙ্গীবাদ কখনোই এক নয়। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা কস্মিনকালেও জিহাদ করে না। যারা মানুষ হত্যা করে, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে, মানুষকে টাঙ্গিয়ে পিটায়, অন্যায়ভাবে মানুষের উপর যুলুম করে, তারা কখনো ইসলামের বন্ধু নয়। ওরা ইসলামের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, মানবতার দুশমন।'

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

টপমোস্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সঊদী সরকার অনুমোদিত হাজ্জ এজেন্ট নং- ২১৭)

২০৫/১, শহীদ নজরুল ইসলাম স্মরণী ৩য় তলা, (বিজয় নগর আজীজ কো-অপারেটিভ মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)

ঢাকা-১০০০ ফোনঃ ৭১৬০৭২০, ৭১৬০৭৪৩ ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৭১৬০৭৪৩

E-mail : topincommunication@yahoo.co.in

হাজ্জ প্যাকেজ-২০০৬

আসন্ন হাজ্জ মৌসুমে আমরা দু'টি প্যাকেজ নির্ধারণ করেছি। প্যাকেজ দু'টি নিম্নরূপঃ

১ম প্যাকেজ ঃ ১,৫০,০০০/= (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র	২য় প্যাকেজ ঃ ১,৩০,০০০/= (এক লাখ ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র
এতে থাকবে ঃ ✪ ঢাকা-জেদ্দা সরাসরি বিমান যাতায়াত ✪ আবাসন মক্কায় কাবা এরিয়া থেকে ৩ মিনিটের দূরত্বে ✪ মদীনায় মসজিদে নববী থেকে ৬/৭ মিনিটের দূরত্বে ✪ এসি রুম, রুম সার্ভিস, ফোন, ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা ✪ হজ্জ যাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্মত পুষ্টিকর খাবার ✪ যমযম পানির ব্যবস্থা ✪ দর্শনীয় স্থান যিয়ারত ও ✪ কুরবানী	এতে থাকবে ঃ ✪ ঢাকা-জেদ্দা সরাসরি বিমান যাতায়াত ✪ আবাসন মক্কায় কাবা এরিয়া থেকে ৭/৮ মিনিটের দূরত্বে ✪ মদীনায় মসজিদে নববী থেকে ৭/৮ মিনিটের দূরত্বে ✪ এসি রুম, রুম সার্ভিস, ফোন, ঠাণ্ডা ও গরম পানির ব্যবস্থা ✪ হজ্জ যাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্মত পুষ্টিকর খাবার ✪ যমযম পানির ব্যবস্থা ✪ দর্শনীয় স্থান যিয়ারত ও ✪ কুরবানী

বুকিং এর সময় আট কপি স্ট্যাম্প ও ১৫ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (দু'টি সাদা-কালো) জমা দিতে হবে।
পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি (প্রথম ৩ পাতার) অথবা পুলিশ ক্লিয়ারেন্স জমা দিতে হবে।

১ম ফ্লাইটে হাজ্জে গমনেচ্ছুদের অনতিবিলম্বে যোগাযোগের অনুরোধ করা যাচ্ছে

যোগাযোগঃ মীর মোঃ আব্দুর রৌফ ঃ ০১১-১০৩৩১৬, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহঃ ০১১-০৯০০৮১, মোহাম্মদ মুসলিম খানঃ ০১১-০৬৭৫৩৪, রুহুল কুদ্দুসঃ ০১৭৪-০০৪০১৭, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামঃ ০১৭৬-৩৩৩৬৫১

بسم الله الرحمن الرحيم

মুহাম্মাদী মডেল মাদরাসা, মুহাম্মাদপুর

২১/১, তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

রাজধানী ঢাকার মুহাম্মাদপুরে অবস্থিত মুহাম্মাদী মডেল মাদরাসার জন্য নিম্নবর্ণিত পদে শিক্ষক আবশ্যকঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
০১	অধ্যক্ষ	০১	দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী বিষয়ের উপর অনার্সসহ মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী	শিক্ষকতার ও মাদরাসার প্রশাসনিক কাজে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আরবী, বাংলা ও উর্দুতে অবশ্যই দক্ষ হ'তে হবে। ইংরেজীতে পারদর্শী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কুরআন, হাদীছ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও আমল থাকতে হবে।
০২	সহকারী শিক্ষক (ইসলামী/আরবী)	০২	দাওরায়ে হাদীছ	অভিজ্ঞ প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ইংরেজী, গণিত বিষয়ে অবশ্যই দক্ষ হ'তে হবে। কুরআন, হাদীছ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও আমল থাকতে হবে।
০৩	সহকারী শিক্ষক (জেনারেল সাবজেক্ট)	০২	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট/মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী	অভিজ্ঞ প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ইংরেজী, গণিত বিষয়ে অবশ্যই দক্ষ হ'তে হবে। ইসলামী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হ'তে হবে।

অন্যান্য শর্তাবলীঃ

* প্রার্থীদেরকে অবশ্য সালাফী আক্বীদার অনুসারী হ'তে হবে।
* বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

আগ্রহী প্রার্থীদেরকে নিজের জীবন বৃত্তান্তের সাথে নাগরিকত্বের সনদপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদসহ আগামী ১৭-১১-২০০৫ইং তারিখের মধ্যে স্বশরীরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সার্বিক যোগাযোগ
শহিদুল্লাহ
মুহাম্মাদী মডেল মাদরাসা
২১/১, তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যয় সবচেয়ে বেশী

'অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থায়ন' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের প্রধান ক্রিষ্টিন আই ওয়ালিক বলেছেন, বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ব্যয় সবচেয়ে বেশী। সরকারী খাতে ক্রয়, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন কাজে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি হাযার হাযার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। সুশাসনের অভাবে এসব খাতে ভয়াবহ দুর্নীতি হয়। এ ধরনের দুর্নীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ওয়ালিক বলেন, গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত ২০ হাযার কোটি টাকা ব্যয় করেছে কেবল নির্বাচনী কাজে। এই ব্যয় মোট জিডিপি'র ৫ ভাগ। এ ধরনের ব্যয়ের ফলে দেশটির জনগণের মাথাপিছু ব্যয় করতে হয়েছে ২১ মার্কিন ডলার। অপর হিসাবে বলা হয়েছে যে, এই ব্যয় ৫.৩ ভাগ হারে আয়করের সমান।

সংবিধানের ৫ম সংশোধনী অবৈধ

-হাইকোর্ট

একটি সিনেমা হলের মালিকানাকে কেন্দ্র করে দায়েরকৃত একটি মামলার রায় ঘোষণাকালে গত ২৯ আগষ্ট সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। এর ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিলের মধ্যে জারিকৃত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন আদেশ বাতিল ঘোষিত হয়েছে। তবে সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণের জন্য যে সকল ফরমান জারী করা হয়েছিল সেগুলিকে বাদ দেয়া হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ, ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মুহাম্মাদ ছায়েমের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ এবং ৮ নভেম্বর মেজর জেনারল জিয়াউর রহমানকে উপ-সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দানকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর সামরিক আইনের তৃতীয় ঘোষণাবলে বিচারপতি ছায়েমের স্থলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জেনারেল জিয়া দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হাইকোর্ট ক্ষমতার এই পালাবদলকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছে।

হাইকোর্টের রায়ে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে, সংবিধান হচ্ছে বাংলাদেশের মূল আইন। এতে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগসহ সবকিছুর সংজ্ঞা দেয়া আছে। আদালত, প্রশাসন এবং শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সকলে এই সর্বোচ্চ আইন মেনে চলতে বাধ্য। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এটিএম ফযলে কবীরকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় দেয়। উল্লেখ্য, সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় তা হ'ল-

১. সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' সংযোজন করা হয়। প্রথমে অধ্যাদেশের মাধ্যমে এটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হ'লেও পরে রেফারেণ্ডামের মাধ্যমে তা স্থায়ী রূপ দেয়া হয়।

২. সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে বাঙালী জাতীয়তাবাদের স্থলে দেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিতি লাভ করেন।

৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর আস্থা ও বিশ্বাসকে সকল কর্মের মূল ভিত্তি হিসাবে প্রতিস্থাপন করা হয়।

৪. সমাজতন্ত্র শব্দের ব্যাখ্যায় সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক ১২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের নীতি সংযোজন করা হয়।

৫. এই সংশোধনীতে হাইকোর্ট বিভাগের মৌলিক অধিকার বিষয়ক মূল এখতিয়ার অনেকাংশ ফেরৎ দেয়া হয়।

৬. একদলীয় 'বাকশাল' ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।

৭. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিধান করা হয়।

এদিকে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় ২ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। গত ৩১ আগষ্ট প্রধান বিচারপতি সৈয়দ যিল্লুর রহীম মুদাচ্ছির হোসেনের (জে আর মুদাচ্ছির হোসেন) সভাপতিত্বে গঠিত আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ হাইকোর্টের রায়ের কার্যক্রম ২ মাসের জন্য স্থগিত করে এই সময়ের মধ্যে নিয়মিত লিভ টু আপীল করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে।

ধাবি গ্রুপ তিনটি খাতে একশ' কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে

সংযুক্ত আরব আমীরাতের ধাবি গ্রুপ ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের মধ্যে ১লা সেপ্টেম্বর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ধাবি গ্রুপ বাংলাদেশে একশ' কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। টেলিযোগাযোগ, সেবা ও ওষুধ শিল্পখাতে এ বিনিয়োগ হবে। আগামী তিন মাসের মধ্যে ধাবি গ্রুপ তাদের বিনিয়োগ প্রস্তাব পেশ করবে। ধাবি গ্রুপ প্রথম টেলিযোগাযোগ খাতে ৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। সংযুক্ত আরব আমীরাতের মন্ত্রী ও ধাবি গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ নাহিয়ান মুবারক আন-নাহিয়ান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মোর্শেদ খান এবং জ্বালানি উপদেষ্টা ও বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান মাহমূদুর রহমান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ধাবি গ্রুপের পক্ষে আবুধাবি কনসোর্টিয়ামের সদস্য ওমর জেড আল-আসকারী ও বিনিয়োগ বোর্ডের পক্ষে নির্বাহী পরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। শেখ নাহিয়ান বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তিনটি খাতে বিনিয়োগ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমরা আরও কোন কোন খাতে বিনিয়োগ

করতে পারি তাও পরীক্ষা করে দেখব। বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধি, দাতা সংস্থার চাপ, ব্যাংকগুলিতে বিশাল দেনার দায়, সরকারের ক্রমবর্ধমান ভর্তুকি ইত্যাদি ধকল সামলানোর জন্য আরেক দফা জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করা হ'ল। জ্বালানি মূল্যের সর্বশেষ অবস্থা দাঁড়াল প্রতি লিটার ডিজেল ও কেরোসিন ৩০ টাকা, পেট্রোল ৪২ টাকা, অকটেন ৪৫ টাকা, ফার্নেস অয়েল ১৪ টাকা এবং সাড়ে ১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার ৪৭৫ টাকা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ২২ বার জ্বালানি মূল্য পুনর্বিন্যাস করা হ'ল। এর মধ্যে বাড়ানো হ'ল ১৮ বার। বিএনপি তার ১৪ বছর শাসনামলে এবার নিয়ে দাম বাড়াল ৯ বার। আওয়ামী লীগ ৯ বছর শাসনামলে জ্বালানির দাম বাড়িয়েছে ৬ বার। তবে বিএনপি দু'বার তেলের দাম কমিয়েছিল। জাতীয় পার্টির আমলে তিন দফা বাড়িয়ে দু'দফা কমানো হয়েছিল। আরো উল্লেখ্য, দেশে প্রতি বছর ২০ লাখ টন ডিজেল ও ১ লাখ ৪৫ হাযার টন পেট্রোল ও অকটেন ব্যবহৃত হয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, প্রতি লিটার ডিজেল ৩৫ টাকা করা হ'লে অর্থনীতির জন্য মোটামুটি সুখকর হ'ত। কিন্তু সরকার জনসাধারণের কথা বিবেচনা করে দাম এতটা বাড়ায়নি।

সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন

গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বিতর্কিত দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটি। এই সাপ্তাহিক ছুটি নিয়ে দেশের মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ বলছেন, বাংলাদেশের মত দেশে দু'দিন ছুটির আদৌ প্রয়োজন নেই। একদল বলছেন, শুক্র, শনি ছুটি হ'লে বহির্বিশ্ব হ'তে বাংলাদেশ ৩ দিন বিচ্ছিন্ন থাকবে। কেউ কেউ শুক্রবারের বদলে রবিবার ছুটি চাইছেন। তবে দেশের অধিকাংশ মানুষ শুক্রবার ছুটির পক্ষে।

সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী এখন রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার বেলা ১-টা হ'তে দেড়টা বিরতি সহ সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত অফিস সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি। যেসব অফিস ও প্রতিষ্ঠানে ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী কাজ করা হয় সেসব স্থানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সময়সূচী নির্ধারণ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল ব্যাংকে দু'দিন ছুটি ঘোষণা করেছে। তবে প্রয়োজনানুসারে বিশেষ শাখাগুলি খোলা থাকবে। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট এর আওতাধীন সব কোর্টে শুক্র ও শনিবার ছুটি থাকবে। দেশের সকল সরকারী হাসপাতালে শুধু শুক্রবার ছুটি থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচলিত সাপ্তাহিক ছুটি ও সময়সূচী বহাল থাকবে। ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরি আইন ও একই সালের দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইনের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। এসব প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটিসহ সময়সূচী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে।

নাইকোর বিরুদ্ধে মামলা

সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ডের আগুনে স্থানীয় জনগণের জানমালের বিপুল ক্ষতি হওয়ায় নাইকোর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার অভিযোগে বলা হয়, কোন প্রকার পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু করায় আগুনের এই ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটে। ঢাকার সিএমএম আদালতে গত ৩ সেপ্টেম্বর জনৈক বাহদুর ইসলাম ইমতিয়াজ বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। এতে নাইকো রিসোর্স লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান এডওয়ার্ড এস স্যামসন, চীফ অপারেটিভ অফিসার ও নাইকো রিসোর্স বাংলাদেশ-এর সভাপতিকে বিবাদী করা হয়। অভিযোগের বিষয়বস্তু সিএমএম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহিল বাকী এ ব্যাপারে কোন আদেশ না দিয়ে মামলাটি নথিভুক্ত করেন।

টেংরাটিলায় ক্ষতির পরিমাণ ১৫ হাযার কোটি টাকা

টেংরাটিলায় আগুন নিয়ে সরকার গঠিত তামীম কমিটির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব প্রত্যাখ্যান করেছে গ্যাস-তেল-কয়লা বিষয়ক নাগরিক কমিশন। ছাতকের টেংরাটিলার গ্যাসক্ষেত্র সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে এসে কমিশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, টেংরাটিলায় আগুন এখনও নেভেনি। এ গ্যাসক্ষেত্রের চারপাশে বিভিন্ন স্থান থেকে আগুন জ্বলছে। গ্যাস পুড়ছে এবং গ্যাস সংলগ্ন হাওরের পানিতে গ্যাস উঠে আসছে বুদবুদ আকারে। গত ২৪ জুন এ গ্যাসক্ষেত্রে আগুন লাগার কারণে গ্যাস সংক্রান্ত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫ হাযার কোটি টাকা। সরকার গঠিত তামীম কমিটি নাইকোর সাথে যোগসাজশে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত অবস্থা এড়িয়ে গেছে। গ্যাসের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব সংক্রান্ত তামীম কমিটির তথ্য হাস্যকর। নাইকোর সাথে যোগসাজশে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ক্ষতির সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করে সেই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে নাইকোর বিরুদ্ধে মামলা করার দাবী জানিয়েছে গ্যাস-তেল-কয়লা বিষয়ক নাগরিক কমিটি। গত ৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কমিটির পক্ষ থেকে এ দাবী জানানো হয়।

খাদ্যে ভেজালের শাস্তি ৩ বছরের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা জরিমানা

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য সামগ্রী বিপনন রোধে 'ফুড কোর্ট' স্থাপন এবং সর্বোচ্চ শাস্তি ২ লাখ টাকা জরিমানা ও ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করে গত ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে 'দি বাংলাদেশ পিওর ফুড (সংশোধন) বিল-২০০৫' পাস করা হয়েছে। বিলে খাদ্যে ভেজাল রোধে কর্তব্যরত ব্যক্তিকে ব্যবসায়ী বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে প্রবেশে বাধা প্রদানের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ৩ লাখ টাকা জরিমানা ও ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করা হয়েছে।

বিলে সরকারকে নিরাপদ খাদ্য ও এর মান এবং গুণ নিশ্চিতের ব্যাপারে নীতি ও কৌশল নির্ধারণে জাতীয় খাদ্য পরামর্শক

কাউন্সিল গঠনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বিলে যেলা এবং মহানগরে এক বা একাধিক 'পিওর ফুড কোর্ট' স্থাপন করে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যে হুমকি সৃষ্টিকারী অসাধু ব্যবসায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করার বিধান করা হয়েছে।

বিলে ভেজাল খাদ্য উৎপাদন, বিক্রি, ফর্মালিন ব্যবহার, বিষাক্ত খাদ্য, রঙ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, রোগাক্রান্ত পশু-পাখি বিক্রি, নকল লেভেল ব্যবহার অথবা ভুয়া বিজ্ঞাপন প্রদানের অপরাধের কঠিন শাস্তির বিধান করা হয়েছে। এসব অপরাধে প্রথম পর্যায়ে সর্বনিম্ন ৫ হাযার টাকা জরিমানা ও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫০ হাযার টাকা জরিমানা ও ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদানের বিধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বের আইনে সর্বনিম্ন ২শ' টাকা জরিমানা অথবা ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫ হাযার টাকা জরিমানা ও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এ ধরনের অপরাধে পূর্বের আইনে সর্বোচ্চ ৪ হাযার টাকা ও ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের স্থলে নতুন বিলে ২ লাখ টাকা জরিমানা ও ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করা হয়েছে।

৭২ ভাগ দুর্নীতির সাথে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত

দেশে গত বছর ৩৭০টি দুর্নীতির ঘটনায় ৪১৩ কোটি ৯ লাখ ১৬ হাযার টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এ সময় সারাদেশে ১ হাযার ৭শ' ৫৪টি দুর্নীতির ঘটনা ঘটলেও বাকী ঘটনাগুলির ফলে ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এ সময়ে পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার ও যোগাযোগ খাতে সর্বাধিক দুর্নীতি হয়েছে। যোগাযোগ খাতে দুর্নীতির ফলে সর্বোচ্চ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৯৭ কোটি ৮২ লাখ ৩০ হাযার টাকা।

এ সময়ে সংঘঠিত দুর্নীতির প্রায় তিন-চতুর্থাংশের (৭১.৯%) সাথে প্রাথমিকভাবে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত ছিলেন। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি)-এর করাপশন ডেটাবেজ ২০০৪-এ একথা বলা হয়েছে।

ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, সবচেয়ে বড় উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ দারিদ্র দূরীকরণে এ পর্যন্ত বহু পদক্ষেপই নেয়া হয়েছে। কিন্তু সুশাসনের অভাব ও দুর্নীতির দুষ্টচক্রে তা কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি বাড়ছে এবং দক্ষতা কমছে। একচ্ছত্র ক্ষমতা, মর্জিমাফিক ক্ষমতা, জবাবদিহিতার অভাব ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া দুর্নীতি বিস্তারের অন্যতম কারণ।

এইচএসসি, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পাশের হারে এযাবৎকালের রেকর্ড সৃষ্টি করে ২০০৫ সালের এইচএসসি, আলিম, ফাযিল, কামিল, এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার ফলাফল গত ২৭ সেপ্টেম্বর সারাদেশে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। গত মে-জুন মাসে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় ৯টি শিক্ষা বোর্ডের গড় পাসের হার ৫৯.৭৪ ভাগ। গত বছর এই পাসের হার ছিল ৪৭.৮৬ ভাগ এবং তার আগের বছর ৩৮.৫৯ ভাগ। ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, বরিশাল, সিলেট, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে সর্বমোট ৪ লাখ ৮৮ হাযার ৯১০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়ে এবার পাস করেছে মোট ২ লাখ ৯২ হাযার ৭৩ জন। ছাত্রদের পাসের হার শতকরা ৬০.৮৩ ভাগ এবং ছাত্রীদের ৫৮.১২ ভাগ। ৯টি শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে সর্বমোট ৫ হাযার ৫৩৪ জন। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩ হাযার ৪৭ জন এবং তার আগের বছর মাত্র ২০ জন।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড এবার পাসের হারের দিক থেকে অন্য সকল বোর্ডকে ছাড়িয়ে শীর্ষস্থান দখল এবং রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। রাজশাহী বোর্ডের পাসের হার এবার শতকরা ৬৫.৯৩ ভাগ। যশোর শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৬৩.৭০ ভাগ, বরিশাল বোর্ডের ৬২.৪৮ ভাগ, কুমিল্লা বোর্ডের ৬০.০৬, চট্টগ্রামের ৫৫.০৫ ভাগ, ঢাকা বোর্ডের ৫৩.৫২ ভাগ এবং সিলেট বোর্ডের ৪৪.৪০ ভাগ।

অপরদিকে মাদরাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষার পাসের হার ৬৪.৭৪। আগের দু'বছরে এটি ছিল যথাক্রমে ৪১.৪০ ও ৩৯.৮৯। আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষায় পাসের হার এ বছর ৫৯.৯৮ ভাগ। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সারাদেশের ডিপ্লোমা ইন কমার্স (বিজনেস ষ্টাডিজ) পরীক্ষায় এবার পাসের হার শতকরা ৫৬.৩৯ ভাগ।

আলিম পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ২৩ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ১৯ জন, ছাত্রী ৪ জন। জিপিএ-৪ পেয়েছে ১ হাযার ১৪৫ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১ হাযার ২৩ জন এবং ছাত্রী ১২২ জন। ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত আলিম, ফাযিল ও কামিলের ফলাফলে গড় পাসের হার ৬৪.৭৪। ছাত্রদের পাসের হার ৬৫.৮৯, ছাত্রীদের পাসের হার ৬১.৫৩। কামিলের সকল বিভাগের গড় পাসের হার ৯০.৮৪। ছাত্রদের পাসের হার ৯১.৬৫, ছাত্রীদের পাসের হার ৮২.০৮। কামিলের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৭১৭ জন। পাস করেছে ৭০১০ জন। ফাযিলের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৯৫৬১ জন। পাস করেছে ১৩১৫২ জন। আলিমের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৭১৯৭ জন। পাস করেছে ৩০৫৫৫ জন।

৮ মাসে পবিত্র কুরআনের হাফেয!

নয় বছরের শিশু রূহুল আমীন সরকার মাত্র ৮ মাসে পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার হাফেয হয়েছে। কুমিল্লা যেলার দেবিদ্বার থানার তুলাগাঁও গ্রামের আব্দুল করীম সরকারের ছেলে ও ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানার দোলেশ্বর ইসলামিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসার ছাত্র রূহুল আমীন এত স্বল্প সময়ে কুরআন হেফয করে এই বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। সে সকলের দো'আ প্রার্থী।

বোমা হামলার সাথে ডঃ গালিব জড়িত নন

-স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

গত ২৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাজশাহী যেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা শেষে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুযযামান বাবর সাংবাদিকদের বলেন, বোমা হামলায় ডঃ গালিবের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই এবং তাদের সংগঠন 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) ও 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' (জেএমজেবি) ১৭ আগষ্টের বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, আব্দুর রহমান, বাংলা ভাই ও তাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে সারাদেশে একের পর এক কঠিন চার্জশিট দেয়া হবে। তা না হ'লে অনেকে বোমা হামলার দায় থেকে খালাস পেয়ে যাবে।

বিদেশ

২০০৪ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সমরাস্ত্র ক্রয় করেছে ভারত

গত বছর বিশ্বে প্রচলিত সমরাস্ত্র ক্রয়ে ভারত অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ২০০৪ সালে ভারত বিভিন্ন দেশ থেকে ৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার বা ৩৭ হাযার ৬ শ' কোটি টাকার সমরাস্ত্র ক্রয় করেছে। অপরদিকে সমরাস্ত্র হস্তান্তর ও সরবরাহের ক্ষেত্রে রফতানীকারক দেশের মধ্যে শীর্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উক্ত বছরে যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে সমরাস্ত্র হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪৫ হাযার ৫শ' কোটি টাকার। একই সাথে সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছে ৯ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার বা ৬৩ হাযার ৩৬০ কোটি টাকার। মার্কিন কংগ্রেসের এক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসনাল রিচার্স সার্ভিস প্রণীত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গত আট বছর যাবত পৃথিবীতে সমরাস্ত্র বিক্রয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে এবং সবচেয়ে বেশী অস্ত্র ক্রয় করেছে চীন। এর পরেই প্রতিযোগিতায় ছিল ভারত। তবে গত বছর ভারত চীনকে পিছনে ফেলে দেয়। ঐ বছর ভারতের ৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের প্রচলিত সমরাস্ত্র ক্রয়ের বিপরীতে সঊদী আরব ক্রয় করে ২ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র ও ২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র ক্রয় করে চীন তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

মায়ানমারে মুসলমানদের বিয়ে-শাদী নিষিদ্ধ

মায়ানমার সরকার মুসলমানদের বিয়ে করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। এর ফলে সীমান্তে রোহিঙ্গা মুসলমানদের অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রোহিঙ্গা যুবক-যুবতীরা সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। দীর্ঘদিন যাবৎ মুসলমানদের বিয়ে-শাদীর উপর মায়ানমার সরকার কড়াকড়ি চালিয়ে আসছে। সামরিক জান্তার অনুমতি পেলেই শুধু বিয়ে করা যেত। সম্প্রতি সেদেশের সরকার মুসলমানদের বিয়ে-শাদী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে নতুন ফরমান জারি করায় আরাকান রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ-আতঙ্ক। আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে মায়ানমার (বার্মা) সামরিক জান্তা সেদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় প্রথা বিয়ে-শাদীর উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করলেও আধুনিক বিশ্বের কারো কাছে যেন এর কোন খবর নেই। নতুন এ ফরমানে কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ লাখ বার্ম কিয়েত জরিমানাসহ শাস্তি দেয়ার বিধান করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে মায়ানমার কর্তৃপক্ষ বিয়ের উপর শিথিলতা রাখলেও বর্তমান সামরিক জান্তার চেয়ারম্যান জেনারেল খান শুয়ে দেশের শাসনভার নেয়ার পর মুসলমানদের বিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বহাল থাকবে বলে জানা গেছে। মায়ানমার সামরিক জান্তা পূর্বে মোটা টাকার বিনিময়ে বিয়ের অনুমতিপত্র দিলেও সম্প্রতি তারা সেদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ, মসজিদের ইমাম, মাদরাসা শিক্ষকদের সামরিক চৌকিতে ডেকে নিয়ে বিয়ের কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি মুসলমানদের উপর দমন-নিপীড়নও অব্যাহত রেখেছে বলে জানা গেছে।

থাইল্যান্ডে প্রথম মুসলিম সেনাপ্রধান

থাইল্যান্ডের সেনাবাহিনীর প্রধান পদে এই প্রথমবারের মত একজন মুসলমানকে নিয়োগ করা হয়েছে। নয়া সেনা প্রধানের নাম জেনারেল সোনথি বুনিয়াবত গ্লিন। তিনি আগামী মাসে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। বিশেষ বাহিনী বিশেষজ্ঞ জেনারেল সোনথি মুসলিম অধ্যুষিত দক্ষিণ থাইল্যান্ডের মুসলমানদের অসন্তোষ দূর করার জন্য উদার মনোভাব গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, মালয়ী ভাষাভাষী মুসলিম অঞ্চলে সামরিক অভিযানের বদলে মনস্তাত্ত্বিক ও গোয়েন্দা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে।

বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় তিনটি মুসলিম প্রদেশে গত বছর জানুয়ারী মাসে সহিংসতা শুরু হবার পর এতে ৮ শতাধিক লোক নিহত হয়। থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়ান বিদ্রোহ দমনের জন্য সেখানে ৩০ হাযার সৈন্য ও পুলিশ পাঠিয়েছেন।

শরী'আহ ভিত্তিক রাষ্ট্র চাইলে অষ্ট্রেলিয়া ছেড়ে চলে যাও

বৃটেনের পর ধর্মনিরপেক্ষ অষ্ট্রেলিয়া এবার মুসলমানদের সে দেশ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার সিনিয়র মন্ত্রী ও সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী পিটার কসটেলো গত ২৩ আগষ্ট ক্যানবেরার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় টেলিভিশনকে বলেন, কোন মুসলমান যদি অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাস করতে চান তাহ'লে তাকে সেদেশের আইন অনুযায়ী চলতে হবে। শরী'আহ মোতাবেক নয়। অষ্ট্রেলিয়ার আইন অমান্য করলে তাকে অষ্ট্রেলিয়া ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, অষ্ট্রেলিয়া একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ এবং পার্লামেন্টের মাধ্যমে এখানে আইন প্রণীত হয়। মসজিদের ইমামদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, তোমরা যদি এমন একটি দেশ চাও যেখানে শারঈ আইন থাকবে কিংবা দেশটি হবে একটি ধর্মরাষ্ট্র, তবে অষ্ট্রেলিয়া তোমাদের জন্য নয়। তিনি আরো বলেন, আমি ঐসব ধর্মীয় নেতাদের বলতে চাই, যারা বলে বেড়াচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া শাসনের জন্য দু'টি আইন রয়েছে। একটি অষ্ট্রেলিয়ান ও অন্যটি ইসলামী আইন। এটি সম্পূর্ণ ভুল। অষ্ট্রেলিয়ায় শুধুমাত্র একটিই আইন আছে। তোমরা যদি পার্লামেন্টারী আইন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, গণতন্ত্রের বিষয়ে সম্মত না হয়ে শরী'আহ আইনের প্রতি আগ্রহী হও, তবে যেসব দেশে এসবের চর্চা হয় সেখানে তোমাদের চলে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

হারিকেন ক্যাটরিনা ও রিটায় বিপর্যস্ত আমেরিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলীয় অঙ্গরাজ্য লুইজিয়ানার বিভিন্ন এলাকায় গত ২৯ আগষ্ট ক্যাটরিনা নামের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় প্রচণ্ড আঘাত হানে। ক্যাটাগরি-৫-এর এই ঝড় ঘন্টায় ১৬০ মাইল বেগে বয়ে যাওয়ায় লুইজিয়ানা রাজ্যের নিউঅর্লিন্স, আলাবামা ও মিসিসিপিসহ বেশ কয়েকটি নগরী ও সেগুলির সংলগ্ন অঞ্চলে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব এলাকায় তীব্র স্রোতের উচ্চতা কোথাও কোথাও ছিল ৩০ ফুট পর্যন্ত। হাযার হাযার ঘরবাড়ী পানির নীচে তলিয়ে গেছে, বিধ্বস্ত হয়েছে অসংখ্য ভবন। স্রোতের চাপে উপড়ে পড়েছে হাযার হাযার বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ও গাছপালা। মেক্সিকো উপসাগর থেকে উৎপত্তি হওয়া এ ঝড়ে ২ লাখ ৩০ হাযার ৪শ' বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয়। প্রাণহানি ঘটেছে ১ সহস্রাধিক লোকের। ডুবে গেছে লাখ লাখ একর শস্যভূমি। আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে ১

মিলিয়নের বেশী মানুষ।

৯০,০০০ বর্গ মাইল (২,৩৩,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ) এলাকার মানুষজন এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ৫০ মিলিয়ন লোক খাবার পানিসহ জীবনধারণের সবরকম প্রয়োজনীয় উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আনুমানিক ৩০ হাযার কোটি ডলার। বেকার হয়ে পড়েছে ২ লাখেরও বেশী লোক।

গত ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এই ঝড় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসল চেহারা উন্মোচিত করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা একেবারে নগ্ন করে দিয়েছে মার্কিন জৌলুসের ছদ্মাবরণে ঢেকে রাখা শত ছিন্ন হতদরিদ্র ভগ্নদশা। উদঘাটিত হয়েছে তথাকথিত 'গণতন্ত্র ও মানবাধিকার' ফেরিওয়ালার কপট রূপ। মানবাধিকারের ধ্বজাধারী মার্কিন সমাজ ও রাজনীতির নিয়ন্তাদের সাধারণ মানুষের প্রতি যে কোন দায়বদ্ধতা নেই সেটিরও প্রমাণ মিলেছে এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে। প্রেসিডেন্ট বুশ দুর্গত অঞ্চলে গেছেন ৭ দিন পর। আর তাও নিউঅর্লিন্স থেকে ৭০ মাইল দূরে রাজধানীতে।

হারিকেন ক্যাটরিনায় নিউ অর্লিন্স সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখানে হতাহতদের বেশীর ভাগই কৃষ্ণাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গর সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ হতাহতদের বেশীর ভাগই হ'ল আর্থ-সামাজিক দিক হ'তে দরিদ্র শ্রেণীর। ত্রাণ বন্টন, উদ্ধার কাজ, চিকিৎসা ও আশ্রয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে শুরুতে এই শ্রেণীর মানুষ প্রচণ্ড বৈষম্যের শিকার হয়। উল্লেখ্য, নিউ অর্লিন্সের ৬০ শতাংশ মানুষ কৃষ্ণাঙ্গ।

এ ঝড়ে মার্কিন সমাজের মানবিক কদর্যতাও ফুটে উঠেছে। আশ্রয় কেন্দ্রগুলিসহ যত্রতত্র আশ্রিত মহিলা ও শিশুদের ধর্ষণ করে হত্যা করা হচ্ছে। দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে মানুষের শেষ সম্বলটুকুও।

এদিকে হারিকেন ক্যাটরিনার তাণ্ডব মুছে যাবার আগেই ২৫ দিনের মাথায় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে প্রায় একই অঞ্চলে আরেকটি ৩ মাত্রার ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড় 'রিটা' আঘাত হেনেছে। ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলীয় সময় রাত সাড়ে তিনটায় ঘণ্টায় ১৯৫ মাইল বেগে 'হারিকেন রিটা' আঘাত হানে। রিটায় লণ্ডভণ্ড হয়েছে জজ বুশের নিজ রাজ্য টেক্সাস। ক্যাটরিনায় আক্রান্ত লুইজিয়ানার অংশবিশেষ আবার নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে। টেক্সাস ও লুইজিয়ানার রাজধানী নিউ অর্লিন্সের কোথাও কোথাও ২০ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাতে ৩ থেকে ৪ ফুট পানিতে রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে। রাজ্যের উপকূলে যেসব বাঁধ ছিল সেগুলিও ভেঙ্গে গেছে। গ্যালবেষ্টনের কেন্দ্রস্থলে একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ঝড়ের ঝাপটায় আশপাশের তিনটি ভবনে অগ্নিকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখায় রাতের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠে।

হারিকেন রিটার আঘাতে ও প্রভাবে এ পর্যন্ত ৩১ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও লুইজিয়ানার পূর্ব উপকূল এবং টেক্সাসের পূর্বাঞ্চলে এখনও শত শত লোক নিখোঁজ রয়েছে। রিটার আঘাতে এ দু'টি অঙ্গরাজ্য বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেছে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, হারিকেন রিটার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১ হাযার কোটি ডলার অতিক্রম করেছে।

মুসলিম জাহান

ব্যয়ের দিক দিয়ে ইরাক যুদ্ধ ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে গেছে

ইরাক যুদ্ধের ব্যয় ভিয়েতনাম যুদ্ধকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি যুদ্ধবিরোধী সংগঠন ইরাক যুদ্ধে মার্কিন ব্যয়ের উপর যৌথভাবে জরিপ চালিয়ে এবং ঐ দু'টি যুদ্ধের খরচের উপর গবেষণা করে ব্যয়ের একটি তুলনামূলক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। 'ইনষ্টিটিউট ফর পলিসি ষ্টাডিজ' ও 'ফরেন পলিসি ইন ফোকাস' নামক উদারপন্থী সংগঠন দু'টি গত ৩১ আগষ্ট ওয়াশিংটনে 'ইরাক বিপর্যয়' শীর্ষক রিপোর্টটি প্রকাশ করে। এতে জানানো হয়, ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের গড়ে প্রতিদিন ১৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার ব্যয় হচ্ছে এবং প্রতিমাসে ব্যয় হচ্ছে ৫৬০ কোটি ডলার। আর ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের ৮ বছরের যুদ্ধের ইতিহাসে গড়ে প্রতিমাসে ৫১০ কোটি ডলার ব্যয় হ'ত। গত ৪০ বছরের মুদ্রাস্ফীতিকে ধরে সংগঠন দু'টি তুলনামূলক এই হিসাব দিয়েছে। ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদিন মাথাপিছু ৭২৭ ডলার করে ব্যয় হচ্ছে। মাথাপিছু ব্যয়ের দিক দিয়ে এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের গত ৬০ বছরের সব যুদ্ধকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় আড়াই বছরের ইরাক যুদ্ধের জন্য কংগ্রেস এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাযার কোটি ডলার অনুমোদন করেছে। অপরদিকে বর্তমান মান অনুযায়ী ৮ বছরের ভিয়েতনাম যুদ্ধে ওয়াশিংটন ৬০ হাযার কোটি ডলার খরচ করে। তবে ইরাক যুদ্ধে এ হারে ব্যয় করতে থাকলে ওয়াশিংটন আগামী দু'এক বছরের মধ্যে তার '৬০ ও '৭০ দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যয়কে অতিক্রম করবে বলে ফিলিস বেনিন ও এরিক লিভার নামের দুই যুদ্ধ সংক্রান্ত বাজেট বিশেষজ্ঞ তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন।

ইরাক দ্রুত ভাঙ্গনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে

-সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সঊদ আল-ফয়ছাল শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মার্কিন নীতিতে ইরাক দ্রুত ভাঙ্গনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একটি আঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ছে। তিনি মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, 'ইরাক দ্রুত ভাঙ্গনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের ঐক্যবদ্ধ করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি'। গত ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক টাইমসের খবরে একথা বলা হয়। ওয়াশিংটনে সঊদী দূতাবাসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইরাকে যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলি দেশটিকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। সঊদ আল-ফয়ছাল বুশ প্রশাসনের কার্যকলাপের কথা সরাসরি উল্লেখ না করলেও ২০০৩ সালে সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন পল এল ব্রেমারের একটি নির্দেশের কথা উল্লেখ করেন।

পল ব্রেমার এক ঘোষণায় রাজনীতি ও সরকারী চাকরীতে সুন্নী প্রধান বাথ পার্টির অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন। সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভোটাররা অক্টোবরে ইরাকের নয়া সংবিধান অনুমোদন করলে এবং ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে বুশ প্রশাসন যে অভিমত পোষণ করে শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তারা তার হুঁশিয়ারির জবাবে তাই আওড়িয়েছেন। তিনি বলেন, 'উত্তরে একটি কুর্দী রাষ্ট্র, মধ্যাঞ্চলে

একটি সুন্নী রাষ্ট্র এবং দক্ষিণাঞ্চলে একটি শী'আ রাষ্ট্রে ইরাকের সম্ভাব্য বিভক্তি এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশকে এ সংঘাতে টেনে আনবে'। তুরস্ক কুর্দীদের স্বাধীনতা ঘোষণার উদ্যোগ বলপ্রয়োগে প্রতিহত করার হুমকি দিয়েছে। সঊদী আরব ইরানের শী'আ সরকারের আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারে উদ্বিগ্ন। ইরান ইরাকের শী'আ নিয়ন্ত্রিত সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দেশটি দক্ষিণাঞ্চলীয় ইরাকে একটি সম্ভাব্য শী'আ রাষ্ট্রের উপর তার প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি করবে। এসব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, 'এটা একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি'।

ইরাকী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একশ' কোটি ডলার চুরি

ইরাকের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তহবিল থেকে একশ' কোটি ডলার চুরি হয়ে যাওয়ায় দখলদার বিরোধী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দমনে সরকারের ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ইরাকের অর্থমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের ইণ্ডিপেনডেন্ট পত্রিকা একথা জানায়। অর্থমন্ত্রী আলী আলাবী মধ্য ডানপন্থী পত্রিকাকে বলেন, 'এটি সম্ভবতঃ ইতিহাসে অন্যতম বড় চুরির ঘটনা'। পত্রিকাটিতে সরকারের দুর্নীতির খবরও ছাপা হয়।

রিপোর্ট অনুযায়ী পোল্যাণ্ড ও পাকিস্তান থেকে অস্ত্র কেনার নাম করে বেশির ভাগ নগদ অর্থ বিদেশে পাঠানো হয় এবং উধাও হয়ে যায়। ইণ্ডিপেনডেন্টের অভিযোগ আধুনিক অস্ত্রের বদলে কেনা হয় কম মূল্যের সেকেলে ধরনের যুদ্ধাস্ত্র, সামরিকযান ও পুরাতন একে-৪৭ মেশিনগানের বুলেট ক্রয়সহ অস্ত্র ক্রয় সংক্রান্ত নানা অনিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। বেশ কিছু সামরিক যান থেকে প্রচুর তেল নির্গত হওয়ার কারণে এগুলি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হোসনী মোবারক বিজয়ী

গত ৭ সেপ্টেম্বর মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। সরকার ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, তিনি ৮৮.০৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমসংখ্যক ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, যা মিসরের মোট জনসংখ্যার শতকরা নয় ভাগেরও কম। এবারের নির্বাচনে মোবারকসহ ৮ জন প্রার্থী ছিলেন। এদের মধ্যে শীর্ষ ৩ প্রার্থী ও পার্টি হ'ল- হোসনী মোবারক- ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, নু'মান গোম'আ- নিউ ওয়াফ্দ পার্টি ও আয়মান নূর- ঘাদ পার্টি।

মোবারক তার ২৪ বছরের শাসনামলে এই প্রথমবারের মত নির্বাচনে অন্য কাউকে তাকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দিলেও তাকে সত্যিকারভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন কোন প্রার্থীকে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দেননি। তিনি ছাড়া শক্ত কোন প্রার্থীকে এতে দাঁড়াতে দেননি। এছাড়া এ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে একটি সামরিক কুচকাওয়াযে পরিদর্শনকালে সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করার পর তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান মোবারক মিসরের ৪র্থ প্রেসিডেন্ট হিসাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসেন। এরপর থেকে সে দেশে যে চারটি নির্বাচন হয়েছিল তিনি ছাড়া এতে অন্য কাউকে দাঁড়াতে দেননি।

উল্লেখ্য, গত ২৭ সেপ্টেম্বর হোসনী মোবারক পঞ্চমবারের মতো প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন।

পাকিস্তানকেও মার্কিন পরমাণু প্রযুক্তির সুযোগ দিন

-পাক রাষ্ট্রদূত

বুশ প্রশাসন ভারতকে মার্কিন বেসামরিক পারমাণবিক প্রযুক্তি গ্রহণের যে সুবিধা দিয়েছে পাকিস্তানকেও অনুরূপ সুবিধা দিতে হবে বলে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত দাবী জানিয়েছেন। অন্যথা উপমহাদেশে শক্তির ভারসাম্য আশংকাজনকভাবে ভারতের অনুকূলে চলে যাবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান ও যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সে দেশের রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীর কেরামত ৭ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে একথা বলেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ভারতের পারমাণবিক স্থাপনা জাতিসংঘকে পরিদর্শনের সুযোগদানের বিনিময়ে ঐ দেশটিতে মার্কিন পরমাণু প্রযুক্তি রফতানীর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। তিনি জানান, জাতিসংঘ নিয়োজিত পরিদর্শকদের পরীক্ষা এবং পরিদর্শনের জন্য পাকিস্তানও তার পারমাণবিক প্রকল্পগুলি উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু ওয়াশিংটন ভারতে প্রযুক্তি রফতানীর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলেও পাকিস্তানের উপর থেকে তা তুলে নেবার ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।

মারকায সংবাদ

আলিম পরীক্ষার ফলাফল

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে'র অধীনে ২০০৫ সনে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরিচালিত দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা শতকরা ১০০ ভাগ পাশ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন 'এ', ৫ জন 'এ-', ২ জন 'বি' এবং ২ জন 'সি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

(২) দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল সাতক্ষীরারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরিচালিত দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল সাতক্ষীরার ছাত্ররা ২০০৫ সালের আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মোট ৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন 'এ', ১ জন 'এ-', ১ জন 'বি' এবং ১ জন 'সি' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

হৃদরোগের নতুন ওষুধ স্ট্যাটিন

হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সাথে সাথে যদি ওষুধ দেয়া যায় তাহ'লে মৃত্যুর হার ৫০% কমে। মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণায় এ তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। 'স্ট্যাটিন ড্রাগ' হিসাবে খ্যাত এই ওষুধ সাধারণত কোলেষ্টেরল একেবারে নিম্নে নামলে কিংবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হ'লে এবং হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে দিতে হয়।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এই ড্রাগ হয়তো এ্যাসপিরিন-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে হৃদরোগীকে বিপন্নাবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে। গবেষণা প্রকল্পটির পরিচালক লস এঞ্জেলেসে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির কার্ডিওলজিষ্ট ডঃ গ্রেগ ফেনারো বলেছেন, অনেক দিন থেকেই আমরা জানতাম যে 'স্ট্যাটিন থেরাপি'ও হৃদরোগ আরোগ্যে কাজে লাগে, কিন্তু আমাদের এই গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার সাথে সাথে যদি স্ট্যাটিন দেয়া যায়, তবে তা রোগীকে বিপন্নাবস্থা থেকে রক্ষায় ৫০% সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। মোট ১ লাখ ৭০ হাযার হৃদরোগীর উপর চালানো হয় এই গবেষণা। গবেষণায় দেখা গেছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে পৌছার আগে কিংবা আক্রান্ত হবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে যাকে স্ট্যাটিন প্রদান করা হয়, তার মৃত্যুর আশংকা যাকে এসব দেয়া হয়নি তার চেয়ে ৫৪% কম।

রোগ নিরাময়ে মৌমাছির হুল

বৈজ্ঞানিকভাবে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৌমাছির হুল মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থায় বহুমুখী সিরোসিস এবং অন্যান্য রোগ সারিয়ে তুলতে পারে। ৬ বছরের গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা মৌমাছির বিষাক্ত হুলে বেশকটি আমিষ দেখতে পেয়েছেন। এসব আমিষ বা প্রোটিন মানব দেহে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ওয়াশিংটনের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ জোসেফ বেলান্টি এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে দীর্ঘ ৬ বছর গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণাকালে অধ্যাপক জোসেফ বহুমুখী সিরোসিস রোগে আক্রান্ত বেশ ক'জন লোক সংগ্রহ করেন এবং তাদের শরীরে মৌমাছির বিষ প্রয়োগ করেন। অধ্যাপক জোসেফ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, মৌমাছির হুল ফোটানোর পর তারা সুস্থবোধ করছেন। অধ্যাপক জোসেফ তার গবেষণামূলক নিবন্ধে বলেছেন, 'মৌমাছির হুল ফোটানোর মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের ধারণা নতুন নয়। প্রাচীনকালে রুমানীয় ও গ্রীকরা এ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতো। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমকালীন বিশ্বে বিজ্ঞানীরা এ দেশীয় চিকিৎসার গবেষণা পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

এসপিরিন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

এসপিরিন পেটের ক্যান্সার নিরাময়ে সহায়ক। ঐ ওষুধ ১০ বছর নিয়মিত সেবন করলে পেটের ক্যান্সার সেরে যায় অথবা ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়। আমেরিকার হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষকরা এই তথ্য দিয়েছেন। মার্কিন মেডিকেল সাময়িকী 'দ্য জার্নাল অব দ্য আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন' সম্প্রতি এর উপর একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। এতে বলা হয়, হার্ভার্ডের চিকিৎসকরা গত ২০ বছর ধরে ৮৩ হাযার মহিলার উপর জরিপ চালিয়ে এসপিরিনের এই গুণ জানতে পেরেছেন। তারা বলেন, এসপিরিন সেবী ঐ ৮৩ হাযার মহিলার মধ্যে মাত্র ৯৬২ জনের পেটে ক্যান্সার হয়েছে। তারা সকলে প্রতি সপ্তাহে দুই বা ততোধিক এসপিরিন সেবন করতেন। তারা গত ২০ বছর ধরে এই হারে এসপিরিন খেতেন। তবে দীর্ঘদিন এ হারে এসপিরিন খেলে অন্ত্রনালির রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়েছেন।

আদৌ ভয়ের নয় ডেঙ্গুজ্বর

বর্ষায় প্রতি বছরই ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ দেখা দেয়। এই নিয়ে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আতংক রয়েছে। তবে সব ধরনের ডেঙ্গুই কিন্তু ভীতিপ্রদ নয় এবং এই রোগে আক্রান্ত হওয়া মানেই মৃত্যু নয়। ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় একমাত্র হেমোরেজিক ফিভার ও বিরল ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে। জ্বর খুব বেশী হ'লে ডাক্তার দেখাতে হবে। সাধারণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই এই সেবা পাওয়া যেতে পারে। জ্বর যদি ১০৩ থেকে ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট ওঠে এবং এর সাথে অন্যান্য লক্ষণ হিসাবে মাথাব্যাথা, বিশেষত কপালে, চোখের কোটরের পেছনে অসম্ভব ব্যথা, সারা শরীর এবং গাঁটে ব্যথা, ত্বকে র‍্যাশ এবং বমিভাব কিংবা বেশ কয়েকবার বমি হ'লে বুঝতে হবে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন আপনি। জ্বর ৫/৭ দিন থাকতে পারে। ডেঙ্গু চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হ'ল গাঁটে অসহ্য ব্যথা। এ কারণে এক সময় ডেঙ্গুকে 'ব্রেকবোন ফিভার' বলা হ'ত।

ডেঙ্গু হয় সাধারণত কিশোর, যুবক ও পূর্ণ বয়স্কের। আর ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারে আক্রান্ত হয় মূলত ১৫ বছরের নীচের শিশুরা। সাধারণ রক্ত পরীক্ষা করলেই ডেঙ্গুজ্বর ধরা পড়ে। রক্তে প্লেটলেট কমে যায় এবং ঘনত্ব বাড়ে। রক্ত নেওয়ার জন্য শিরায় সূচ ঢোকালে প্রচণ্ড রক্তপাত হয়। তবে সেরোলজি পরীক্ষায় আরও নির্ভুলভাবে বলে দেয়া যায় জ্বরটা ডেঙ্গু না অন্য কিছু। ডেঙ্গুজ্বরের চিকিৎসা বাড়ীতেই করা সম্ভব। ডেঙ্গুর প্রধান চিকিৎসাই হচ্ছে প্রচুর বিশ্রাম, প্রচুর পানি পান ও সুষম খাদ্য খাওয়া। জ্বর হ'লেই ক্রমাগত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত নয়। তবে রক্তক্ষরণ শুরু হ'লে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বুকের দুধ পানে শক্তি বাড়ে

যে সব মা তাদের সন্তানকে এক বছরেরও বেশী সময় বুকের দুধ পান করিয়েছেন তাদের দুধে স্নেহপদার্থ ও শক্তির পরিমাণ যারা অল্পকিছু সময় দুধ পান করিয়েছেন তাদের চেয়ে বেশী। তেলআবীব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ড্রোর ম্যাণ্ডেল জানান, দীর্ঘ দিন ধরে মাতৃদুগ্ধ পান করালে দুধে পুষ্টিমূল্য অধিক হারে পাওয়া যায়। ম্যাণ্ডেল ও তার সহকর্মীরা ২৭ জন মহিলা যারা ২ থেকে ৬ মাস তাদের সন্তানদের দুধ পান করিয়েছেন এবং ৩৪ জন মা যারা ১২ থেকে ৩৯ মাস দুধ পান করিয়েছেন তাদের উপর তুলনামূলক সমীক্ষা চালান। পেডিয়াট্রিক সাময়িকীতে তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, যারা কম সময় স্তন্যদান করেছেন তাদের দুধে স্নেহপদার্থ শতকরা ৭ ভাগের কিছু বেশী। আর যারা বেশী সময় দুধ পান করিয়েছেন তাদের দুধে স্নেহপদার্থ ১১ ভাগ। যে সব মা কম সময় ধরে স্তন্যদান করেছেন তাদের এক লিটার দুধে ৭৪০ ক্যালরি এবং যারা এক বছর কিংবা বেশী সময় ধরে স্তন্যদান করেছেন তাদের দুধে ক্যালরির পরিমাণ ছিল ৮৮০।

সংগঠন সংবাদ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও কেন্দ্রীয় চার নেতার গ্রেফতারের প্রতিবাদে সুধী সমাবেশ

শৌলমারী, নীলফামারী, ২২ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার উদ্যোগে শৌলমারী বাঁশওয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার মুক্তির দাবীতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি এস,এম, আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার খায়রুল আযাদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি ডাঃ হামীদুর রহমান, 'সোনামণি' শৌলমারী শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ ফয়যুল ইসলাম ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ। সমাবেশে বক্তাগণ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।

শৌলমারী, নীলফামারী, ২৬ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী যেলার উদ্যোগে নবনির্মিত শৌলমারী বাজার ইসলামিয়া মার্কেটে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার মুক্তির দাবীতে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব খলীলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব শমশের আলী, সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার খায়রুল আযাদ, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি এস,এম, আব্দুর রহমান ও সহ-সভাপতি ডাঃ হামীদুর রহমান। বক্তাগণ মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ ৪ নেতার অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে তাঁদের মুক্তি দাবী করেন।

দেশব্যাপী বোমা হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

রাজশাহী, ১৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত মিছিলটি শহরের নওদাপাড়া বাইপাস মোড় থেকে শুরু হয়ে পোষ্টাল একাডেমী হয়ে পুনরায় বাইপাস মোড়ে এসে এক পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। এছাড়া নওদাপাড়া বাজারেও একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ। বক্তাগণ দেশব্যাপী বোমা হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। বক্তাগণ আরো বলেন, এ ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড যারা করে তারা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার শত্রু।

সাতক্ষীরা, ১৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে পরিচালিত মিছিলটি আব্দুর রাযযাক পার্ক থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ঐ পার্কে এসে শেষ হয়। এসময়ে আলাউদ্দীন চত্বরে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) ও খুলনা পাইকগাছা কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, বর্তমান সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল গফুর প্রমুখ। এসময়ে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ সারাদেশে নযীরবিহীন সিরিজ বোমা হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, যারা এসব সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত তারা দেশ, জাতি ও ইসলামের শত্রু। ইসলাম এসব নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না। জঙ্গীবাদ ও ইসলাম এক নয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কোন প্রকার জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে আদৌ সমর্থন করে না।

ঢাকা, ১৯ আগষ্ট শুক্রবারঃ দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদে অদ্য বাদ জুম'আ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররামের উত্তর গেটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আলাউদ্দীন সরকার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মা'ছূম, দফতর সম্পাদক মুহসিন আকন্দ প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলা এক নযীরবিহীন ঘটনা। যারা এ ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত এদের অবিলম্বে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। বক্তাগণ আরো বলেন, ইসলাম ও জঙ্গীবাদ এক নয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার। এসব নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

রশীদপুর, সিরাজগঞ্জ ১৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রশীদপুর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় রশীদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলনে'র সভাপতি আলহাজ্জ আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। তিনি স্বীয় ভাষণে 'আন্দোলন'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী উল্লেখ করে বলেন, এদেশের ভবিষ্যত

প্রজন্মকে সৎ, আদর্শবান ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হ'লে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে' যোগ দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে দেশে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে এর সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোনরূপ সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা নেই। তিনি দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীদের অযথা হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে এবং প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তিনি অবিলম্বে 'আন্দোলনে'র গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবী জানান।

ঢাকা, ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে যেলা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ ও যেলা 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ। সভায় বক্তাগণ ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বোমা হামলাকারীরা ইসলামের দুশমন। এদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তারা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নির্দোষ নেতা-কর্মীদের হয়রানি বন্ধ এবং গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবী জানান।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা ৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে মোহাম্মদপুর আল-আমীন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবীতে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় আহলেহাদীছ নেতা ও 'আন্দোলনে'র সুধী জনাব রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সূরুয্যামান প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, আমাদের সংগঠনের কার্যক্রম সম্পূর্ণ প্রকাশ্য এবং জঙ্গী বিরোধী। তথাপি অন্যায় গ্রেফতার ও অযথা হয়রানি করে ৩ কোটি আহলেহাদীছকে যিম্মী করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও ন্যক্কারজনক। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই। সাথে সাথে তারা বোমা হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান।

পাঁচদোনা, নরসিংদী, ৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে পাঁচদোনা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ থেকে চলে আসা শান্তিকামী এ আন্দোলন কোন জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না। এ আন্দোলনের কর্মকাণ্ড প্রকাশ্য। দেশের শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় এ আন্দোলন যেমন তৎপর, তেমনি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সদা সোচ্চার। অথচ অন্যায়ভাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি নিরপরাধ ও নির্দোষ লোকদের হয়রানি না করার আহ্বান জানান। সাথে সাথে 'আন্দোলনে'র গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তির জোর দাবী জানান।

একই দিন বাদ আছর যেলা 'আন্দোলনে'র কর্মপরিষদ নিয়ে যেলা কার্যালয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক শফিউদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীন ও আব্দুল কুদ্দূস প্রমুখ। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ সকল স্তরের কর্মীদেরকে আদর্শ নাগরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে 'মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব আব্দুর রহমান মাষ্টার। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল ও কর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় যেলার বিভিন্ন স্থানে তাবলীগী সফর, সাংগঠনিক সফর সহ ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। আলোচনা সভায় বক্তাগণ রামাযান মাসের পবিত্রতা বজায় রাখা, এ মাসে অধিক ইবাদত করার প্রতি গুরুত্বারোপ সহ বিভিন্ন বিষয়ে শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ করেন। বক্তাগণ এ মাসে নিঃস্ব, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যও সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সত্য প্রকাশের জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতীমন্ত্রীকে সাধুবাদ

গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুযযামান বাবরের 'বোমা হামলার সাথে ডঃ গালিবের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি' মর্মে বক্তব্যকে সাধুবাদ জানিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন, বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম বলেন, বিলম্বে হ'লেও সত্য প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য আমরা মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সব সময়ই জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। তাঁর বক্তব্য, লিখনী সবকিছুই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে। অথচ দীর্ঘ ৮ মাস যাবত তিনি নির্মমভাবে কারারুদ্ধ আছেন। একজন প্রবীণ দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদকে খুন, ডাকাতি, বোমা হামলাসহ একাধিক মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কারাঅন্তরীণ রাখা এই জাতির জন্য যেমন কলঙ্কজনক তেমনি বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। বিবৃতিতে তারা প্রকৃত বোমা হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নির্দোষ নেতা-কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি ও দেশব্যাপী আহলেহাদীছ কর্মীদের হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানান।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

অপরাধীরা ধরাছোয়ার বাইরে

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সম্পর্কে এ যাবৎ যা প্রত্যক্ষ করলাম তার একটি বাস্তব চিত্র এবং এতদসঙ্গে আমার এলাকার ইতিপূর্বেকার সংঘটিত ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে দেশের সচেতন নাগরিককে জানাতে চাই।

ইসলাম সন্ত্রাসকে কখনো প্রশ্রয় দেয় না। ইসলামে জঙ্গীবাদ সন্দেহাতীতভাবেই নিষিদ্ধ। তবে কিছু বিবেকহীন তরুণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নীলনকশার খপ্পরে পড়ে এ চরমপন্থা বেছে নিয়েছে। তারা নাকি সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে চায়। তাদের পরিচালিত 'গোপন কর্মসূচী'র বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গী তৎপরতার দায়ে ধরা পড়ে নাকি তারা নাম বলেছে ডঃ গালিবের। তাদের সাথে জড়িত করে সরকার তদন্তহীনভাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ সংগঠনের ৪ জন কেন্দ্রীয় নেতাকে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী '০৫ দিবাগত রাত ২-টায় ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে এবং ইতিপূর্বে দেশের আনাচে-কানাচে সংঘটিত ডাকাতি, হত্যা, বোমাবাজীসহ ডজন খানেক মামলা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। দফায় দফায় তাঁদেরকে রিমাণ্ডে নেয়া হয়। ফলে দেশের সচেতন মহল আজ চরমভাবে ক্ষুব্ধ।

ইতিপূর্বে আমার এলাকা নওগাঁ যেলার আত্রাই, রাণীনগর জনপদ ছিল সর্বহারাদের ত্রাসের রাজত্ব। সর্বহারা নিধনকল্পে হঠাৎ করে 'বাংলা ভাই' তথা 'জেএমজেবি'র আগমন হ'ল। তারা অত্র থানায় অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প স্থাপন করে তাদের অপারেশনের কাজ শুরু করে দিল। সর্বহারা নামে খ্যাত অনেকের হাত-পা ভেঙ্গে দেওয়া, কারও চোখ উপড়ানো, কাউকে মেরে গাছের ডালে লটকিয়ে রাখা, আবার কাউকে মেরে টুকরা টুকরা করে মাটিতে পুতে রাখা ইত্যাদি শুরু করে দিল। প্রকাশ্যে তারা রামদা ও হকিষ্টিক সহ বিচরণ করত, যার প্রত্যক্ষদর্শী অত্র এলাকাবাসী। অতঃপর পত্রিকায় দেখা গেল, তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে ৫২ ট্রাক লোক নিয়ে রাজশাহী মহানগরীতে লাঠি মিছিল ও সমাবেশ করে ডিআইজির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। ফলে রাজশাহী মহানগর সহ দেশের বিভিন্ন স্থান হ'তে তাদের ব্যাপক সমালোচনাসহ বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়। এ খবর বিদেশেও পৌঁছে যায়। তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রী বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। দেখা গেল এক দিনের মধ্যে বাংলা ভাই গং উধাও। সে সময় স্থানীয় পত্রিকায় বাংলা ভাইয়ের ছবিসহ যাদের নাম এসেছিল তাদের মধ্যে আব্দুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অথচ প্রফেসর ডঃ গালিব, যাকে কোন দিন জঙ্গী তৎপরতায় দেখা গেল না, পত্রিকায় ছবিসহ যার নাম আসল না, সেই খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ আজ ষড়যন্ত্রের জালে আটকানো এবং খেজুর হত্যা মামলার প্রধান আসামী করা হয়েছে! সরকারের এহেন পদক্ষেপে দেশবাসী যার পর নেই বিস্মিত। তাঁদের নামে জঙ্গীবাদের অভিযোগ আরোপ(?) দেশের ৩ কোটি আহলেহাদীছকে অবাক করেছে। বামপন্থী পত্রিকাগুলো ডঃ গালিবকে জড়িয়ে অসত্যের বেসাতি রচনা করেছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক। আমি ব্যক্তিগত জীবনে বহুবার গালিব স্যারের সঙ্গে মিশেছি কিন্তু জঙ্গীবাদের কোন লেশ পাইনি। বরং তাঁর রচিত বই-পুস্তক ও বক্তৃতায় তিনি জঙ্গীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। আমার জানা মতে, তিনি এতটুকু সময়ও অপচয় করেন না। ব্যক্তিগত বিশাল লাইব্রেরীতে সর্বদা জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত থেকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মবাণী দেশের মুসলিম সমাজকে উপহার দেওয়াই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে তদন্ত করে দেখুন! তিনি কি ঐ সকল কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন? কখনো নয়।

পরিশেষে সরকার মহোদয়ের নিকট আমাদের আহবান, এই জঘন্য মিথ্যাচার বন্ধ করে নির্দোষ ডঃ গালিব সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতাকে মুক্তি দিয়ে তাঁদের নিকট ক্ষমা চান এবং দেশের ৩ কোটি আহলেহাদীছ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে সঞ্চারিত ক্ষোভ লাঘব করুন।

মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
রাণীনগর, নওগাঁ।

জোট সরকার কি অন্ধ হয়ে গেছে?

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর একজন শ্রেষ্ঠ আলেম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী সঠিকভাবে প্রচার ও পালনকারী এমন একজন নিষ্ঠাবান আলেমের বিরুদ্ধে কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে তাঁকে কারারুদ্ধ করায় বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ চরমভাবে উদ্বিগ্ন। শরী'আত বিরোধী বক্তব্য প্রদানকারী আলেম নামধারী ধর্ম ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে ক্ষমতার মোহে ষড়যন্ত্রকারীদের কথামত দেশের সরকার এতই অন্ধ যে, প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার না করে কারারুদ্ধ করেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ডঃ গালিব ও তাঁর সহযোগীদেরকে।

এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা জানি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগই প্রমাণিত হবে না। কারণ তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা ইসলামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সরকার যা করছে এর জন্য সরকারকে ইহকাল ও পরকাল দু'কালেই চরম মূল্য দিতে হবে। আল্লাহর ঘোষণা কখনই মিথ্যা হ'তে পারে না।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিরক ও বিদ'আতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছি যাঁর বই পড়ে, সেই ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কখনই সন্ত্রাসী ও বোমাবাজ হ'তে পারেন না। বিষয়টি সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এই প্রত্যাশা বাংলার ও বহির্বিশ্বের লক্ষ-কোটি মানুষের।

এস.এম. রাহী
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, কবি জসীমুদ্দীন পরিষদ, ফরিদপুর

সকল চক্রান্ত নস্যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ

বিশ্বের জানি দুশমন বলে খ্যাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও আমাদের মাতৃভূমি সহ ভারত উপমহাদেশ দু'শ বছর লুণ্ঠনকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সহ বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহই তাদের লুটপাটের সুবিধার স্বার্থে যেকোন দেশের স্বাধীনতা, যেকোন জাতির মুক্তি ও জনকল্যাণের কাংখিত পরিবর্তনকে অংকুরে গুড়িয়ে দিতে বোমা আবিষ্কার করে ও তার ব্যবহার করে আসছে। বোমা ব্যবহারের জন্য তারা সাম্প্রদায়িকতা বর্ণবৈষম্যকে ব্যবহার করে। এছাড়া মৌলবাদী ও লুটেরা দালাল শোষকগোষ্ঠী তাদের নির্ভরশীল শক্তি হয়। এভাবেই বোমাবাজ তৈরী করে তারা। অবশেষে বোমাবাজদের হামলার শিকার মার্কিন ও বৃটিশ দুই পরাশক্তি দেশও। তারা আমাদের এ দেশে ঘাঁটি গাড়তেও তৎপর। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশেও ১৯৯৯ সাল থেকে এপর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ১৫ দফা বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সহ দেড় শতাধিক মানুষও মারা গেছেন। গত ১৭ আগষ্ট '০৫ তারিখের বোমা হামলা দেশব্যাপী একযোগে সংঘটিত হয়েছে। এবারের হামলার ভিন্নতা রয়েছে। যা নিয়ে আমার মত অখ্যাত সাধারণ মানুষদের মতামত গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হ'তে পারে ভেবেই এই সহজ-সরল মতামতের উপস্থাপনা। ১৭ আগষ্ট বুধবার সকাল ১০-টা থেকে সাড়ে ১১-টার মধ্যে দেশের ৬৩ যেলায় অর্থাৎ দেশব্যাপী প্রায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার খবর জানাজানি হবার পরক্ষণেই জ্ঞানী-গুণী, রাজনীতিক, কলামিষ্ট, সাংবাদিক সহ পণ্ডিত ব্যক্তিদের লেখা সংবাদপত্র সহ সকল ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় প্রকাশ হয় সম্মানিত শ্রোতা-দর্শক ও সংবাদপত্র পাঠকরা তাদের লেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। সেক্ষেত্রে আমার লেখার স্থানতো দূরের কথা স্তূপে ঠাঁই পাওয়া নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। যাহোক এদেশের স্বাধীনতা অর্জনে শুধু সংগঠকের ভূমিকা পালন করিনি। জীবন বাজি রেখে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়ে বিজয় অর্জনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সফলতা এনেছি। আর সে

সফলতা অর্জনের মূল ভিত্তি ছিল এদেশের সাধারণ মানুষ। সেহেতু অখ্যাত সাধারণ মানুষের ভাবনা হ'লেও বিবেকবানদের কাছে বিবেচনার দাবীদার। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বোমাবাজদের প্রতিরোধে শপথ নেয়ার এবং সকল চক্রান্ত নস্যাতে ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কারো দৃষ্টিতে যদি কারো প্রিয় নেতাকে আমার লেখায় ছোট করা হয়েছে মনে হয়, তাহ'লে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনার অনুরোধ করেই বলব, আমি মূলতঃ মযলূম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামীদ খান ভাসানীর রাজনীতিকদের সম্পর্কিত এক মন্তব্য এবং আমার সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি যা বলে সে ভিত্তিতেই লিখছি। কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্যে নয়। আমি মনে করি রাজনীতি যারা করেন, তারা দেশ ও জনগণকে ভালবেসেই করেন। এ কারণে দেশপ্রেমিক কোন রাজনৈতিক নেতা ও সচেতন কর্মীর কথা বলছি না। বলছি না বহিঃশক্তির সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব নিয়ে সেনা সদস্য হয়েছেন এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ-র‍্যাব সদস্য হয়েছেন, তাদের কথা। আমি বলছি সরকার ও সরকারী দল সহ সকল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী এবং সকল দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সেনা সদস্যকে (স্থল, নৌ, বিমান এবং বিডিআর ও পুলিশ সদস্য)। বিদেশী আধিপত্যবাদী ও তাদের গোয়েন্দা বৃত্তির শিকার হয়ে সংখ্যায় যত কম হোক অতি উৎসাহীরা ক্ষমতালিপ্সু হয়ে ও ধন-সম্পদের লোভে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজীবকে, আবার ১৯৮১ সালের ৩০ মে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াকে হত্যা করে পরিবর্তন সাধন করেছে। এমন চক্রান্ত কাজ করছে কি-না তা দূরদৃষ্টি দিয়ে খতিয়ে দেখার এবং সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক ও সেনা কর্মকর্তা সহ সকল সশস্ত্র সদস্য (পুলিশ, বিডিআর)-কে সদা সতর্ক থাকতে হবে। যাতে কোচের ছুরি কোচ কাটতে না পারে। এক্ষণে এ বিষয়টি প্রাধান্য না পেলেও মাথায় রাখতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া মিডিয়ার অবদানে বাংলা ভাই নাম অর্জনকারী ছিদ্দীকুল ইসলামকে লোক দেখানো ত্যাজ্য করার পর ছিদ্দীক ও রহমান গং দেশব্যাপী অপতৎপরতা চালাচ্ছে। যে কোন সময় হামলা করতে পারে এমনটা (গোয়েন্দাদের বরাত দিয়েও) খবরে প্রকাশ পেয়ে আসছিল। গোয়েন্দারাও সমালোচিত হচ্ছে যে বিষয়টি এ মুহূর্তে প্রাধান্য পাচ্ছে।

উপরন্তু ইসলাম যেহেতু জঙ্গীবাদ সমর্থন করে না, সেহেতু জঙ্গীবাদীদের ধর্মপ্রচার ও ধর্মের লেবাস কোনটাই ইসলাম বিকাশে সহায়ক নয়; বরং ক্ষতিকর। তাই জঙ্গীবাদী চক্রকে উৎখাতে সকল রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা, বুদ্ধিজীবি ও পেশাজীবি প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় সম্মেলন করে বোমাবাজদের উৎখাতে যরূরী ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের প্রতি আবেদন রাখছি। সরকার পক্ষ ও সকল রাজনীতিকদের দল-মত নির্বিশেষে আন্তরিকতা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যরূরী। এমনকি কোন দলের উপরোল্লিখিত অতি উৎসাহীরাও যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহ'লে তাদেরকেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে সকলে একমত হবেন। দেশব্যাপী বোমা হামলায় ব্যাপক জানমালের ক্ষতি না হ'লেও সরকার ও তার সংশ্লিষ্ট বিভাগের ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব আত্মসমালোচনা নিজেদেরকে করতে হবে। রাজনীতিকদেরও একইভাবে আত্মসমালোচনা করতে হবে। এটা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন। তাই শ্লোগান হ'তে হবে 'বিদেশীদের সকল চক্রান্ত নস্যাতে আমরা ঐক্যবদ্ধ'।

এসকে মজীদ মুকুল
মহাসচিব, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা।

মিডিয়া ষড়যন্ত্রের শিকার ডঃ গালিব ও আহলেহাদীছ আন্দোলন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একটি শান্তিকামী ও প্রগতিশীল সংগঠন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত প্রদানই এ সংগঠনের মূল কাজ। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মসজিদ মাদরাসা নির্মাণ, ইয়াতীমখানা পরিচালনা ও ইসলামী সুসাহিত্য রচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও তাবলীগী ইজতেমার আয়োজন করা এ সংগঠনের স্থায়ী কর্মসূচী। এরা কখনও ক্ষমতা দখল করার চিন্তা করে না। তাই রাজনৈতিক কোন তৎপরতা এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া নিছক আল্লাহর ইচ্ছা বলেই তারা মনে করে, আর তাই দেশে প্রতিষ্ঠিত সরকারের আনুগত্যকে এরা আবশ্যক মনে করে। এর বিপরীতে কাউকে গদীচ্যুত করতে অথবা গদি দখল করতে অভ্যুত্থান ঘটানো, হরতাল আহ্বান করে দেশকে অচল করে দেওয়া এবং বোমাবাজীর মাধ্যমে দেশের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট করা হারাম মনে করে। তাই 'ইক্বামতে দ্বীনে'র নামে ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিকট কুরআন ও সুন্নাহর আইন প্রবর্তনের দাবী জানায়। ফলে সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি দেশে আহলেহাদীছ আক্বীদার অনুসারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন রাজনৈতিক প্লাটফরম নেই। আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতেও অন্যূন আড়াই কোটি আহলেহাদীছ থাকলেও তারা কখনও কোন রাজনৈতিক মোর্চা গঠন করেনি এবং ক্ষমতা দখল বা ভাগাভাগির দাবী করেনি। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রীতি অনুযায়ী শান্তি ও শৃংখলার স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সমালোচনা হ'তে বিরত থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে সরকারকে সৎ পরামর্শ প্রদানের নীতি অবলম্বন করে। অতি মনোযোগ সহকারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে এর সত্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এজন্য এ সংগঠনের গ্রন্থরাজি ও মাসিক মুখপত্র **'আত-তাহরীক'** গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করার জন্য প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

এ সংগঠনের কোন কর্মকাণ্ডই গোপন নয়। এ সংগঠন বার বার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে আসছে যে, বাংলা ভাই ও আব্দুর রহমান বা অন্য কোন জঙ্গী গোষ্ঠীর সঙ্গে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোনরূপ সম্পর্ক নেই। তারা বরাবরই এ সমস্ত জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে আসছে এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানিয়ে আসছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা বাংলা ভাই ও আব্দুর রহমানের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে জড়িয়ে কাল্পনিক রিপোর্ট প্রকাশ করছে, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। একশ্রেণীর পত্রিকার মিথ্যা কাল্পনিক রিপোর্টের দরুন জাতি যেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে তেমনি আসল ক্রিমিনাল, বোমাবাজ ও দেশবিরোধী চক্র এ সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদেরকে আড়াল করার কোশেশ করছে এবং প্রাথমিকভাবে এরা সফল হয়েছেও। অন্যদিকে জেল-যুলুম ও হয়রানির শিকার হচ্ছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নিরীহ নেতা-কর্মীরা। প্রশাসন ও মিডিয়ার প্রতি আবেদন আপনারা যদি সত্যিই অপরাধীদের সনাক্ত করতে চান এবং নিরীহ নিরপরাধী লোকদের হেফাযত করতে চান তাহ'লে দাড়ি, টুপিওয়ালাদের পাইকারী হারে গ্রেফতার না করে 'জেএমবি' ও 'জেএমজেবি'র সাথে অন্যান্য ইসলামী দলগুলিকে একাকার না করে প্রতিটি দল ও ইসলামী এন.জি.ও সমূহের নেতাকর্মীদের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে তাদের সাথে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করার পরিবেশ তৈরী করুন। সাথে সাথে প্রতিটি সংগঠনের কর্মকাণ্ডের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিন। তাহ'লেই জাতির সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে এ দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের হোতা কারা।

সরকার বার বার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছে এবং তাদেরই পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছে, যারা এ দেশকে বিশ্বের বুকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরতে চায়। ওরা তারাই যারা এ দেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্র বলে প্রভুদেরকে খুশী করতে চায়। তারা ইসলামী দল ও এনজিও সমূহকে নিয়ে সর্বদা বিষোদ্গার করে এবং কাল্পনিক অভিযোগ এনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে নিজেদের ফায়দা লুটতে চায়। তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে সরকার ডঃ গালিব সহ দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের উপর জেল-যুলুম চাপিয়ে দিয়েছে। একইভাবে বর্তমানে বোমা হামলার জন্য 'জামাতুল মুজাহিদীন'-এর সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতা-কর্মীদের কেও জড়িয়ে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার বিভিন্ন স্থানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে নির্যাতন করছে। আমরা সরকারের এ অর্বাচীনতার নিন্দা জানাই এবং বোমাবাজি ও দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রকৃত হোতাদের খুঁজে বের করে সমুচিত শাস্তি দানের দাবী জানাই।

মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
কামারপাড়া, উত্তরা, ঢাকা।

প্রশ্নোত্তর

??????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ আত্মহত্যাকারীর জন্য দান-খয়রাত ও দো'আ করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফযাল
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আত্মহত্যাকারীর জন্য দান-খয়রাত ও দো'আ করা যায়। কারণ আত্মহত্যা করা জঘন্য অপরাধ হ'লেও এর দরুন সে কাফের হয়ে যায় না, বরং মুসলমানই থাকে। আর যেকোন মুসলমানের জন্য দান-খয়রাত ও দো'আ করা যায়। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তুফায়েল বিন আমরের সঙ্গে অন্য আরেকজন লোকও হিজরত করে। মদীনার আবহাওয়া অনুকূলে না হওয়ায় অসহ্য হয়ে লোকটি স্বীয় হাতের আঙ্গুল সমূহের গিরা কেটে ফেলে। ফলে রক্ত প্রবাহিত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। তারপর তুফায়েল বিন আমর একদিন স্বপ্নযোগে লোকটিকে খুব ভাল অবস্থায় দেখেন। কিন্তু তার হাত দু'খানা ছিল আবৃত। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাত দু'টি আবৃত কেন? তখন সে জবাবে বলল, মদীনায় হিজরত করার কারণে মহান আল্লাহ হাত দু'টি ছাড়া আমার সবকিছুই ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তুফায়েল স্বপ্নের ঘটনা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে খুলে বললে তিনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। ফলে তার হাত দু'টিও ভাল হয়ে যায় *(মুসলিম ১/৭২ পৃঃ, 'আত্মহত্যাকারী কাফের না হওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ আত্মহত্যা করলে চিরস্থায়ীভাবে সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে'। মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, (১) এখানে خالداً مخلداً -এর মর্ম হ'ল সুদীর্ঘকাল ও অধিককাল, চিরস্থায়ী নয়। অর্থাৎ দীর্ঘকাল সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে এবং পরে জান্নাতে যাবে (২) চিরস্থায়ী শাস্তি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে আত্মহত্যাকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। এরূপ বিশ্বাস করার কারণে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কাফের নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতএব উভয় হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই *(মুসলিম, ১/৭২ ও ৭৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ মাসিক আত-তাহরীক জুলাই '০৫ সংখ্যায় বলা হয়েছে, নানীর মৃত্যুর পূর্বে মাতা মৃত্যুবরণ করলে নানীর সম্পদ থেকে নাতি-নাতনী বঞ্চিত হবে। কিন্তু জনৈক আইনজীবি ১৯৬১ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক প্রণীত মুসলিম ফারায়েয আইন অনুযায়ী নাতি-নাতনীকে অংশ দানের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এ বিষয়ে সঠিক ফায়ছালা দানে বাধিত করবেন।

-সুলতান মাহমুদ
মধ্যপাড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান কর্তৃক প্রণীত মুসলিম ফারায়েয আইনের এ বিষয়টি ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ। যা বর্তমান কোর্ট-কাচারীতে বহাল রয়েছে। আর আইনজীবি সেই মোতাবেক ফায়ছালা প্রদান করেছেন। যা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক নয়। আল্লাহ তা'আলা মীরাছ বন্টনের বিধি-বিধান নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাতে দাদা-দাদী, নানা-নানীর মৃত্যুর পূর্বে তাদের ছেলে-মেয়ে মৃত্যুবরণ করলে, আল্লাহ তা'আলা নাতি-নাতনীর জন্য কোন মীরাছ বন্টন করেননি *(বিস্তারিত দ্রঃ সূরা নিসা ১০-১২)*।

উল্লেখ্য যে, এমতাবস্থায় সম্পদের মালিক বঞ্চিতদের জন্য অছিয়ত স্বরূপ সম্পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম দান করে দিতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ মুছল্লীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে লাগলে হাত উঁচু করে বাধা দিতে হবে, না মানলে শয়তান মনে করে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এ কথা কি দলীল ভিত্তিক? এতে কি ছালাতের ক্ষতি হবে না?

- এম,এম, এ, হালীম
কে,এম,এস, ৬ কেডি ঘোষ রোড, খুলনা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা অতীব গোনাহের কাজ। তার কর্তব্য হ'ল অতিক্রমকারীকে প্রথমে বাধা দেওয়া, অমান্য করলে শক্তি প্রয়োগ করা এবং শয়তান বলে অভিহিত করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭ 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*। যেহেতু এরূপ করা সরাসরি শরী'আতেরই নির্দেশ তাই ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। উল্লেখ্য যে, মুক্তাদীর সম্মুখ দিয়ে প্রয়োজনে অতিক্রম করতে পারে, তবে ইমামের সম্মুখ দিয়ে নয় *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৬৯ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৯২ 'সুতরা' অধ্যায়)*। এজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন যে, ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্য সুতরা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুক্তাদীদের জন্য পৃথক কোন সুতরার কথা বলেননি *(ইরওয়াউল গালীল, হা/৫০৪)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে কোন্ কোন্ দিনে ছিয়াম পালন করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-মুহাম্মাদ আবু তাহের
থাওইপাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ যিলহজ্জের প্রথম দশকের সব দিনেই ছিয়াম পালন করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে আরাফার

দিন ছিয়াম পালন করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নফল ছিয়ামের মধ্যে অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে সামনের এবং পিছনের দুই বছরের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে আমি আশা পোষণ করি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিলহজ্জের প্রথম ৯ দিনের ছিয়াম কখনো ছাড়তেন না *(ছহীহ নাসাঈ, হা/২৪১৬; মিশকাত হা/২০৭০ 'নফল ছিয়াম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ সহোদরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা কি জায়েয? কোন ইমাম এরূপ করলে তার পিছনে ছালাত বৈধ হবে কি?

-রিযওয়ানুর রহমান
পালবাগান, রাজশাহী।

উত্তরঃ সহোদরা হোক, বৈমাত্রেয় হোক কিংবা বৈপিত্রেয় হোক দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে' *(নিসা ২৩)*। ইমাম যদি বৈধ মনে করে এই জঘন্য কর্ম ঘটায় তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে। আর না জেনে করলে সে মারাত্মক অপরাধী হবে এবং অবগতির সাথে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তওবা করে উক্ত কাজ থেকে ফিরে না আসবে ততক্ষণ ইমামতির দায়িত্ব থেকে পৃথক রাখতে হবে।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ হিন্দুদের তৈরী মিষ্টি ক্রয় করে খাওয়া যাবে কি?

-শাহীদা খাতুন
মাধনগর, নাটোর।

উত্তরঃ অমুসলিমদের প্রস্তুতকৃত খাবার হারাম নয়। বরং তাদের যবেহকৃত জন্তু হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে সেসব জন্তু, যা আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়' *(মায়েদাহ ৩; ফাতাওয়া সাত্তারীয়া, পৃঃ ৮২)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ ছালাত-ছিয়াম আদায় করে না এমন গরীব লোকদের বাড়ীতে টিভি, ভিসিআর ও সিডি থাকলে তাদেরকে বায়তুল মালের অংশ দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এ সমস্ত লোকদেরকে গরীব আখ্যায়িত করাই ভুল। এদেরকে সহযোগিতা করার অর্থই হ'ল পাপের কাজে সহযোগিতা করা। আর পাপ কাজে সহযোগিতা করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*। ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, গোনাহগার ব্যক্তিকে বায়তুল মাল দেয়াতে কোন মতভেদ নেই। তবে ইসলামের রুকন সমূহ অর্থাৎ ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি পরিত্যাগ করলে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বায়তুল মাল দেয়া যাবে না *(তাফসীরে কুরতুবী, ২/২১৯ পৃঃ)*।

এছাড়া উক্ত ব্যক্তি যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তাহ'লে বায়তুল মাল তার জন্য হালাল নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ধনী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয়' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত হা/১৮৩০, 'যার জন্য যাকাত হালাল নয়' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৬৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ জনৈক ব্যক্তি আগামী রামাযানে ৪০০/৫০০ ছায়েমকে ইফতার করাবেন বলে নিয়ত করেছেন। এরূপ নিয়ত করা কি শরী'আত সম্মত?

-ডাঃ আব্বাস সরকার
বেড়ের বাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ এমন নিয়ত করা শরী'আত সম্মত। কারণ কোন ব্যক্তি যদি ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায় তাহ'লে সে তার ছওয়াব অবশ্যই পাবে। যায়েদ ইবনু খালেদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করাবে তার জন্য ঐ ব্যক্তির অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত সনদ ছহীহ, হা/১৯৯২, 'সাহারী ও ইফতার' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ ফিৎরার টাকা এক স্থানে জমা করা এবং ঈদের ছালাত পর বন্টন করা কি শরী'আত সম্মত?

-শফীকুর রহমান
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিই শরী'আত সম্মত পদ্ধতি। নিজে ফিৎরা বন্টন না করে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সমাজের প্রধানের নিকট জমা করা যরূরী *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিতর জমা করার নির্দেশ দিতেন *(বুখারী হা/১৫০৯, ১/৪৬৭ পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (ছাঃ) তার ফিৎরা সরদারের নিকট ঈদের এক বা দুই দিন পূর্বেই জমা করতেন' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৫, ১/২৮৫ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য, টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায়ের রীতি ইসলামের সোনালী যুগে ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব প্রধান খাদ্যদ্রব্য হ'তে মাথা পিছু এক ছা' ছাদক্বাতুল ফিৎর আদায় করতে হবে। এটাই শরী'আত সম্মত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫ ও ১৮১৬)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ মাসিক আত-তাহরীক মে '০৪ সংখ্যায় (১৭/২৯৭) প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, কে আদম (আঃ)-এর বিবাহ পড়িয়েছিলেন এ মর্মে ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। কিন্তু ডঃ মুজীবর রহমান কর্তৃক অনূদিত তাফসীরে ইবনু কাছীরে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর বিবাহ পড়িয়েছিলেন। সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সালাম
মুহাম্মাদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তাফসীরে ইবনে কাছীরে বর্ণিত ঘটনাটি ইসরাঈলী বর্ণনা। যা নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং 'আত-তাহরীক'-এর ফৎওয়াই সঠিক।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ অসুখের কারণে ব্যাঙ খাওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-মুযাফফর আহমাদ
আলাদীপুর, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ব্যাঙ হত্যা করে ঔষধ তৈরী করা শরী'আত সম্মত নয়। আব্দুর রহমান বিন ওছমান (রাঃ) বলেন, একজন ডাক্তার ব্যাঙ দ্বারা ঔষধ তৈরী করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫২৬৯ 'ব্যাঙ হত্যা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ বাদ ফজর সূরা ইয়াসীন এবং বাদ এশা সূরা আম্বিয়া পড়ার ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-সাইফুল ইসলাম
নতুন কাশিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত নিয়মে সূরা ইয়াসীন ও আম্বিয়া পড়ার ব্যাপারে কোন ছহীহ কিংবা যঈফ হাদীছও পাওয়া যায় না। তবে এমনিতেই যেকোন স্থান থেকে কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য এক বিশেষ নেকী রয়েছে *(সিলসিলা ছহীহ হা/২২৪০/৩০০৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ ফরয ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া কি শর্ত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এম.এ. ইউসুফ সালাফী
নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতে ইক্বামত দেয়া শর্ত নয়। বরং এটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। তবে অনেকে ফরযে কিফায়াও বলেছেন *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া মুহিম্মাহ, প্রশ্ন নং ২১, পৃঃ ৩৩; শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-আরেফী, আল-মুফীদ ফি তাকবীরি আহকামিল আযান, পৃঃ ১৭, প্রশ্ন নং ১ ও ২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ সদ্য বিবাহিত জনৈক ব্যক্তিকে তার স্ত্রী এক মাস পর তালাক্ব দেয়। অতঃপর দু'মাস ৩ দিন পর অন্যত্র তার বিয়ে হয়েছে। এ বিয়ে কি বৈধ হয়?

-মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক্ব দেওয়ার কোন বিধান নেই। তবে স্ত্রী কাযী বা শালিশের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোহরানা স্বামীকে ফেরত দিয়ে 'খোলা তালাক্ব' নিতে পারে *(মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। প্রশ্নোল্লিখিত তালাকটি যদি খোলা না হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর পরবর্তী বিবাহ বৈধ হয়নি।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, মালাকুল মউত মুমিনের জান এমনভাবে কবয করবেন যেমন শিশু মায়ের কোলে দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে যায়। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-নাছীরুদ্দীন
পুরাতন সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কথাটি এমন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মালাকুল মউত মুমিনের মাথার পাসে বসে বলেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা তুমি আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো'। তখন আত্মা এমনভাবে বের হয়ে আসে যেমন কলস হ'তে পানির ফোঁটা বের হয়ে আসে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ একটি ইসলামিয়াত বইয়ে দেখলাম, ছালাতের ফরয, আহকাম, আরকান ১৩টি, ওয়াজিব ১৪টি, সুন্নাত ১৮টি এবং মুস্তাহাব ১৮টি। এগুলি কি ঠিক?

-মুজাহিদুল ইসলাম
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছালাতের বিভিন্ন নিয়ম-কানূনকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই উক্ত বিভাজন সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ ইক্বামত দেওয়ার সময় মুয়াযযিনকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে হবে মর্মে বাধ্যবাধকতা আছে কি? কেউ কেউ বলেন, ঠিক ইমামের পিছনে ১ম কাতারে দাঁড়াতে হবে। এটা কি হাদীছ সম্মত?

-হানযালা
দুর্গাপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ইক্বামত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহে মুয়াযযিনের দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট স্থানের কথা উল্লেখ নেই। সুবিধামত ১ম কাতারের ডানে-বামে, ইমামের পিছনে বা যে কোন কাতারে দাঁড়িয়ে ইক্বামত দিবেন। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখে তোমরা দাঁড়াবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ একটি মসজিদের দু'টি অংশ। এক অংশ রেজিষ্ট্রিকৃত আর বাকী অংশ রেজিষ্ট্রি বিহীন। এমন মসজিদে ছালাত হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নবীনগর, খুলনা।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্বফ হওয়া যরূরী। বাকী অংশটুকুও দাতাকে দ্রুত রেজিষ্ট্রি করে দেয়া উচিত। তবে রেজিষ্ট্রিবিহীন জমিতেও ছালাত শুদ্ধ হবে। কারণ ওয়াক্বফ হওয়ার জন্য মৌখিক স্বীকৃতিও যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত সমস্ত যমীন মসজিদ' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৩৭ 'ছালাতের স্থান ও মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩১)*। সুতরাং ছালাত আদায় করায় দাতার আপত্তি

না থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ জনৈক আলেম বলেছেন, যেনার কথা দু'একজন জানলে যেনাকার ও যেনাকারিণী আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু বেশী লোক জানলে ক্ষমা করবেন না। এ ফৎওয়া কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ যাইদুর রহমান
পশ্চিম দোমার পাল, কালাইবাড়ী
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা কারো জানা-অজানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তবে বিবাহিতদের মাধ্যমে সংঘটিত এ ধরণের অপকর্ম সম্পর্কে ৪ জন সাক্ষ্য দিলে যেনাকার ও যেনাকারিণীর উপর হদ্দ তথা 'রজম' কায়েম হবে। আর বাস্তবায়ন করবে দেশের সরকার *(নিসা ১৫; বাক্বারাহ ২৮৬)*। এছাড়া সাক্ষী চার জনের কম হ'লে এবং তারা নিজেরা প্রকাশ না করলে হদ্দ কায়েম হবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৫৬৫ পৃঃ)*। আর অবিবাহিত পুরুষ বা নারী যেনা করলে স্বীকারোক্তি বা চার জন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত হ'লে প্রত্যেককে ১০০ বেত্রাঘাত করতে হবে *(নূর ২)*। তবে এই জঘন্য অপরাধ প্রকাশ না পেলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ বিভিন্ন জায়গায় লেখা দেখা যায়, 'নবী করীম (ছাঃ) নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছেন'। এটা কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত কথাটি বিভিন্ন জায়গায় লিখে সরকারীভাবে প্রচার করা হ'লেও এটি হাদীছ নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যেকোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন গাছ লাগায় অথবা শস্য উৎপাদন করে অতঃপর সে শস্য বা গাছ মানুষ, পশুপাখি ও চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা হবে' *(বুখারী, মুসলিম হা/১৯০০)*। সুতরাং সরকার গাছ লাগানোর জন্য যে উৎসাহ দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের সকলকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা এবং বেশী বেশী গাছ লাগানো উচিত।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ দুই বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর অন্যের দুধ পান করলে সে কি দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে?

-আব্দুল্লাহ আল-হাদী
পাঁচরুখী, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ দুই বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর অন্যের দুধ পান করলে সে দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে না *(বাক্বারাহ ২৩৩; নিসা ২৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিকট গেলেন, এমতাবস্থায় সেখানে একজন লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপসন্দ করলে আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই লোকটি আমার দুধ ভাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দেখ তোমাদের ভাই কারা? দুধের মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করার সময়কাল পর্যন্ত দুধ খাওয়ালে দুধ ভাই সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ দু'বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করলে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৬৮; বঙ্গানুবাদ মেশকাত হা/৩০৩১ 'বিবাহ' অধ্যায়; বুলূগুল মারাম তাহক্বীকঃ মুবারাকপুরী হা/১১২৭)*। অতএব দু'বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর দুধ পান করলে সে দুধ সন্তান সাব্যস্ত হবে না *(দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই ২০০৪ প্রশ্নোত্তর নং ২০/৩৮০)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ অন্যায়ভাবে কারো জমি বা টাকা আত্মসাৎ করে মারা গেলে এবং তার ওয়ারিছগণ তা ফেরত দিলে মৃত ব্যক্তি মুক্তি পাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
কুড়াহার, ভায়ের পুকুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ আত্মসাৎ নিঃসন্দেহে গর্হিত অপরাধ। এটি বান্দার হক, যা আল্লাহ্র ক্ষমা করা বিষয় নয়। তাই মৃত্যুর পূর্বেই আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক ছিল' *(বুখারী, মুসলিমস, মিশকাত হা/৫১২৬-২৭)*। এক্ষণে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ উক্ত সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলে ক্ষমা হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দূরদূরান্ত থেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এসে কবর দেওয়া যাবে কি?

-মুজীবুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ যেখানে মানুষ মারা যায় সেখানেই দাফন করা ভাল। কারণ গোটা পৃথিবীর মাটি সমান। আয়েশা (রাঃ) তার ভাই আব্দুর রহমান-এর কবরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি আপনার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকতাম, তাহ'লে আপনি যেখানে ইন্তেকাল করেছেন সেখানেই দাফন করতাম *(তিরমিযী, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/১৭১৮)*। তবে বিশেষ প্রয়োজনে দূর দূরান্ত থেকে নিজ বাড়ীতে এনেও দাফন করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি ইটের ভাটা তৈরী করেন এবং পার্শ্বে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ভাটা বন্ধ করে দেন এবং মসজিদটি ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে গাছ লাগান। এজন্য ঐ ব্যক্তি কি অপরাধী হবে?

-ডাঃ আব্দুল আলীম
স্বরূপ নগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অস্থায়ীভাবে ছালাত আদায় করার জন্য মসজিদ নির্মাণ করলে এবং পরবর্তীতে ভেঙ্গে ফেললে কোন পাপ হবে না। তবে মসজিদ নির্মাণের জন্য যদি কেউ জমি ওয়াক্ফ করে থাকে এবং শারঈ কারণবশত মসজিদ ভাঙ্গতে হয়, তাহ'লে তার অর্থ অন্য মসজিদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে অথবা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর আপন ভাতিজিকে বিয়ে করার পর জানতে পারে যে, এ কাজ ঠিক হয়নি। এক্ষণে তার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনেচ্ছুক
কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ ফুফু-ভাতিজিকে এবং খালা-ভাগ্নিকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাবে না। আর না কোন নারীকে তার খালার সাথে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৬০; বাংলা মিশকাত হা/৩০২৫ 'যাদেরকে বিবাহ করা হারাম' অনুচ্ছেদ)।*

সুতরাং প্রশ্নকারী ব্যক্তি যদি একত্রে বিবাহ করে থাকে তবে তাদের বিবাহ হয়নি। এমনিতেই তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এই হারাম কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ আজওয়া খেজুর কি? মদীনায় এর মূল্য প্রতি কেজি ১২০ রিয়াল। মূল্য এত বেশী হওয়ার কারণ কি?

-আলহাজ্জ ওবায়দুল্লাহ
নাবিয়া বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ 'আজওয়া' সবচেয়ে উন্নতমানের খেজুর। যা মদীনার উঁচু ভূমিতে উৎপাদিত হয়। এই খেজুরের রং কালো এবং ছোট আকৃতির। এর মাধ্যমে রোগ নিরাময় হয় এবং এটা বিষের প্রতিষেধক। যার কারণে এই খেজুরের চাহিদাও বেশী, দামও বেশী।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মদীনার উঁচু ভূমির 'আজওয়া' খেজুরের মধ্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। আর রয়েছে ভোরে (খাওয়া) বিষের প্রতিষেধক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯১; বাংলা মিশকাত হা/৪০০৯ 'খাদ্য' অধ্যায়)।* অন্য হাদীছে রয়েছে 'যে ব্যক্তি সকালে ৭টি আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন বিষ এবং যাদু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৯০)।*

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ রাতে ঘুমানোর সময় চেরাগ বা বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে বলার কারণ কি?

-নাঈমা আখতার
হাটপাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতে আগুনকে মানুষের শত্রু বলা হয়েছে। তাছাড়া শয়তানও ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে মর্মে বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে বলা হয়েছে। আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাতের বেলায় মদীনার একখানা ঘর পুড়ে যায়। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি বলেন, 'এ আগুন তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা যখন রাতে ঘুমাবে তখন উহা নিভিয়ে দিবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩০১; বাংলা মেশকাত হা/৪১১২)।* অন্যত্র তিনি বলেন, 'কেননা শয়তান এ জাতীয় অনিষ্টকর বস্তুকে উদ্বুদ্ধ করে, ফলে তারা তোমাদের (ঘরে) আগুন ধরিয়ে দেয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩০৩ বাংলা মিশকাত হা/৪১১৪)।*

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ আরব দেশ সমূহের মধ্যে সিরিয়া নাকি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয়। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আশরাফ
বেলকুড়ি, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য একটি ছহীহ হাদীছের অংশবিশেষ। ইবনু হাওয়ালা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই অবস্থা এমন হবে যে, তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল সিরিয়ায়, আরেক দল ইয়ামনে এবং আরেক দল ইরাকে যাবে। ইবনু হাওয়ালা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যদি সে যুগ পাই, তাহ'লে আমি কোন দলের সাথে থাকব তা আপনি মনোনীত করে দিন। তিনি বললেন, তুমি সিরিয়াকে গ্রহণ করবে। কারণ সিরিয়া হ'ল আল্লাহর পসন্দনীয় যমীন। শেষ যামানায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক ও পূণ্যবান ব্যক্তিদেরকে সেখানে সমবেত করবেন। যদি তোমরা তথায় যেতে না চাও, তাহ'লে ইয়ামনে চলে যাবে এবং তোমাদের (গবাদি পশুকে) নিজেদের হাউস হ'তে পানি পান করাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার অসীলায় সিরিয়া এবং সিরিয়াবাসীর জন্য যিম্মাদার হয়ে গেছেন। ফলে উহার বাসিন্দারা কুফরের অনিষ্ট এবং ফিৎনা-ফাসাদ হ'তে নিরাপদে থাকবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬২৭৬; বাংলা মিশকাত হা/৬০১৬)।*

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ ওমর (রাঃ) তাঁর বোন ও ভগ্নিপতিকে মারার জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কুরআন তেলাওয়াত শোনার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-আমীমুল ইহসান
কদম হাজীর মোড়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি সমাজে প্রচলিত থাকলেও এর নির্ভরযোগ্য কোন ভিত্তি নেই। তবে সঠিক ঘটনা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই বিত্তবান ও প্রভাবশালীর মধ্যে যে কোন একজনের ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করেছিলেন, যার ফলে পরের দিন ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এই মর্মে দো'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবনু হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাব দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর। আল্লাহ তাঁর দো'আ কবুল করলে পরদিন ভোরে ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মসজিদুল হারামে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করেন *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬০৪৫; বাংলা মিশকাত হা/৫৭৮৯ 'ওমর (রাঃ)-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলা ঘুমালে, স্বপ্নে কিছু খেলে বা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম মাকরূহ হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
এনসিওস একাডেমী
বগুড়া সেনানিবাস।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় ঘুমালে, ঘুমের মধ্যে খেলে কিংবা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম মাকরূহ হবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর ছিয়াম অবস্থায় ফজর হয়ে যায়। তারপর গোসল করেন এবং ছিয়াম পালন করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই।

-আব্দুছ ছামাদ
নওদাপাড়া মাদরাসা
রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযানের পর পরই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা ভাল। তবে কেউ যদি মাঝে মধ্যে ছিয়াম রাখে তাতে কোন দোষ নেই। যেভাবেই হৌক শাওয়াল মাসে রাখলেই চলবে। উক্ত ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ،

'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষ করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ৪/১০৭ পৃঃ হা/৯৫০-এর আলোচনা)*।

উক্ত হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে- রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ ছেলে-মেয়ে বা যেকোন ব্যক্তিকে দেখানোর উদ্দেশ্যে মৃতকে একদিন, দুই দিন দাফন করা হয় না। এটা কি জায়েয?

-সুমন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন এবং দেরী করা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুর্দাকে দাফন করার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কর। কারণ সে যদি ভাল হয় তাহ'লে তাকে কল্যাণে পৌঁছে দিলে। আর যদি খারাপ না হয়, তাহ'লে তোমরা খারাপ ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কাঁধ হ'তে রেখে দিলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৪৬)*। অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মৃত ব্যক্তি যদি গুনাহগার হয় আর তাকে তাড়াতাড়ি দাফন করা হয়, তাহ'লে সকল মানুষ, দেশ, বৃক্ষরাজী ও পশুপাখি শান্তি লাভ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬০৩)*। তবে একান্ত প্রয়োজনে সাময়িক বিলম্ব করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ সূরা বাক্বারাহ ১০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আযীযুল হক্ব
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ আয়াতের অর্থঃ 'তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরী করেনি, শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য। কাজেই তুমি কাফের হয়ো না ....'।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা হ'ল- ঐ সময় ইরাকের বাবেল বা ব্যবিলন শহর জাদু বিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিল। সুলায়মানের বিশাল ক্ষমতাকে শয়তান ও দুষ্ট লোকেরা উক্ত জাদু বিদ্যার ফল বলে রটনা করত। তখন নবুঅত ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য আল্লাহ হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে সেখানে শিক্ষক হিসাবে মানুষের রূপ ধারণ করে পাঠান। তারা মানুষকে জাদু বিদ্যার অনিষ্টকারিতা ও নবুঅতের কল্যাণ বিধান সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু লোকেরা অকল্যাণকর বিষয়গুলিই শিখতে চাইত। যা কুরআনের উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন তাফসীরে যেমন বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা স্বরূপ মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। পরে তারা মানুষের ন্যায় মহাপাপে লিপ্ত হয়। তখন শাস্তি স্বরূপ তাদের পায়ে বেড়ী দিয়ে বাবেল শহরে একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়।

যারা সেখানে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর যে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, সে মেয়েটি আসমানে 'যোহরা' তারকা হিসাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকবে। এগুলি সব তাফসীরের নামে উদ্ভট গল্প, যা সুলায়মানের শত্রু ইহুদী-নাছারাদের তৈরী কল্প-কাহিনী মাত্র *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২১১-১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ ওহোদ যুদ্ধে ফেরেশতারা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন?

- আব্দুল খাবীর
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রক্ষার জন্য দু'জন ফেরেশতা লড়াই করেছিলেন। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডানে ও বামে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোককে দেখলাম তারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ্র) প্রতিরক্ষার জন্য প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছিলেন। ঐ দু'জনকে আমি পূর্বে কোন দিন দেখিনি পরেও কোন দিন দেখিনি। তাঁরা ছিলেন জিবরীল ও মীকাঈল (আঃ) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৭৫; বাংলা মিশকাত হা/৫৬২৫ 'মু'জেযার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ অনেক আলেম রামাযানের প্রথম ১০ দিন রহমত, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফেরাত এবং শেষ ১০ দিন নাজাতের বলে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন। এরূপ করা কি ঠিক?

-আব্দুল্লাহ
বৃ-কুষ্টিয়া, বি-ব্লক, বগুড়া।

উত্তরঃ এভাবে ভাগ করা ঠিক নয়। এভাবে ভাগ করলে ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করা হয়। কারণ ছহীহ হাদীছে সম্পূর্ণ রামাযানকে রহমত বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬)*। পক্ষান্তরে তিন ভাগের প্রমাণে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ *(মিশকাত হা/১৯৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬)ঃ জনৈক ফকীর বা যাদুকর একটি কবর হ'তে লাশের মাথা কেটে নিয়েছে। তার বিচার কি হবে?

-মুযাফফর
সঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ এমন ব্যক্তি তেমনি গুনাগার হবে যেমন জীবিত মানুষকে হত্যা করলে গুনাহগার হয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মৃত ব্যক্তির হাড়ভাঙ্গা জীবদ্দশায় তার হাড় ভাঙ্গার অনুরূপ' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭১৪)*। অত্র হাদীছে গুনাহর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এসব ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭)ঃ আহলেহাদীছের একটি ঈদগাহে দেখলাম মিম্বর ছাড়াই শুধু হাতে লাঠি নেয়। এ নিয়ম কি সঠিক?

- মুহাম্মাদ শাহাদত
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিই সঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বর ছাড়াই ঈদের খুৎবা দিতেন। তিনি মিম্বরের উপর খুৎবা দিয়েছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইমাম সকলকে নিয়ে প্রথমে ছালাত আদায় করবেন অতঃপর পরে খুৎবা দিবেন। খুৎবার সময় হাতে লাঠি নিবেন *(আবুদাঊদ, মির'আত হা/১৪৬০, ২/৩৪৩ পৃঃ)*। সুতরাং মিম্বর ছাড়াই হাতে লাঠি নিয়ে ঈদের খুৎবা দেয়া সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮)ঃ মহিলারা ইমাম হয়ে কোন্ কোন্ ছালাত জামা'আতবদ্ধ হয়ে আদায় করতে পারবে?

- রুম্মান ইয়াসমিন (মুক্তা)
যোগীপাড়া, লক্ষণহাটী
বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ ফরয ছালাত ও তারাবীহর ছালাত মহিলারা ইমামতি করে জামা'আতবদ্ধ হয়ে ও আদায় করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) ফরয ছালাত সমূহে মহিলাদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন *(বায়হাক্বী ৩/১৩১ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। জুম'আর ছালাত মসজিদে গিয়ে ও ঈদের ছালাতও ঈদগাহে গিয়ে পুরুষের ইমামতিতে আদায় করতে পারে। অথবা বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করে নিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯)ঃ কতিপয় আলেম বলেন, ধানের ফিৎরা চলবে না। চাউল, গম, যব ইত্যাদির ফিৎরা দিতে হবে। আবার কোন কোন আলেম যুক্তি দেন যে, যবের যেমন খোসা আছে ধানেও তেমন খোসা আছে। সুতরাং ধানের ফিৎরা দেওয়া যাবে। চাউলের ফিৎরার দলীল নেই। টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-মুনীরুযযামান
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্যশস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তা যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান

মানুষের সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওযা যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَو صَاعًا مِنْ تَمَرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত।

টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিৎ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে চালু থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারাই ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা (জমাকারীর নিকটে) আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০)ঃ রামাযানের সাহারী, ইফতার এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য বেল বাজানো কি জায়েয?

-আব্দুল খালেক
খানপুর, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ যে কোন ছালাতের জন্য ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে আহ্বান করা কিংবা সাহারী, ইফতার করার জন্য ঘন্টা বা সাইরেন বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা রয়েছে *(সূরা জুম'আ ৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। আর সূর্য অস্ত যাওয়া দেখে দ্রুত ইফতার করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল না পেল সেদিকে লক্ষ্য না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সূর্যাস্ত দেখেই ইফতার করতে হবে।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত অডিও/ভিডিও সিডি সমূহ

০১। জাতীয় প্রতিনিধি ও সুধী সমাবেশ ২০০৫(৩ সিডি)	(ভিডিও)		১২০/=
০২। বিক্ষোভ সমাবেশ, রাজশাহী ২০০৫	"		৪০/=
০৩। যেলা সম্মেলন, সিলেট ২০০৪	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৪০/=
০৪। যেলা সম্মেলন, সিলেট ২০০৪	"	ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন	৪০/=
০৫। জুম'আর খুৎবা ১৮/০২/২০০৫	(অডিও)	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৬। ইমান ও লং মার্চ	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৭। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৮। তাবলীগী ইজতেমা ২০০২	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৯। তাবলীগী ইজতেমা ২০০১	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১০। দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১১। দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ১৯৯৬	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১২। তাবলীগী ইজতেমা ১৯৯৬	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১৩। তাবলীগী ইজতেমা ১৯৯৫	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=

সার্বিক যোগাযোগ
মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০, ০১৭৬০৩৪৬২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০১৭২-৭৬০৫২৫

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص و نستضئ من أضواء الكتاب و السنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة و التابعين و من تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين .

٢- نتبع تعاليم الوحى الختامى فى حياتنا الدينية و الدنيوية .

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغرآء .

٤- نخدم قومنا بإنجاز المشاريع الخيرية الإسلامية و نوصل دعوة الدين الخالص إلى كافة الناس عن طريق استخدام أحدث الأساليب الإعلامية .

٥- نجاهد جماعيا فى إقامة المجتمع الإسلامى الخالص و نضحى فى سبيل الله أنفسنا و أموالنا التى أعطانا الله إياها .

لتحقيق هذه الدعوة السلفية نرجو من الإخوة المحسنين والأخوات المحسنات توجيهات رشيدة و مساعدات معنوية، وفقنا الله جميعا وهو الموفق -

الداعية إلى الخير:

أهل حديث أندولن بنغلاديش

(جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش)

A/C: AHLE HADEES ANDOLON KENDRIO BAITUL MAL FUND.
PLSDA: 3245. ISLAMI BANK, RAJSHAHI BRANCH
RAJSHAHI, BANGLADESH.

দানশীল মুমিন ভাই ও বোনেরা লক্ষ্য করুন!

- আপনি কি জাতীয় কল্যাণে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বই বা পুস্তিকা নিজ খরচে কিনে বা ছাপিয়ে ফ্রি বিলি করে 'ছাদাক্বায়ে জারিয়া'র সৌভাগ্য অর্জন করতে চান? হাদীছ ফাউণ্ডেশনের বই ও ক্যাসেটগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর কৃত গুরুত্বপূর্ণ থিসিস গ্রন্থটি সহ অন্যান্য বই মিলে একটি 'গিফট প্যাকেট' মাত্র ৩০০/= টাকায় খরিদ করে বন্ধু মহলে উপহার দিন।
- আপনি কি সংগঠনের ইমাম প্রকল্পে, ছাত্র বৃত্তি প্রকল্পে, ইয়াতীম ফাণ্ডে, গরীব ছাত্রদের জন্য লিল্লাহ বোর্ডিং ফাণ্ডে দান করতে চান? আপনার সকল প্রকার দানের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড' দুয়ার উন্মুক্ত করে রেখেছে। আপনার সমস্ত যাকাত, ওশর, ফিৎরা ইত্যাদির অন্তত সিকি অংশ স্থানীয় আন্দোলনের শাখায় জমা করুন অথবা আমাদের কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে সরাসরি পাঠিয়ে আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন।
- আপনি কি কলমী জিহাদে শরীক হ'তে চান? আসন্ন রামাযান উপলক্ষে আপনার যাকাত, ওশর, ফিৎরা ও অন্যান্য দানের একটি বিশেষ অংশ 'আত-তাহরীক'-কে প্রদান করুন। ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর গ্রাহক হউন ও গ্রাহক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে কলমী জিহাদে অংশ নিন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড
হিসাব নং ৩২৪৫
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, রাজশাহী শাখা।

মাসিক আত-তাহরীক
হিসাব নং এস.এন.ডি. ১১৫
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।